উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

JAL

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদী

Hero

আমরা আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় এবং ভারত সরকারকে তাঁদের এই দূরদর্শী GST সংস্কারের জন্য, যা এই মুহূর্তটিতে সারা দেশজুড়ে উৎসবের আনন্দপ্লাবন এনেছে, সানন্দে ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

এই উৎসবের মরশুমে,আরও কমে আপনার প্রিয় হিরো টু-হুইলার-এ চড়ে বাড়ি আসুন, যেখানে GST সুবিধালাভের 100% সরাসরি আপনার অনুকূলে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই নবরাত্রির দিন থেকে ডেলিভারি শুরু হবে!

কম দামে পান উৎসবের বাড়তি আনন্দ।

সারণিঃ	GST-সুবিধালাভের সীমা*
HF Deluxe	₹ 5 800
Passion+	₹ 6 400
Splendor+	₹ 6 800
Destini 125	₹ 7 400
Glamour X	₹ 7 800
XPulse 210	₹ 14 500

আজই আপনার হিরো বুক করুন !

*ON EX-SHOWROOM KOLKATA

WORLD'S NO.1 24 YEARS IN A ROW

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

CALL TOLL-FREE
1800 266 0018

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase -II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. ##Highest sales for any 2 Wheeler Corporate Entity in the world for Calendar Year 2024 - Data source: DNA Consult & Advisory's report Assessment of Global Two Wheelers Market (CY24). For all Corporate and Bulk Enquiries, Please email us on institutionalsales@heromotocorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. Offer amount & combination of offers may vary as per model. Offers are valid in select states for a limited period or till stock lasts. For more details, please visit your nearest authorized Hero outlet. Terms & Conditions apply.

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, , Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Alipurduar: Dutta Hero, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur:Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171,Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar:Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422

SAATCHI & SAATCHI

সবুজ বিপ্লবের লক্ষ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

উত্তরের কৃষিবাণীতে চাষে মুশকিল আসান

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর : কৃষকদের সুবিধার্থে এবার 'উত্তরের কৃষিবাণী' নামে রেডিও অ্যাপ চালু করছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিকরণের যৌথ উদ্যোগে অ্যাপটি তৈরি হচ্ছে। রেডিও অ্যাপটি চালু হলে উত্তরের আটটি জেলার কৃষকরা নিজেদের ভাষায় কৃষি সম্পর্কে সম্যক ধারণা যেমন পাবেন তেমনই চাষবাদ, ফসলের রোগবালাই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, বাজারদর, সরকারি সহায়তা, কৃষির পদ্ধতিগত পরামর্শও পাবেন। মিলবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সহ বিভিন্ন বিষয়। স্মার্টফোন ব্যবহার করে কৃষিকে আরও সহজ করে তুলতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ। অ্যাপ তৈরির প্রক্রিয়া বর্তমানে শেষপর্যায়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'কৃষি সম্প্রসারণে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা আমরা করেছি। এতে উত্তরের আটটি জেলার কৃষকরা নিজেদের ভাষায় তাঁদের জেলার চাষাবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য পাবেন।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত মান্না এই অ্যাপটি তৈরি করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্ররাই বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তা তৈরি এবং এডিটিংয়ের পর অ্যাপটিতে আপলোড করবেন বলে জানা গিয়েছে। অ্যাপটিতে জেলা অনুযায়ী বিভিন্ন স্লট থাকবে। অ্যাপটি খুলে নিজেদের জেলায় ক্লিক করলেই কোন ধরনের চাষাবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁরা জানতে চাইছেন, সেই তালিকা চোখের সামনে চলে আসবে। এরপর কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার কিংবা উত্তর দিনাজপুরে বাংলা ভাষায়, দার্জিলিং কিংবা কালিম্পংয়ে নেপালি ভাষায় সেই অডিও শুনতে পাবেন সেখানকার কৃষকরা। এখনও যেহেতু অ্যাপটি তৈরির কাজ শেষ হয়নি, ফলে এমন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। অ্যাপটি চালু হলে মোবাইলের প্লে স্টোর থেকে তা ডাউনলোড করে কৃষকরা তাঁদের সুবিধামতো অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন। কী থাকবে এই অ্যাপটিতে? সেখানে মূলত চারটি বিভাগ রয়েছে। অ্যাপটিতে প্রবেশ করলে বিষয়বস্তু, সাক্ষাৎকারভিত্তিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর এবং আবহাওয়া সম্পর্কিত বিষয়ে জানার সুযোগ পাবেন কৃষকরা। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অ্যাপটি তৈরি হলে সপ্তাহে দু'দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং সতর্কবার্তা সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল বলেন, 'বর্তমান সময়ে কৃষকরা খুব ব্যস্ত। রেডিওতে এধরনের অনুষ্ঠান হলেও নির্দিষ্ট সময়ে তা না শুনলে পরে আর তা শোনার সুযোগ থাকে না। তাই কৃষকদের সুবিধার্থে এই অ্যাপটি তৈরি করা হচ্ছে। নানান পরামর্শ পেলে ওঁদের জীবন ও জীবিকার আরও উন্নতি হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

কু ঝিক ঝিক।। শরতের বিকেলে মাদারিহাটের পথে তোর্ষা নদীর উপর। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বোনাস মিলতেই খুশির হাওয়া

নতুন জামা পরে ঠাকুর দেখবেন অসুররা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : একটা সময় ওঁদের দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করাই ছিল নিষিদ্ধ। উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনজাতি অসুর সম্প্রদায়ের লোকজন মূলত প্রাচীন সংস্কারের জেরেই এতদিন শারদোৎসব থেকে দূরে থাকতেন। প্রবীণরা বিশ্বাস করতেন, দেবী দুর্গা তাঁদের পূর্বপুরুষ মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। তাই পুজোর চারদিন তাঁরা নিজেদের ঘরবন্দি করে রাখতেন। তবে বর্তমান গবেষণা বলছে, পৌরাণিক অসুরের সঙ্গে ওই অসুর সম্প্রদায়ের কোনও যোগ নেই। আলিপুরদুয়ারের জনজাতি গবেষক প্রমোদনাথ সেকথা স্পষ্ট করেছেন। তাই বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্ম মহানন্দে দুর্গাপুজোতে শামিল হচ্ছে। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে ২০ শতাংশ হারে বোনাস পেয়ে তাঁরা পুজোর জামাকাপড় কিনেছেন। আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি সহ জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি চা বাগানে এখন অসুর সম্প্রদায়ের বসবাস। অসুরদের বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বাস করে, দুর্গাপুজো একটি সামাজিক উৎসবও। তাই আনন্দের রোশনাইয়ে তাঁরা মেতে ওঠেন। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝেরডাবরি চা বাগানের ষাটোর্ধ্ব বিফাই অসুর একসময় পুজোর চারদিন ঘরবন্দি থাকতেন। তবে এখন শুধু ঘর থেকে বেরোন তাই নয়, বরং প্রতিমা দেখতে মণ্ডপেও যান।

মাঝেরডাবরি ছাড়াও জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, বানারহাট, মেটেলি সহ বেশ কিছু এলাকায় অসুর সম্প্রদায় বসবাস করে। একসময় সম্প্রদায়ের অনেকের বিশ্বাস ছিল, আর্যরা কখনও অনার্যদের দেবতা হুদুড় দুর্গার সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। তাই দেবীরূপী দুর্গাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মহিষাসুরের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। সেই থেকেই তাঁরা পুজোর সময় শোকের উৎসব দাসাই পরব পালন করতেন। পুজোয় শামিল না হওয়ার রীতি বহুদিন ধরে রেখেছিলেন সেঞ্চেরোয়া অসুরও। এবার তিনি বললেন, 'আগে পুজোর চারদিন ঘরে থাকতাম। কিন্তু এখন সময় পালটেছে। তাই পুরোনো সংস্কার ভুলে আমরা দুর্গাপুজোয় শামিল হই।'

তবে জলপাইগুড়ি জেলার যেসব বাগানে এখনও বোনাস হয়নি সেইসব অঞ্চলের অসুর সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে এখন কিছুটা বিষাদের সুর। তাঁদের আশা, বোনাস পেলেই সকলে পুজোর আনন্দে শামিল হবেন। পুজোর আনন্দে মেতে সুরাজ অসুর বলেন, 'বাবা বাগানের বোনাস পাওয়ার পরেই পুজোর জামাকাপড় কিনে দিয়েছে।'

শান্তি থাকুক, বার্তা মমতার

বাগডোগরা, ১১ সেপ্টেম্বর : সবাইকে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশান্ত নেপাল। এখনও জ্বলছে কাঠমান্ডু সহ পড়শি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফর শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা থেকে কলকাতায় ফিরে গেলেন মমতা। এদিন উত্তরকন্যা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের কাছ থেকে জেনে নেন, এলাকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে। এরপর তিনি বলেন, 'সব ভালো থাক, শান্ত থাক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছে। পুজো প্যান্ডেলগুলোতে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কারও যাতে কোনও অসুবিধে না হয়। সবাই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুন।'

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 8/7/2025 তারিখে J.M. 1st Class কোর্ট কালনা পূর্ব বর্ধমান হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Arzu Sarkar এবং Master Arzu Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। আশীষ কুমার সরকার কালনা বর্ধমান। (C/117480)

•

আমি শ্রী Dulal Biswas S/O Abinash Biswas, দক্ষিণ মৌয়ামারি বার্নিশ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। গত 1.9.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 18249] বলে Dulal Biswas S/O Abinash Biswas ও Dulal Kumar Biswas S/O A. Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

•

আমি মসিরুদ্দিন মণ্ডল, পিতা মৃত দছিরুদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম রামপুর কিসমত, পোঃ পতিরাম, থানা- বালুরঘাট (বর্তমানে পতিরাম), জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে নাম রয়েছে মসিরুদ্দিন মণ্ডল। কিন্তু আমার ছেলে মেহেদি হাসান মণ্ডলের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ আমার নাম লেখা রয়েছে দছিরুদ্দিন মণ্ডল। এমতাবস্থায় গত 26.8.2025 দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার, বালুরঘাট আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এর অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুল নাম দছিরুদ্দিন-এর পরিবর্তে আমার প্রকৃত নাম মসিরুদ্দিন মণ্ডল করতে চাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। (C/118235)

•

আমি আন্দ্রিয়াস নার্জিনারী, পিতা মৃত জঙ্গল সিং নার্জিনারী, গ্রামঃ গারোখুটা, পোঃ সান্তালপুর, থানাঃ শামুকতলা, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার। আমি গত ১৭/১০/২০১৪ তারিখে গির্জা লাইন, পোঃ চুনিয়া, থানাঃ শামুকতলা, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার নিবাসী শ্রী ভিক্টর ওরাও এবং শ্রীমতি আলবিনা ওরাও-এর কন্যা কুমারি মেরি নার্জিনারী-কে আলিপুরদুয়ার কোর্টে নোটারি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা উভয় সম্মতিতে দত্তক কন্যা হিসেবে গ্রহণ করি। কিন্তু বর্তমানে এই দত্তক কন্যা তার জন্মদাতা পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করায় উভয় পরিবারের সম্মতিতে গত ০৪/০৯/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা পূর্বের দত্তক চুক্তিপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করলাম এবং ভবিষ্যতে এই কন্যার উপর আমার/আমার পরিবারের আর কোনও দাবী/অধিকার থাকবে না বলে ঘোষণা করলাম। (C/117080)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার ID কার্ড নং TSX2034767 ঠিকানা ভুল রয়েছে এবং আধার কার্ড নং 4899 9984 5705 নাম ভুল থাকায় গত 10-09-2025, নোটারী পাবলিক সদর কোচবিহার, প: ব:, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jamil Miya এবং Jamir Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার ঠিকানা Vill. & P.O. Charaker Kuthi Dewanbosh, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar, আমার বর্তমান এবং সঠিক ঠিকানা- Vill. & P.O. Tapurhat, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। (C/117200)

•

আমি Nabanita Nath Das পিতা Pramode Bhusan Nath আলিপুরদুয়ার নিবাসী গত 26.8.25 তাং Alipur 1st. Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Nabanita Nath Das ও Nabanita Nath এবং Nabanita Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি উকিল চন্দ্র বর্মন, পিতা মৃত গাদলু বর্মন, গ্রাম কেশরীবাড়ি (সিতাই) গত ৯/৯/২০২৫ দিনহাটা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট বলে উকিল বর্মনের পরিবর্তে উকিল চন্দ্র বর্মন হইলাম। (C/118237)

অ্যাফিডেভিট

আমি নির্মল শর্মা, পিতা: রঘুনাথ শর্মা, ঠিকানা: গুরুংবস্তি, দুর্গা নগর কলোনি প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা: দার্জিলিং, পিন কোড 734003, শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা নির্মল কুমার শর্মা নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 39AA704763 dated : 10-09-2025. নির্মল শর্মা ও নির্মল কুমার শর্মা একই ব্যক্তি। (C/117975)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ১১.৯.২৫ তারিখে J.M. 1st ক্লাস কোর্ট জলপাইগুড়িতে অ্যাফিডেভিটের দ্বারা, Satalaxmi Sarkar ও Laxmi Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (C/117481)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং AN 01 1992 0008451 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 11.09.2025. নোটারী পাবলিক, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ashit Kumar Pathak এবং A.K. Pathak, S/o, Akhil Bandhu Pathak @ A.B. Pathak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চকচকা কলোনী, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/118101)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম Shib Prasad Roy থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 02/09/25 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Shib Prosad Roy হলাম। ফুলবাড়ি, মাশানপাঠ। (S/M)

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং- ০৪/২০২৫
সেকশন কন্ট্রোলারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ
নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখিত সেকশন কন্ট্রোলারের পদের জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :-১৪.১০.২০২৫। আবেদনপত্রগুলি সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি
আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ১৫.০৯.২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ১৪.১০.২০২৫ (২৩ : ৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	০১.০১.২০২৬ এর অনুসারে বয়স	সম্ভাব্য শূন্যপদ (আরআরবি)
সেকশন কন্ট্রোলার	৬	৩৫৪০০	এ২	২০-৩৩ বছর	৩৬৮

প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার সময়কালে, আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারটিতে থাকা আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্মতারিখটি আপডেট হতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে উপলব্ধ আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্মতারিখের সঙ্গে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে, আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োম্যাট্রিক (আঙ্গুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে আপডেট করতে হবে।

আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/২০২৫ (সেকশন কন্ট্রোলার) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে বিশদভাবে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয়ভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/২০২৫- এর বিস্তারিত বিবরণ, কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/উল্লেখিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সিইএন নং- ০৪/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	জম্মু শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in
চণ্ডীগর www.rrbcdg.gov.in	মুজাফফরপুর ww.rrbmuzaffarpur.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in
চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং. আরআরবি/এমইউএম/০৪-২০২৫ (সেকশন কন্ট্রোলার)/নোডাল/২০২৫
তারিখ : ১২.০৯.২০২৫
'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

NOTICE INVITING QUOTATION
Name of the work : NIQ for Auction of (A) old/condemn 40 nos Battery, scrap materials of old swm vehicles (BOT, FOT), (B) Sale of segregated dry waste under S.W.M. System, Tufanganj Municipality NIQ No. 01/2025-26/Auction/SWM, Date:10.09.2025, Memo No.847, Date:10.09.2025. Start date of dropping tender- 3.00 P.M. on 10.09.2025 to last date of dropping tender 3.00 P.M. on 22.09.2025. Tender opening date 23.09.2025. Details will be available at office Notice Board & web portal http://wbetenders.gov.in
Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
Po- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

NOTICE INVITING
e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/EO-ET/06/2025-26,
DATED: 02/07/2025(3rd Call)
Last date and time for bid submission- 18/09/2025 at 18.00 hours. For more information please visit: www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
Kumargram :: Alipurduar

Corrigendum Notice of NIT No. 55 of 2025-26 SL No- 1 to 8
Corrigendum Notice of NIT No. **NIT No.DDP/N55 of 2025-26 SL No- 1 to 8** Closing date extended upto 15/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

MEKLIGANJ MUNICIPALITY
P.O.: MEKLIGANJ,
DIST.: COOCH BEHAR
A walk-in interview for the post Health Officer(Contractual) will be conducted on 23.09.2025(Tuesday) at 12:00 noon in the chamber of the Chairman, Mekliganj Municipality. For details, please visit our website www.mekhliganjmunicipality.org & www.sudawb.org.
Sd/-
Chairman
Mekliganj Municipality

Corrigendum Notice of NIT No.40 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 42 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 43 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 46 of 2025-26 SL No- 1 to 4 & 49 of 2025-26 SL No- 1 to 4
Corrigendum Notice of NIT No. **NIT No. DDP/N- 40 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 42 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 43 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 46 of 2025-26 SL No- 1 to 4 & 49 of 2025-26 SL No- 1 to 4** Closing date extended upto 15/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ
সংশোধনী
এই সংবাদপত্রে ১১.০৯.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত উপরোক্ত শিরোনামের বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ক্রমাঙ্ক নং-৯-এর বিবরণ নিম্নরূপ পড়তে হবেঃ

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সময় পৌঁ.	সময় ছা.	যে তারিখ থেকে থামবে
১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	০১.১০	০১.১২	১২.০৯.২০২৫

অন্যান্য সকল বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৫৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
DIL MADHARAASI
*ing: Sivakarthi Keyan, Vidyut Jammwal Time : 1.15 P.M.
BAAGHI-4
*ing: Tiger Shroff, Sanjay Dutt Time : 4.15, 7.15 P.M.

From 12th September to 21 September
at Dinabandhu Mancha
DHUMKETU
(Bengali)
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

আজ টিভিতে

এমারজেন্সি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ নায়ক, দুপুর ১.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৪৫ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, রাত ১০.৪৫ বরবাদ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ বদলা, দুপুর ১২.৩০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ খলনায়ক

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কিডন্যাপ, বেলা ১১.৩০ তিন মূর্তি, দুপুর ২.৩০ আসল নকল, রাত ১২.০০ হীরক রাজার দেশে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তরতম

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমানত

জি সিনেমা : দুপুর ১২.১৫ জয় হো, ২.৪৯ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৫.০৫ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৫৫ এমারজেন্সি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার), রাত ১০.৫২ রাবণাসুরা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৫৭ ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড, দুপুর ১.৪৪ দবং, বিকেল ৪.২১ গজনি, সন্ধে ৭.৩০ পুলিশ পাওয়ার, রাত ১০.২৪ বিন্দি

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৩১ ভাগমতী, বিকেল ৩.০৪ ব্রুস লি : দ্য ফাইটার, ৫.২৮ বিগ ধমাকা, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ৯.৫৩ স্নেক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২৭ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৪.১৩ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ এজেন্ট বিনোদ

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৫ রিও টু, ২.৪৫ ন্যাশনাল ট্রেজার : বুক আ সিক্রেটস, বিকেল ৪.৪৫ ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি, সন্ধে ৭.১৫ পোকেমন ডিটেকটিভ পিকাচু, রাত ৯.০০ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, ১১.০০ কোনান দ্য বারবেরিয়ান

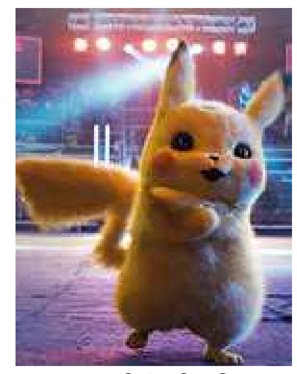

পোকেমন ডিটেকটিভ পিকাচু সন্ধে ৭.১৫ স্টার মুভিজ

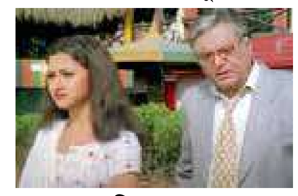

স্নেহের প্রতিদান দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ধর্মচর্চায় আনন্দ লাভ। সুমধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে প্রশংসিত হবেন। প্রেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা। বৃষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সম্পত্তির কারণে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝামেলা বাড়বে। মিথুন : দূর সম্পর্কীয় কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় নামী বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি পেতে পারেন। দাম্পত্যে শান্তি বজায় থাকবে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কোনও কর্তাব্যক্তির দ্বারা অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সংসারে আর্থিক সমস্যা নিয়ে টানাটানি থাকবে। সিংহ : ঘরের কোনও বিষয় নিয়ে বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে আলাপচারিতায় যাবেন না। কন্যা : একাধিক উপায়ে উপার্জন ভালোই হবে। জনহিতকর কোনও কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি মিলবে। তুলা : অন্যের উপর ভরসা করে কোনও কাজে হাত দিলে ঠকবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুপারিশে পদোন্নতি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রচেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতি ঘটবে। ধনু : সন্তানের পড়াশোনায় কৃতিত্ব ও সাফল্যের কারণে গর্বিত হবেন। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। মকর : বেহিসাবি খরচের কারণে সঞ্চয়ে টান পড়বে। বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণ বাতিল করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুতা থেকে সাবধান থাকবেন। মীন : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মপ্রার্থীদের নতুন চাকরির সুযোগ আসবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২১ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৬ ভাদ, সংবৎ ৫ আশ্বিন বদি, ১৯ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৪৩। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১।৪০। ভরণীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৩১। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৬।৫৯। তৈতিলকরণ দিবা ১।৪০ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।২৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।৪০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৩৮ গতে ১০।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন অপরাহ্ণ ৪।৩১ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন ও ষষ্ঠার সপিণ্ডন। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রচলিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ৪।০ গতে ৫।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৫৪৮.৭৩ (+১২৩.৫৮)
নিফটি : ২৫,০০৫.৫০ (+৩২.৪০)

খুন ট্রাম্পের সহযোগী কার্ক
আমেরিকায় খুন হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগী নেতা চার্লি কার্ক। বুধবার তাঁকে উটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়।
» ৪

নির্দোষ দাবি পার্থ-পরেশ-অঙ্কিতার
এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারী, তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা আদালতে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করলেন।
» ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৬°	৩২°	২৭°	৩২°	২৭°	৩২°	২৬°

বোর্ড সভাপতির দৌড়ে শচীনের 'না'
» ১০

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116

দুটি বাগান ছেড়ে গেলেন পরিচালকরা

শুভজিৎ দত্ত ও গোপাল মণ্ডল

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : ২০ শতাংশ হারে বোনাস পর্বে ডুয়ার্সের চা বলয়ে আশঙ্কার মেঘ। বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে বানারহাটের চামুর্চি ও রেডব্যাংক-সুরেন্দ্রনগর বাগান ছেড়ে চলে গেল কর্তৃপক্ষ। চা মহলের ধারণা, ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি বাগান কর্তৃপক্ষ আগামীতে এই পথে হাঁটতে পারে।

অশনিসংকেত

- ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে অপারগ বলে ছাড়ের আবেদন জানিয়েছে অন্তত ২০টি বাগান
- ১৫ তারিখের মধ্যে বাগানগুলিকে বোনাস দিতে নির্দেশ শ্রম দপ্তরের
- চামুর্চি বাগান কর্তৃপক্ষ এদিন দ্বিতীয়বার শ্রম দপ্তরের কাছে বোনাস ছাড়ের আবেদন জানায়
- রেডব্যাংক-সুরেন্দ্রনগরের মালিক জানিয়েছেন নথি ছাড়া বাগানে এত বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়

২৯ অগাস্টের পর এদিন ফের শ্রম দপ্তরের কাছে বোনাসে ছাড় দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিল বানারহাটের চামুর্চি চা বাগান। তাদের অনুরোধ ছিল, দুই কিস্তিতে ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে তাদের যেন অনুমতি দেওয়া হয়। চামুর্চি বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রম দপ্তরকে দেওয়া চিঠিতে তুলে ধরেছিল, তারা কতটা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তার পরিসংখ্যান। কিন্তু রাতেই বাগানের পরিচালকরা বাংলোয় তালা ঝুলিয়ে বাগান ছেড়ে চলে যান। খবর পেয়ে রাতেই বাগানের অফিসের সামনে জড়ো হন শ্রমিকরা।

বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন ইউনিট সভাপতি গফর আনসারি বলেন, 'এদিনও বাগানে কাজ হয়েছে। রাতে ম্যানেজারদের বাংলোয় তালা এবং সিনিয়ার ম্যানেজারের মোবাইল সুইচড অফ দেখে বাগান বন্ধের আশঙ্কা করছি।'

রেডব্যাংক কর্তৃপক্ষ অবশ্য বাগান বন্ধ করার জন্য হাতিয়ার করেছে বাগানের নথিপত্রের বিষয়টিকে। সেখানকার শ্রমিকরা জানিয়েছেন, তাঁদের এক পাক্ষিকের মজুরি বকেয়া আছে। সে ব্যাপারে এদিন ম্যানেজারের কাছে তাঁরা দরবার করেছিলেন। রাতে দেখেন ম্যানেজার সহ আরও দুই পরিচালকের কেউই নেই। দীর্ঘ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ওই বাগানটি সুশীলকুমার পাল নামে এক মালিকের মাধ্যমে খোলে। কাগজে-কলমে এখনও বাগানটির দায়িত্বে তিনিই। তবে আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে বেশ কয়েক মাস ধরে আর চালাচ্ছেন না। সেই জায়গায় বামনডাঙ্গা-সামসিং বাগানের মালিক ঋত্বিক ভট্টাচার্য চালাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সেখানকার শ্রমিক সংগঠনগুলি আমাকে দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেছিল। শ্রমিকদের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনওরকম কাগজপত্র ছাড়াই বাগানটি চালাচ্ছিলাম। দিনের পর দিন লোকসানের বহর বাড়ছিল। একদম কম উৎপাদনশীলতার রেডব্যাংককে দাঁড় করাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ সেখানে দরকার।

এরপর আটের পাতায়

মুখ নিয়ে মতবিরোধ

চূড়ান্ত নাটক শুরু নেপালে। আন্দোলন হাইজ্যাক হয়েছে বলে আগেই অভিযোগ তুলেছিল আন্দোলনকারী জেন জেড। এবার অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ নিয়ে চরম ডামাডোল শুরু। আলোচনার মাঝে ঢুকে পড়ছেন হিন্দু রাষ্ট্র আন্দোলনের নেতারা।

বৈঠক বিভ্রাট

- বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্তও ঠিক ছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হচ্ছেন সুশীলা কার্কি
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থাও দেখিয়েছিলেন দায়িত্ব নিতে সম্মত সুশীলা
- বিকেল থেকে সুশীলার পরিবর্তে ভাসতে শুরু করে কুলমান ঘিসিংয়ের নাম
- এদিন দুপুরে সেনার সদর দপ্তরে সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগডেল ও সুশীলার সঙ্গে বৈঠক করছিলেন জেন জেড আন্দোলনের প্রতিনিধিরা
- হঠাৎ বৈঠকে হাজির হিন্দু রাষ্ট্রপন্থী আন্দোলনের নেতা দুর্গা প্রসাই
- এরপরই বৈঠক থেকে বেরিয়ে যায় জেন জেড আন্দোলনের প্রতিনিধিরা

কে কুলমান?

- নেপাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির (এনইএ) প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর
- নেপালের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে অভাবনীয় কাজ করেছিলেন তিনি। এনইএ-কে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছিলেন তিনি
- ২০১৮-র মে মাসের মধ্যে নেপালের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করে ফেলেন ঘিসিং
- গত মার্চে তাঁকে আচমকা ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যার প্রতিবাদে ব্যাপক সমালোচনা ও প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল

কড়া নজর সেনার। বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুতে।

অন্তর্বর্তী প্রধানের দৌড়ে কুলমান

কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর : যুদ্ধের দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামলাতে শেষমেশ কার হাতে শাসনের রাশ উঠবে, তা এই মুহূর্তে লাখ টাকার প্রশ্ন।

প্রথমে কাঠমান্ডুর মেয়র, তারপর নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নাম ভেসেছিল দেশের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসেবে। এবার আন্দোলনকারী জেন জেড-দের একাংশ প্রস্তাব দিয়েছে, বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার তথা নেপাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির এগজিকিউটিভ চিফ কুলমান ঘিসিংকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান করা হোক। আন্দোলনকারীদের ওই অংশের অভিযোগ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি অন্তর্বর্তী প্রধানের অন্যতম দাবিদার হলেও তাঁর নামে ঐকমত্যে পৌঁছোনো সম্ভব নয়।

বৃহস্পতিবার ভদ্রাকালীতে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল এবং সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেলের সঙ্গে জেন জেড গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী প্রধানের পদে কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেই প্রশ্নে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছেন প্রতিবাদীরা। একটি অংশ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির পক্ষে মত দিয়েছেন। অপর অংশের দাবি, এই মুহূর্তে নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানের যোগ্য দাবিদার হলেন কুলমান ঘিসিংই। সেনা সদর দপ্তরের ভিতর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলাকালীন বাইরে জেন-জেডদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে রীতিমতো বাকবিতণ্ডা, ধস্তাধস্তি, মারামারিও হয়।

> গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দেশের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর জন্য সমস্ত রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছি আমি।
>
> **রামচন্দ্র পৌড়েল**
> *প্রেসিডেন্ট, নেপাল*

পরিস্থিতি আরও জটিল হয় সেনাপ্রধান দেশের বিতর্কিত শিল্পপতি রাজপরিবারের অনুগত বলে পরিচিত দুর্গা প্রসাই ও রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টিকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোয়। প্রাসি বৈঠকে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জেন-জেড-এর প্রতিনিধিরা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যান। ফলে বৈঠক ভেস্তে যায়।

নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল বলেছেন, 'গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দেশের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর জন্য সমস্ত রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছি আমি।'

অন্তর্বর্তী প্রধান বাছতে যে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চলছে, সেই কথা মেনে নিয়েছে সেনাবাহিনী। *এরপর আটের পাতায়*

জঙ্গি পালানোয় চিন্তা চিকেন নেকে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : লস্কর-ই-তইবা, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, সিমি, অনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি) এবং জইশ-ই-মহম্মদ, চিকেন নেককে টার্গেট করে ভারতে সন্ত্রাস ছড়াতে পাঁচ জঙ্গি সংগঠন নেপালে ঘাঁটি করে তাদের স্লিপার সেল পুনর্গঠন এবং প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে। কয়েক মাস আগেই দিল্লি থেকে সেই মর্মে বার্তা পৌঁছায় কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর কাছে। নেপাল লাগোয়া বিহারের কয়েকটি এলাকায় নিয়োগকারীরা সক্রিয় হয়েছে বলেও বার্তা দেয় এনআইএ। সেইমতো নেপালে নজরদারি বাড়ান ভারতীয় গোয়েন্দারা। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, বসে যাওয়া এবং এক সময়ের সক্রিয় স্লিপার সেল সদস্যদের খোঁজ শুরু করেছে জঙ্গিরা। সেই সদস্যদের অনেকেই নেপালের বিভিন্ন জেলে বন্দি ছিল। দেশজুড়ে অস্থিরতার সুযোগে নেপালের জেলগুলি থেকে এখনও প্রায় ১৪ হাজার বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে কতজন জঙ্গি বা স্লিপার সেলের সদস্য রয়েছে সেটাই আপাতত মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের।

অস্থিরতার সুযোগে জঙ্গি নেতারা যে তাদের সদস্যদের জেল থেকে মুক্ত করে গোপন ডেরায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত একাধিক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাকর্তা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই যাদের জেল থেকে মুক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে লস্করের স্লিপার সেলের অন্যতম নিয়োগকারী মহম্মদ ওমর এবং ওসমান নামে দুই জঙ্গি আছে। কাঞ্চনপুর, চিতওয়ান,

আশঙ্কার কারণ

- নেপালে জেলমুক্ত হয়েছে লস্কর জঙ্গি মহম্মদ ওমর এবং ওসমান
- নেপালের চার জেলে বন্দি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের তিন শতাধিক সদস্য পলাতক
- জঙ্গিদের খোঁজে বিহারের সমস্তিপুরের পাঁচটি জায়গা, দ্বারভাঙ্গার ফসিহর, মধুবনির বাসোপট্টি এলাকায় তল্লাশি
- জঙ্গি সংগঠন এবিটি'র তিন-চারজন সদস্য শিলিগুড়ি হয়ে কেরলে গা-ঢাকা দেওয়ার ছক কষেছে

এরপর আটের পাতায়

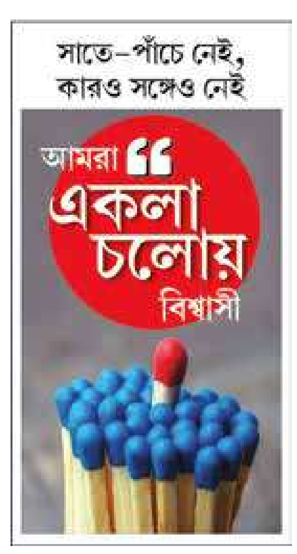

উত্তরের খোঁজে

বঙ্গনারীর গালি ব্রিগেডে পুরুষতন্ত্রের জয়ধ্বনি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

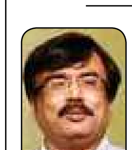

ওই যে সাবিত্রী চ্যাটার্জি! এত বয়স হয়ে গেল। ৯০। এখনও এত সাজগোজের মানেটা কী? এত বয়সেও অভিনয়ের কী দরকার?

অনুষ্কাশংকর! আপনি ভুলে গেলেন কোন বাবার মেয়ে? এইভাবে শরীর দেখানো পোশাক পরে ঘুরছেন?

জয়া বচ্চন! এত ঝগড়ুটে বলেই কি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে আপনার সংসারে অশান্তি?

অ্যাই দেবশ্রী রায়! আপনাকে মহালয়ার অনুষ্ঠানে দুর্গা সাজতে কে বলেছে এত বয়সে এসে?

মমতাশংকর! সব ব্যাপারে আপনার মতামত দেওয়ার কী হল?

শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়! এত বড় ছেলের মা, ঘোড়ায় চড়ে সিনেমার প্রচারে নামতে লজ্জা করে না?

অপরাজিতা ঘোষ দাস! আপনাকে এমন পরকীয়ার চরিত্রেই অভিনয় করতে হল?

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়! আপনার বাবার একটা ভালো ছবিতে ফুল দিতে পারেননি?

শুধু বিস্ময় চিহ্ন আর প্রশ্ন!

এগুলো আমার নয়। ফেসবুকে যাঁরা সক্রিয়, তাঁরা জানেন, এই প্রশ্নগুলো আসলে কাদের।

এইসব প্রশ্ন বহু তথাকথিত

এরপর আটের পাতায়

নেতার স্কুলে বন্ধ মিড-ডে মিল রান্না

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

গয়েরকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি। অথচ দু'দিন ধরে বিদ্যালয়ে তেল-সবজি নেই। তাই বুধবার থেকে মিড-ডে মিলে শুধু ভাত এবং বৃহস্পতিবার রান্নাই হল না বানারহাট ব্লকের পূর্ব দুরামারির প্রামাণিকপাড়া বিএফপি বিদ্যালয়ে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাননি ওই বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরা। এদিন রান্না বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান মিড-ডে মিল রান্নার কাজে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও। মিড-ডে মিল রান্নার দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠী হুঁশিয়ারি দিয়েছে, শুক্রবারের মধ্যে মিড-ডে মিল রান্নার বকেয়া সমস্ত টাকা বুঝিয়ে দেওয়া না হলে তাঁরা ফের বিক্ষোভে শামিল হবেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ রায় সরকার দাবি করেন, গতকাল তিনি ছুটিতে ছিলেন। বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের সামগ্রী শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজ সেসব দেরিতে পৌঁছালে ইচ্ছাকৃতভাবে রাঁধুনিরা বিক্ষোভ দেখান। বাধ্য হয়ে পড়ুয়াদের শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে।

তিনজন শিক্ষক ও ৫২ জন পড়ুয়া নিয়ে চলে এই বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন। অভিভাবকদের অভিযোগ, *এরপর আটের পাতায়*

মা আসছেন
১৬
দিন পর

খেতে হচ্ছে মেপে, হোটেলেই বন্দি জীবন

অগ্নিগর্ভ নেপালে আটকে উত্তরের ৩ পড়ুয়া। দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে বাড়ির লোকের। কাঠমান্ডুতে একটি হোটেলে কার্যত বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন তাঁরা। বাড়ছে খাবারের দাম। বিমানভাড়াও এখন আকাশছোঁয়া।

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১১ সেপ্টেম্বর : 'হোটেলের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছি দাউদাউ করে জ্বলছে কাঠমান্ডু। চারদিকে শুধু ছুটোছুটি আর থেকে থেকে গুলির আওয়াজ।' বৃহস্পতিবার দুপুরে হোয়াটসঅ্যাপ কলে যখন কথা বলছিলেন মণিহার তালুকদার, তখনও তাঁর গলায় আতঙ্ক। ঘটনা যদিও গত দু'-তিনদিনের পুরোনো। বৃহস্পতিবার নেপালের রাজধানীর পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে শান্ত। তবে, গত কয়েকদিন ধরে অশান্ত কাঠমান্ডুতে কার্যত হোটেলবন্দি দশায় দিন কাটছে আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশার মণিহার, কোচবিহার জেলার দিনহাটার সৌভিক চক্রবর্তী আর জলপাইগুড়ি জেলার গোমস্তপাড়ার বাসিন্দা ময়ূখ ভট্টাচার্যের। তাঁদের সঙ্গে একই হোটেলে আটকে পড়েছেন ত্রিপুরার আগরতলার স্বপ্নজিৎ চৌধুরীও।

মণিহার মেঘালয়ের কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী। সৌভিক কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। আর ময়ূখ নদিয়ার বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের গবেষক-পড়ুয়া। গত ৫ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর সেন্ট্রাল কলেজে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিতে গিয়েছিলেন সকলেই। গত ৯ সেপ্টেম্বর ফিরে আসার কথা ছিল। পরিস্থিতির ফেরে ফেরা হয়নি। মণিহার বলছিলেন, 'সেমিনার শেষে হোটেলে ফেরার পথে আচমকা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে যাই। প্রাণ বাঁচাতে তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে একটি মোমোর দোকানে আশ্রয় নিই।' দোকানদার শাটার নামিয়ে দেন। সেখানে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর, পরিস্থিতি খানিক শান্ত হলে আবার হোটেলেই ফিরে যান তাঁরা।

হেঁটে চলি ধ্বংসস্তূপে। কাঠমান্ডুর পথে বৃহস্পতিবার।

দিনহাটা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি সৌভিকদের। মা কাকলি চক্রবর্তী বাড়িতে বসে ছেলের চিন্তায় নাওয়াখাওয়া ভুলতে বসেছেন। তাঁরা ফিরবেনই বা কী করে! সৌভিকরা জানতে পেরেছেন, কাঠমান্ডু থেকে বাগডোগরাগামী বিমানের ভাড়া এখন ২৫ হাজার বা তারও বেশি। খাবারদাবারের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এখনও খাবারের অভাব দেখা না দিলেও হোটেল থেকে মেপে খেতে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, তাঁরা কেউই তো আর এসব সমস্যার কথা ভেবে কাঠমান্ডু যাননি। ফুরিয়ে আসছে টাকা। এদিন দিনহাটার বাড়িতে বসে মোবাইলে ছেলের ছবি দেখছিলেন কাকলি। আর চোখ দিয়ে জল পড়ছিলেন। 'রাজ্য সরকার কি ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারে না?' প্রশ্ন অসহায় মায়ের।

তাঁরা এখন পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছে একটি হোটেলে রয়েছেন। সেই মন্দিরেই তো তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ৮ তারিখ অবধি সেই সেমিনার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। বাইরে যে এমন ঘোঁট পাকছে, তা নাকি বুঝতেই পারেননি। ৮ তারিখ হোটেলে ফেরার পথে আঁচ পান। ৯ তারিখ বিকেলে কাঠমান্ডু থেকে বাসে চেপে শিলিগুড়ি ফেরার কথা ছিল। হোটেল থেকে চেক আউটও করেছিলেন তাঁরা।

এরপর আটের পাতায়

একদিকে জেলার কোনও কোনও প্রাইমারি স্কুলে গিজগিজ করছে পড়ুয়া, আবার কিছু স্কুলের ক্লাসরুমজুড়ে যেন শুধুই একরাশ শূন্যতা। অথচ প্রত্যেকটিই সরকারি স্কুল। এদিকে, জেলার মাল দক্ষিণ মণ্ডলের ৩০-এর কম পড়ুয়া রয়েছে এমন ১০টি স্কুল নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

কোথাও জোয়ার, কোথাও ভাটা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : একদিকে জেলার কোনও কোনও প্রাইমারি স্কুলে গিজগিজ করছে পড়ুয়া, সেরকমই আবার কিছু স্কুলের ক্লাসরুমজুড়ে যেন শুধুই একরাশ শূন্যতা। অথচ প্রত্যেকটিই সরকারি স্কুল। সুযোগসুবিধাও একই। তাহলে পড়ুয়ার সংখ্যায় এই আকাশপাতাল ফারাক কেন? বিষয়টি নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, যেসব প্রাইমারি স্কুল হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত সেইসব স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যাটা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি। কিন্তু যেসব স্কুল শুধুমাত্র প্রাইমারি স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, সেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাটা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। কারণ, হাইস্কুল থাকলে অভিভাবকরাও এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকছেন, ছেলেমেয়েকে আর অন্য স্কুলে নিয়ে যেতে হবে না। সেক্ষেত্রে ভর্তি নিয়েও দুশ্চিন্তা থাকছে না।

তবে এখানেই আবার অন্য একটা প্রশ্ন উঠছে, লটারি সিস্টেমে যেখানে ১০০ জন পড়ুয়াকে ভর্তি নেওয়ার কথা, সেখানে ৫০০-৬০০ জনকে কীভাবে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে? এ বিষয়ে জেলা প্রাইমারি স্কুল সংসদের চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় বলেন, 'রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল। কিছু বিদ্যালয় মানলেও, অনেকে তা মানেনি। পুজোর পর আমরা ফের পরিদর্শনে যাব।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়া সন্দীপন প্রাইমারি স্কুলে ১১ জন পড়ুয়া, উত্তরপাড়া প্রাইমারি স্কুলে ৯ জন, মাষকলাইবাড়ি আরআর প্রাইমারি স্কুলে ২২ জন, মাষকলাইবাড়ি এক্সটেনশন প্রাইমারি স্কুলে ১২ জন ও দেশবন্ধু প্রগতি আরআর প্রাইমারি স্কুলে ৮ জন পড়ুয়া রয়েছে। অন্য প্রাইমারি স্কুলগুলোরও তথৈবচ অবস্থা।

৫ জন পড়ুয়া নিয়ে চলছে ক্লাস। মাষকলাইবাড়ি আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

জেলার ছবি

- জলপাইগুড়ি শহরের বেশ কিছু সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে
- সেখানে এমন স্কুলও রয়েছে যেখানে হাজারের কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী রয়েছে
- যেসব প্রাইমারি স্কুল হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি

অন্যদিকে, হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত সুনীতিবালা সদর প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যাটা অকল্পনীয়। এই মুহূর্তে সেখানে ১২১০ জন পড়ুয়া রয়েছে। সেন্ট্রাল গার্লস প্রাইমারি স্কুলে ৬৩০ জন ও ফণীন্দ্র দেব প্রাইমারি স্কুলেও ৯২০ জন পড়ে। ফণীন্দ্র দেব প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহিরুল ইসলামের কথায়, 'অনেক অভিভাবক বেসরকারি স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ বহন করতে পারেন না। শিক্ষা থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য তাদের ভর্তি নিতে হয়।'

সুনীতিবালা সদর প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব বাচ্চাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে কোনওরকম ঘাটতি না হয়। সেই দায়িত্ব পালনে সবসময় চেষ্টা করি।' হাজারের অধিক পড়ুয়ার বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, 'নিয়ম অনুযায়ী কোনও পড়ুয়াকে ফেরত দিতে পারি না।'

ধুঁকছে ক্রান্তির প্রাথমিক স্কুল

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১১ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার মাল দক্ষিণ মণ্ডলের ৩০-এর কম পড়ুয়া রয়েছে এমন ১০টি স্কুল নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। ৩০-৫০'এর মধ্যে পড়ুয়া রয়েছে এমন স্কুলের সংখ্যাও ১৩। পড়ুয়া সংখ্যা কমায় আগামীদিনে এই স্কুলগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। অন্যদিকে, এত কম সংখ্যক পড়ুয়া থাকায় মিড-ডে মিল চালাতে হিমসিম দশা স্কুল কর্তৃপক্ষের।

ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরমারি বনবস্তিতে আপালচাঁদ ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া সংখ্যা মাত্র ১০। ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া সংখ্যা আরও কমার আশঙ্কা। অন্যদিকে, বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র দুজন।

পূর্ব লাটাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ২৫। পড়ুয়ার সংখ্যা কম কেন? খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, বিদ্যালয়টি যেখানে অবস্থিত তার এক কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে লাটাগুড়ি বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়। লাটাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং লাটাগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন হওয়ায় অভিভাবকদের একটা বড় অংশ সেখানেই তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করছেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত নানা সমস্যা, জঙ্গল লাগোয়া সত্ত্বেও সীমানা প্রাচীর না থাকা এবং রেলস্টেশন অতিক্রম করে যেতে হয়—এসব কারণে আর্থিকভাবে সচ্ছল অভিভাবকদের অধিকাংশই ছেলেমেয়েদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করছেন। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ভাস্কর রায়ডাকুয়া জানান, খুব কষ্ট করে মিড-ডে মিল চালাতে হচ্ছে।

কাঠামবাড়ি জুনিয়ার স্কুলে বর্তমানে পড়ুয়া মাত্র ১৫। সংলগ্ন কাঠামবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র দুজন। প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সেখানকার পড়ুয়াদের জুনিয়ার স্কুলে ভর্তি করছেন না অভিভাবকরা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু রানোর কথায়, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেও স্কুলে ভর্তি করাতে পারিনি। সকলেরই এক কথা, শিক্ষক ও পরিকাঠামো নেই। এর চাইতে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো ভালো।'

> স্কুলগুলির পড়ুয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করতে অনেকগুলি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের বলেছি অভিভাবকদের বোঝাতে পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি যেতে।
>
> **সঞ্জীবকুমার সেন**
> *অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাল দক্ষিণ*

দক্ষিণ হাঁসখালি জুনিয়ার স্কুলে একসময় পড়ুয়া ছিল ৭০-এর বেশি। কমতে কমতে এখন পড়ুয়া ঠেকেছে ৩৮-এ। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অমিয় রায় একই সমস্যার কথা তুলে ধরলেন।

মাল দক্ষিণ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জীবকুমার সেন বলেন, 'স্কুলগুলির পড়ুয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করতে অনেকগুলি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের বলেছি অভিভাবকদের বোঝাতে পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি যেতে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

হাসিমুখে।। *আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি টি এস্টেটে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।*

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বালি পাচার

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১১ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর নিয়ে ব্যস্ত ছিল প্রশাসন। আর সেই সুযোগে নদীবক্ষ থেকে বালি পাচারে লিপ্ত একদল দুষ্কৃতী। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠক করছেন, ঠিক তখন সেখান থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে রাজগঞ্জ ব্লকের সাহু নদীতে রীতিমতো প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলল বালি পাচার। কাজেই, বালি পাচার রুখতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফের একবার প্রশ্নটা উঠছে। রাজগঞ্জের বিএলএলআরও গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।'

বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা যেমন স্পষ্ট বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের মদতেই বালি পাচার চলছে। পালটা শাসকদলের নেতৃত্বের দাবি, বালি পাচারকারীদের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই। এ নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে। তবে, একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে, যেখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে উপস্থিত, ঠিক তখন কীভাবে দিনদুপুরে প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে বালি পাচার হচ্ছে?

প্রশাসনের অবশ্য দাবি, বালি পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান জারি রয়েছে। তবে, পুলিশের চোখে ধুলো দিতে নিত্যনতুন উপায় বের করেছে পাচারকারীরা। বিভিন্ন জায়গায় ইনফর্মারদের কাজে লাগানো হচ্ছে, যাতে পুলিশের অভিযানের আগাম খবর তারা পেতে পারে।

অভিনব কৌশলে অবৈধ বালি পাচারের বিষয়টি স্থানীয়রাও বিষয়টি মানছেন। এদিন যে এলাকায় বালি পাচার হল, ওই এলাকাটি দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। সাহু নদী ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁটিমারি ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামজুড়ে বিস্তৃত। সেখানে দেখা গেল, প্রথমে নম্বরহীন একটি লরি করে নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে। এরপর পুঁটিমারি এলাকায় নদীর ধারে তা মজুত করে সঙ্গে সঙ্গেই আর্থমুভার দিয়ে ডাম্পারে তুলে পাচার করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সম্পাদক নিতাই মণ্ডল সাফ বলেন, 'যারা বালি উত্তোলন করছে, তারা সকলে তৃণমূলের লাইসেন্সপ্রাপ্ত। প্রশাসনের এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কোনও ক্ষমতা নেই। একাধিকবার রাজগঞ্জের বিএলএলআরও ও বিডিওকে অভিযোগ জানিয়েছি। আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, ওই সময়টাতে এরা অন্তত বালি পাচার না করতে পারত!'

> তৃণমূলের কোনও লোক বালি পাচারে যুক্ত নয়। দল বালি উত্তোলনের লাইসেন্স দেওয়ার দায়িত্বে নেই। আমি নিজে রাত্রিবেলা অবৈধ বালি পাচারের গাড়ি আটক করে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছি। বিজেপির একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারকে কলঙ্কিত করা।
>
> **অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস*

পালটা রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূলের কোনও লোক বালি পাচারে যুক্ত নয়। দল বালি উত্তোলনের লাইসেন্স দেওয়ার দায়িত্বে নেই। আমি নিজে রাত্রিবেলা অবৈধ বালি পাচারের গাড়ি আটক করে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছি। বিজেপির একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারকে কলঙ্কিত করা।'

সাহু নদী থেকে দিনদুপুরে ট্রাকভর্তি বালি অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে।

হাতির হানায় নষ্ট ধানখেত

চালসা, ১১ সেপ্টেম্বর : সবেমাত্র জমিতে ধানের চারা রোপণের কাজ শেষ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে হাতির হানা। নষ্ট হচ্ছে ধানখেত, স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় কৃষকরা। বুধবার গভীর রাতে গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন দক্ষিণ ধূপঝোরার বেনাইপাড়া ও মুচিপাড়া এলাকায় প্রায় ৬ বিঘা জমির ধানখেত নষ্ট করল হাতি। রাত দুটো নাগাদ গরুমারা জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে চলে আসে ওই এলাকায়। ধানখেত নষ্ট করার পর ভোররাত নাগাদ হাতিটি জঙ্গলে ফেরত চলে যায়। এলাকার বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে কৃষকরা জমির ধান বাড়িতে তুলতে পারবেন না।' রাতে বনকর্মীদের টহলদারি দাবি করেছেন বাসিন্দারা। এ বিষয়ে খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় একই সময়ে হাতি বের হচ্ছে। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব হয় না। খবর পেলেই সাধ্যমতো সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।'

সংবর্ধনা

চালসা, ১১ সেপ্টেম্বর : নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মাটিয়ালি ব্লক কমিটির তরফে চালসার একটি হোটেলে অনুষ্ঠানটি হয়। এদিন সেখানে অতিথি হিসেবে মেটেলির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিজয়চন্দ্র রায়, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান ও জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মাটিয়ালি ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। উদযাপন কমিটির কোষাধ্যক্ষ শচীন দার্নাল বলেন, '৫ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয় ছুটি ছিল। তাই এদিন শিক্ষক দিবস উদযাপনের পাশাপাশি নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের সংবর্ধনাও দেওয়া হয়।'

দুর্ঘটনা

ধূপগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : ফের এশিয়ান হাইওয়ের ওপর দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটল। বৃহস্পতিবার রাতে ধূপগুড়ির ঝুমুর এলাকায় দুটি বিপরীতমুখী লরির সংঘর্ষ ঘটে। ধূপগুড়ির দিক থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাওয়া লরিচালক দুর্ঘটনার জেরে লরির ভেতরে প্রায় ২০ মিনিট আটকে ছিলেন। তিনি গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিশ ও দমকল তাঁকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদিকে, শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারগামী মুরগির খাবারবোঝাই লরির চালক আহত হয়েছেন।

কচ্ছপ উদ্ধার

মালবাজার, ১১ সেপ্টেম্বর : একটি কচ্ছপ উদ্ধার করে বনকর্মীদের হাতে তুলে দিলেন মালবাজার থানার ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু। কচ্ছপটি ভারতীয় ফ্ল্যাপশেল গোত্রের। দক্ষিণ এশিয়ায় মিষ্টি জলের কচ্ছপের একটি প্রজাতি এটি। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওদলাবাড়ি থেকে ডিউটি সেরে থানায় ফেরার সময়ে কচ্ছপটিকে মাল উদ্যানের কাছে রাস্তা পার হতে দেখে গাড়ি থামান তিনি। কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন দেবজিৎ। তিনি জানিয়েছেন, সম্ভবত মাল পার্কের পাশের নদী থেকে কচ্ছপটি রাস্তায় উঠে পড়েছে। পরে মাল বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের কর্মীদের হাতে কচ্ছপটি তুলে দেন তিনি।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : নেশামুক্ত সমাজ তৈরি করতে বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দিল সারা ভারত অগ্রগামী মহিলা সমিতি। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, গড়ালবাড়ি এলাকা থেকে মদ, জুয়া সহ বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। এর আগে চলতি মাসের ৬ তারিখে কোতোয়ালি থানায় একটি গণস্বাক্ষর যুক্ত স্মারকলিপি জমা করেছিল সমিতি। অভিযোগ, পুলিশের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

মরা গাছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

বেলাকোবা হাসপাতালের মাঠে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে মরা গাছ।

বেলাকোবা, ১১ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের মাঠে দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিশাল মরা গাছ বিপজ্জনকভাবে রয়েছে। যে কোনও সময় গাছটি উপড়ে গিয়ে বা ভেঙে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। অথচ তাঁদের অভিযোগ, এব্যাপারে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। ওই গাছের নীচে একটি কুয়ো রয়েছে। এছাড়া নিত্যদিন মাঠে ফুটবল খেলা হয়। চড়কপুজোর সময় কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয় এবং একদিনের মেলা চলে। পাশাপাশি গত বছর থেকে মাঠে দুর্গাপুজোও হচ্ছে। ফলে যে কোনও সময় বিপদের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউই। এবিষয়ে হাসপাতালের বিএমওএইচ প্রীতম বসু জানান, বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া গাছটি কাটা যাবে না। এদিকে বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার চিরঞ্জিত পাল বলেন, 'জমির মালিককে আবেদন করতে হবে। তার ভিত্তিতে তদন্ত করেই গাছ কাটার অনুমতি মিলবে।'

এবছর মরা গাছের নীচে প্যান্ডেল তৈরি জন্য বাঁশ রেখে প্যান্ডেলের কাজ করছেন ডেকোরেটারের শ্রমিকরা। শ্রমিকদের মধ্যে রমেন দাস বলেন, 'দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলেও পেটের দায়ে কাজ করতে হচ্ছে।'

পৃথক চারটি পথ দুর্ঘটনা

ময়নাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরে পৃথক চারটি পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। চারজন আহত হয়েছেন। মৃত ব্যক্তির নাম রমণী রায় (৫৫)। তাঁর বাড়ি ময়নাগুড়ির টেকাটুলি এলাকায়। তিনি প্রতিদিন রাতে রাস্তার পাশে প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহের কাজ করতেন। অন্যদিনের মতো বুধবার রাতে মহাসড়কের পাশে বোতল সংগ্রহের সময় ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ি রমণীকে ধাক্কা মেরে ধূপগুড়ির দিকে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটির খোঁজ চলছে।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ময়নাগুড়ি কালীরহাট মোড় এলাকায় ঘটে। গোবিন্দ দত্ত নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা মহাসড়ক পারাপারের সময় একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। এর জেরে ওই বাইক আরোহী সহ গোবিন্দ আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ময়নাগুড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ময়নাগুড়ি চূড়াভাণ্ডার সেতু সংলগ্ন এলাকায় তৃতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ধূপগুড়ির দিক থেকে ময়নাগুড়ির দিকে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। ঘটনায় ট্রাকচালক জখম হয়েছেন।

চতুর্থ দুর্ঘটনাটি বৃহস্পতিবার ভোরে টেকাটুলি এলাকায় ঘটেছে। এদিন ময়নাগুড়ি থেকে ধূপগুড়ির দিকে আসা একটি পণ্যবাহী গাড়ি আরেকটি পণ্যবাহী গাড়িকে ধাক্কা মারে। ওই ঘটনায় পিছনের গাড়ির চালক আহত হয়েছেন।

আবর্জনায় দূষণ ছড়াচ্ছে বানারহাটে

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : 'যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা যাবে না। ফেললে জরিমানা করা হবে।' বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বোর্ড বসিয়ে এই কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন নিষেধাজ্ঞা মানলেও তারপর থেকে বোর্ডের কাছে ব্যবসায়ীরা আবর্জনা ফেলছেন। পাশাপাশি বানারহাট বাজারের আবর্জনা জমা করে পাশের নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যাওয়ার যে পরিকল্পনা সেটাও কয়েকদিন চলার পর বন্ধ। বানারহাটে ঢোকার মুখে, জাতীয় সড়কের ধারে, বাজার এলাকায়, স্কুল ও পার্কের সামনে আবর্জনার পাহাড় জমেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বানারহাট আবর্জনামুক্ত করতে প্রশাসন ব্যর্থ। বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রবিকা বিশ্বকর্মা বলেন, 'বানারহাটকে দূষণমুক্ত রাখতে আমরা আবর্জনা সুলকাপাড়ায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েকদিন ধরে সমস্যার কারণে সেই কাজ বন্ধ রয়েছে। ফের আবর্জনা সরানোর কাজ শুরু হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জমির অভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরি করতে পারেনি। তাই বিকল্প হিসেবে বানারহাটের আবর্জনা সুলকাপাড়ায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কয়েকদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে বানারহাটের ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলছেন। এর জেরে দূষণ বাড়ছে। বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুবীর দাসের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে আবর্জনা পরিষ্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এখন সেটাও বন্ধ। তাই ব্যবসায়ীরা জাতীয় সড়কের ধারে আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরির কাজ সম্পূর্ণ না হলে বানারহাটের এই সমস্যা মিটবে না।

বানারহাটে নির্দেশ অমান্য করে ফেলা হয়েছে আবর্জনা।

সমস্যা যেখানে

- বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জমির অভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরি করতে পারেনি
- বিকল্প হিসেবে বানারহাটের আবর্জনা সুলকাপাড়ায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়
- কয়েকদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

বানারহাটের বাসিন্দা রঞ্জু মিত্রর কথায়, 'বানারহাটের মূল সমস্যা এই আবর্জনার স্তূপ। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন সমস্যা মেটাতে করতে ব্যর্থ হওয়ায় স্থানীয়দের ভুগতে হচ্ছে'।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সরকারিভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরির টাকা চলে এলেও সেই প্রকল্প এখনও তৈরি করতে পারেনি। সেজন্য বানারহাটের বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েছেন। বানারহাটের সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্য মুক্তি দাসের বক্তব্য, 'বানারহাট ব্লক হওয়ার পর দূষণমুক্ত হবে এই আশা ছিল। কিন্তু পাশের পার্টের নোংরা আবর্জনা এনে আমার পার্টে ফেলে রেখেছে। দেড় মাস হল সেসব সরাচ্ছে না। পুজোর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের উচিত বানারহাটকে আবর্জনামুক্ত করা।'

জমিদারবাড়ির পুজোয় মাতেন গ্রামবাসীরা

এল এল পুজো এল

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রায় ৬৭ বছর মাল ব্লকের কান্তদিঘি কুমারপাড়ায়জমিদারবাড়িরদুর্গাপুজো বন্ধ ছিল। ১৯৫৫ সালে শেষবার পুজো হয়। ২০২১ সালে পুনরায় সেই পুজো শুরু হয়। এবছরও তাঁরা উৎসাহ সহকারে পুজোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। গ্রামবাসীরা এই পুজোয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। গোপ পরিবারের সদস্য তথা পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা বিপ্লব গোপ বলেন, 'পুরোনো ঐতিহ্য মেনে ধামসা, মাদল বাজিয়ে মায়ের বরণ হবে। এছাড়া মাদল নাচ থাকছে। অষ্টমী ও নবমীতে গোটা গ্রামের সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।' পুজোর চারদিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে বলে তিনি জানান।

পরিবার সূত্রে খবর, জমিদার চন্দ্রমোহন গোপ ১৮৮৫ সালে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। পরে তাঁর পুত্র কেদারনাথ গোপ এই পুজো পরিচালনার দায়িত্ব নেন। গোপ পরিবারের এই পুজোকে কেন্দ্র করে একসময় গোটা গ্রাম মেতে উঠত। অষ্টমী ও নবমীতে ভোগের প্রসাদ বিতরণ করা হত। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত এলাকায় মেলা বসত। বাইরে থেকে যাত্রার দল আসত। এছাড়া পুজোর দিনগুলিতে বিভিন্নরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। ১৯৫৫ সালে গোপ পরিবারের শেষ পুজো হয়েছিল। তারপর ১৯৫৫ সালে ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্টের কারণে কেদারনাথ গোপ জমিদারি হারান এবং পুজো বন্ধ হয়ে যায়। এবছর গোপ পরিবারের পুজোর ১৩৯তম বর্ষে গোটা গ্রামে উৎসবের মেজাজ। প্রত্যেক গ্রামবাসী পুনরায় আনন্দে মেতে উঠতে চান। গোপ পরিবারের এই পুজোতে গ্রামের বাসিন্দারাও যুক্ত হয়েছেন।

জমিদারবাড়ির প্রতিমা। -ফাইল চিত্র

> পুরোনো ঐতিহ্য মেনে ধামসা, মাদল বাজিয়ে মায়ের বরণ হবে। এছাড়া মাদল নাচ থাকছে। অষ্টমী ও নবমীতে গোটা গ্রামের সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।
>
> **বিপ্লব গোপ**
> *গোপ পরিবারের সদস্য*

স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় রায়ের কথায়, 'বাবা-দাদুদের কাছ থেকে এই পুজোর কথা শুনেছি। জমিদারবাড়ির পুজোয় সেইসময় জাঁকজমক আলাদা ছিল। এখন আমরা সকলে এই পুজোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছি। হাতে হাত লাগিয়ে পুজোর আয়োজন করতে গ্রামের সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ।'

পুজোর চারদিন গ্রামের প্রত্যেক মানুষ একটা পরিবার হয়ে ওঠে।

করোনেশন সেতুতে নিয়মকে বুড়ো আঙুল

ডাম্পারে বিপদ ডাকছে

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স ও শিলিগুড়ির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ রক্ষা করে করোনেশন সেতু। ব্রিটিশ আমলে তৈরি সেতুটি ‘বয়সের ভারে’ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। যে কারণে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনএইচ-৯ সেতুর ভারবহন ক্ষমতা সর্বাধিক ১০ টন নির্ধারিত করে দু’দিকে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তাতে কী? নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতে তো বটেই এমনকি দিনেও ১৭-১৮ টনের ডাম্পার দিব্যি সেতু দিয়ে যাতায়াত করছে। রাতে ডাম্পার চলাচল আরও বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। যা সেতুটিকে আরও দুর্বল করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মূলত ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক ক্র্যাশার থেকে ১০ এমএম মাপের ভাঙা পাথর, বালি নিয়ে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজে সরবরাহের জন্য পাহাড়ের ডাম্পারগুলো এই পথে যাতায়াত শুরু করেছে।

এলেনবাড়ি ও মংপংয়ে পুলিশের দুটো আউটপোস্ট পেরিয়ে ভারী ডাম্পারগুলো কীভাবে যাতায়াত করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এলেনবাড়ি আউটপোস্ট জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের অধীনে। অন্যদিকে, মংপং আউটপোস্ট আবার কালিম্পং জেলার রিয়াং থানার আওতায়। রিয়াং থানার ওসি জ্যোতিকুমার সিংকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘করোনেশন সেতু দিয়ে ১০ টনের বেশি ওজনের যান চলাচল রুখতে নিয়মিত নজরদারি চালান মংপং আউটপোস্টের কর্মীরা। নজরদারি আরও কঠোর করা হবে।’

তিনি নিয়মিত নজরদারির কথা বললেও বাস্তবে পুলিশের নজর এড়িয়ে ১৭-১৮ টনের ডাম্পার করোনেশন সেতু দিয়ে অবাধে যাতায়াত করছে। এটা রুখতে পুলিশকে অনুরোধ করা হবে বলে এনএইচ-৯-এর নির্বাহী বাস্তুকার দেবব্রত ঠাকুর বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন।

দেবব্রত বলছেন, ‘করোনেশন সেতুর ভারবহন ক্ষমতা সর্বাধিক ১০ টন। এই নির্দেশই বলবৎ আছে।’ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬-৭ বছর আগে ওই নির্দেশ জারি হয়েছিল। শুরুর দিকে নিয়ম মেনে যান চলাচল করলেও পরবর্তীতে ছবিটা বদলাতে থাকে।

ভারী যান চলাচলের কারণে বর্তমানে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে সেতুটি। যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে এ পথের যাত্রীদের।

করোনেশন সেতুতে চলছে ভারী ডাম্পার।

প্রশ্ন কোথায়

- রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনএইচ-৯ সেতুর ভারবহন ক্ষমতা সর্বাধিক ১০ টন নির্ধারিত করে দু’দিকে সাইনবোর্ড লাগিয়েছিল
- নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতে তো বটেই এমনকি দিনেও ১৭-১৮ টনের ডাম্পার দিব্যি সেতু দিয়ে যাতায়াত করছে
- রাতে ডাম্পার চলাচল আরও বেড়ে যায় বলে অভিযোগ

ট্রাফিকের অভিযান

ময়নাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : দুর্ঘটনা এড়াতে বেপরোয়া বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ অভিযানে নামল। বিশেষত ময়নাগুড়ি-লাটাগুড়িগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বেপরোয়া বাইক বাহিনী স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত ২ দিন ধরে এই পথে অভিযানে নেমে বেশ কয়েকজন বাইকচালককে জরিমানা করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাস বলেন, ‘গত বুধবার থেকে এই বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দ্রুতগতিতে ও মদ্যপান করে বাইক চালানোর অপরাধে প্রায় ১৫ জনের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া এই সড়কের বিভিন্ন জায়গায় বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গার্ডরেল ব্যারিয়ার দেওয়া হয়েছে। আগামীতেও এই অভিযান জারি থাকবে।’

ময়নাগুড়ি থেকে লাটাগুড়িগামী জাতীয় সড়কপথে ময়নাগুড়ির সিনেমা হল মোড় থেকে দাঁড়িভিজা পর্যন্ত প্রায়দিন দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে বেপরোয়া গতির বাইকের ধাক্কায় গত ৩ সপ্তাহে এলাকায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

সিপিএমের মিছিল

রাজগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : লেপ্টোস্পাইরোসিস ও হেপাটাইটিস এ-তে আক্রান্ত চেকরমারি এবং গিরানগছ গ্রামের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে এবার মাঠে নামল সিপিএম। বৃহস্পতিবার বিকেলে সিপিএমের রাজগঞ্জ এরিয়া কমিটির ডাকে একটি বিরাট মিছিল করা হয়। রাজগঞ্জ বিডিও অফিস অভিযান করেন সিপিএমের কর্মীরা। সিপিএমের দাবি, এলাকা সংক্রমণমুক্ত করতে হবে। চেকরমারি এবং গিরানগছ গ্রামের যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়াও আক্রান্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এদিন সিপিএমের প্রায় তিনশোজন নেতা-কর্মী রাজগঞ্জের গোরুহাটি থেকে মিছিল শুরু করে বিডিও অফিসের দিকে এগোতে থাকেন। বিডিও অফিসের গেটের সামনে তাঁদের আটকে দেয় রাজগঞ্জ পুলিশ। পুলিশের বাধা টপকে সিপিএম নেতা-কর্মীরা বিডিও অফিসে ঢোকার চেষ্টা করেন। সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক পীযূষ মিশ্র বলেন, ‘চেকরমারি এবং গিরানগছ গ্রামে দুজনের অকালমৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।’ রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, ‘সিপিএম কয়েকটি দাবি নিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তা পাঠিয়ে দেব।’

হাতির হানায় নষ্ট ধানখেত

নকশালবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : ফের ধানের খেতে হাতির হানা। আতঙ্কে রয়েছেন নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরা। বুধবার রাতে মণিরাম পঞ্চায়েত এলাকার রকমজোত, হাতিরামজোত এলাকায় হাতির হানায় প্রায় ২০ বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে। পুজোর মুখে যা নিয়ে আশঙ্কিত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নেপালের জঙ্গল থেকে দলে দলে হাতি ঢুকে পড়ছে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। নেপালের বনকর্মীরা হাতিদের আটকাতে কোনও পদক্ষেপ করছেন না বলে অভিযোগ। তার ওপর রাতে বৃষ্টির জন্যও হাতির গতিবিধি নজরে আসেনি বনকর্মীদের।

নেপালের খোলা সীমান্ত দিয়ে হাতির দল মেচি নদী পেরিয়ে পানিঘাটা কলাবাড়ি জঙ্গলে ঢুকছে। তারপর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এলাকার ধানের জমি নষ্ট করছে। ওই রাতেই হাতিরামজোতের বাসিন্দা বিমল ওরাওঁয়ের ৪ বিঘা জমির ধান নষ্ট করেছিল হাতির দল। এই মরশুমে অন্যের ৪ বিঘা জমি ঠিকায় নিয়ে চাষ করেছিলেন বিমল।

তাঁর কথায়, ‘প্রতিবারই পুজোর পরে নেপাল থেকে হাতি আসা শুরু হয়। এবার আগেই চলে এসেছে। তাই আমরা রাতে কিছুই বুঝতে পারিনি। সব ধান নষ্ট করে দিয়েছে। মহাজনকে কীভাবে টাকা দেব, তাই নিয়ে চিন্তায় আছি।’ রকমজোতের বাসিন্দা প্রকাশ এক্কা বলেন, ‘এবার ৫ বিঘা জমি ঠিকা নিয়ে চাষ করছিলাম। সবে মাত্র ধানের ফলন ধরেছিল। তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। এখন প্রতি রাতে হাতির দল আসা শুরু হবে। বন দপ্তরের ক্ষতিপূরণ কখনওই পাওয়া যায় না। আবেদনপত্র ডাস্টবিনে পড়ে থাকে। এর আগেও বহুবার আবেদন করেছি।’

রকমজোতের বাসিন্দা ও কলাবাড়ি বিটের বনকর্মী সন্তোষ মাঝি বলেন, ‘এদিন রাতে ২৫টি হাতি জঙ্গলে ঢুকেছিল। টহলদারির জন্য একটি মাত্র গাড়ি ছিল। তাছাড়া বৃষ্টিতে কিছুই বোঝা যায়নি। তাই ধানখেত নষ্ট হয়েছে।’

সময়ের আগে হাতির দলের এই উৎপাত নিয়ে পানিঘাটার রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ বলেন, ‘কয়েকদিন ধরে রাতে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে আমাদের কর্মীরা সঠিকভাবে নজরদারি করতে পারছেন না। গতকাল রাতে কৃষকদের থেকেও কোনও অভিযোগ পাইনি। যার ফলে হঠাৎ করে এই সমস্যা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিবছর হাতির দল পুজোর পরেই আসে। এবার মরশুম এগিয়ে গেছে। আমরা সতর্ক আছি।’

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : এসএসবির বিশেষ অভিযানে ১০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ৩ তরুণ গ্রেপ্তার হল। খড়িবাড়ির বাতাসি এলাকায় বুধবার রাতে তাঁদের আটক করে এসএসবি। ধৃতদের নাম মহম্মদ রহিম, মামিরুল হক ও সাফিজুল হক। ধৃতরা সকলে উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা।

এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসবির ৪১ ব্যাটালিয়নের রানিডাঙ্গা পোস্টের জওয়ানরা বাতাসি সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে সন্দেহজনক ৩ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ে। পরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ১০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের রাতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায় খড়িবাড়ি পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিন আদালতে বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সচেতনতা

চালসা, ১১ সেপ্টেম্বর : আপৎকালীন পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় সেই বিষয়ে স্কুল পড়ুয়াদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি এনডিআরএফের তরফে মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে ওই শিবির করা হয়। শিবিরে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তথা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কীভাবে নিজেকে ও অন্যকে রক্ষা করতে হবে সেই বিষয়ে সচেতন করা হয়। এনডিআরএফের আধিকারিক সুনীল বর্মনের তত্ত্বাবধানে এদিনের শিবির পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুকুমার রাজবংশী বলেন, ‘নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেছে। এদিনের শিবিরে পড়ুয়ারা অনেক কিছুই শিখল।’

গণ অবস্থান

গোয়ালপোখর, ১১ সেপ্টেম্বর : গোয়াগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগ ও ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা চালুর দাবিতে বৃহস্পতিবার গণ অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি। বেলা ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত গোয়াগাঁও বাজারে এই বিক্ষোভ চলে। গোয়াগাঁও-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, করণদিঘি ও চাকুলিয়া এলাকার প্রচুর মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। কমিটির অভিযোগ, চিকিৎসকের অভাবে সেখানে পরিষেবা মিলছে না। একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ও ফার্মাসিস্ট বহির্বিভাগে ওষুধ বিতরণ করেন। মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসা ছাড়াই ফেরত পাঠানো হয়।

কমিটির সদস্য নবীনচন্দ্র সিনহা জানান, ২০১২ সাল থেকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবার মান বাড়াতে আন্দোলন চলছে। কিন্তু সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের প্রচার থাকলেও গর্ভবতীদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা মিলছে না, ফলে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। এর দায় কেউ নিচ্ছে না, ফলে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়ছেন।

কমিটির গোয়ালপোখর ব্লক সম্পাদক ফনেশ সিংহ অভিযোগ করেন, একসময় আন্দোলনের চাপে চিকিৎসক নিয়োগ করে ইন্ডোর বিভাগ চালু হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকের বদলির পর ইন্ডোর বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। গত পাঁচ বছর ধরে এটি বন্ধ। অ্যান্টিভেনম ও জলাতঙ্কের ভ্যাকসিনের অভাব, অ্যাম্বুল্যান্স নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির খাসতালুক হওয়া সত্ত্বেও এই দুরবস্থায় স্থানীয়রা হতাশ।

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল বলেন, ‘স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাজ শেষ হলে সমস্যা মিটে যাবে।’ লোধন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা বিএমওএইচ আবদুল বারি জানান, সমস্যাগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

‘তৃণমূলের’ টোটোয় পড়ুয়ারা, বিতর্কে স্কুল

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে যত কাণ্ড

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ সেপ্টেম্বর : স্কুলে তখন ক্লাস চলছে। এসময়ই তৃণমূলের দলীয় পতাকা লাগানো ৩টি টোটো এসে দাঁড়াল বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রিয়পদ রায় এবং সহকারী শিক্ষক শোভারাম বর্মন কয়েকজন ছাত্রীকে তুলে দিলেন টোটোতে। টোটোতে উঠলেন দুজন শিক্ষিকা এবং একজন শিক্ষাকর্মী। বৃষ্টির মধ্যে বিহার মোড় সংলগ্ন গুরুদোয়ারার সামনে টোটোগুলি থামল। নেমে পড়লেন প্রত্যেকে। কেন? কলকাতা ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে। স্কুল চলাকালীন এমন ঘটনায় বিতর্ক এবং নানান প্রশ্নের মুখে বাগডোগরার স্কুলটি।

উত্তরবঙ্গ সফর শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যান কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার পথে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে অভিনন্দন জানাতেই এদিন নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা আগে স্কুলটিতে পৌঁছেছিল তৃণমূলের ঝান্ডা লাগানো তিনটি টোটো। ওই টোটোতেই ১৫ জন ছাত্রীকে পাঠানো হয়েছিল। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গুরুদোয়ারার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় ছাত্রীদের। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় এলাকা অতিক্রম করার পর দুই শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্রীরা স্কুলে ফেরে। ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, স্কুল চলাকালীন কি এভাবে পড়ুয়াদের পাঠানো যায়? তৃণমূলের পতাকা লাগানো কেন টোটোয় তাদের পাঠানো হল? স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রিয়পদ রায়ের দাবি, ‘নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের নির্দেশে ১৫-১৬ জন ছাত্রীকে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্রীদের পাঠানো হয়েছিল কন্যাশ্রী এবং শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে।’ তিনি ব্লক অফিসের কথা বললেও বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলছেন, ‘এবিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তাই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।’

এদিনের ঘটনায় বিরোধীরা তো বটেই, সমালোচনায় মুখর স্কুলেরই শিক্ষক, শিক্ষিকা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষিকার অভিযোগ, মাঝে মাঝেই এভাবে ছাত্রছাত্রীদের তৃণমূলের কর্মসূচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজন শিক্ষক শাসকদলকে খুশি করতে এসব করেন। স্কুলের পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক সিপিএমের শীতল দত্ত বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দলীয় কার্যালয় বানিয়ে ফেলেছে ওঁরা। পড়ুয়াদের দলীয় কাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শাসকদলকে খুশি করতে এমনটা করা হচ্ছে।’ বর্তমান পরিচালন সমিতির সদস্য তথা তৃণমূলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী বলছেন, ‘আমি আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে ছিলাম। তাই এবিষয়ে কিছু বলতে পারব না।’ পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রশান্ত দত্ত বলেন, ‘এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমাদের দলের লোকজনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য টোটোতে পতাকা লাগানো ছিল। ছাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য টোটোতে পতাকা লাগানো ছিল না।’

যা ঘটেছে

- মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে স্কুল চলাকালীন ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল
- স্কুল চলাকালীন এমন ঘটনায় বিতর্ক এবং নানা প্রশ্নের মুখে বাগডোগরার স্কুলটি
- নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের নির্দেশের কথা বলছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, জানা নেই দাবি বিডিও-র

নতুন ভবন

নাগরাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : বেহাল ধূমপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নতুন করে তৈরির কাজের শিলান্যাস করে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বাবদ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৯৪ টাকা। আনন্দে বৃহস্পতিবার এলাকায় লাড্ডু বিতরণ ও মিষ্টিমুখ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, ‘স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করেন। শেষে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে নতুন ভবন তৈরির কাজের শিলান্যাস হওয়ায় আংরাভাসা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ লাগোয়া বানারহাট ব্লকের প্রায় ৫০ হাজার বাসিন্দা উপকৃত হবেন।’

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ গণেশ ওরাওঁ বলেন, ‘জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ভবন তৈরির কাজ হবে। এজন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।’

জেলা পরিষদে চিঠি

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : জঞ্জালে মুখ ঢেকেছে ফুলবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এখানে চালু নেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। এমন পরিস্থিতি পুঁটিমারি এলাকার একটি জায়গায় বর্জ্য পৃথকীকরণ ইউনিট চালু করতে চেয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে চিঠি দিল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে প্রধান রফিকুল ইসলাম বলেছেন, ‘পুঁটিমারি এলাকায় বর্জ্য নিয়ে একত্রিত করা যাবে। এরপর তা থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ সম্ভব হবে।’

বন শহিদ দিবস

লাটাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বন শহিদ দিবস পালিত হল গরুমারায়। বৃহস্পতিবার গরুমারা গেটে এই দিনটি পালন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি। তিনি শহিদ বেদিতে মাল্যদান করার পর যে সমস্ত বনকর্মী বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। তারপর নীরবতা পালন করেন। অনুষ্ঠানে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন, এডিএফও রাজীব দে সহ অন্য বন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

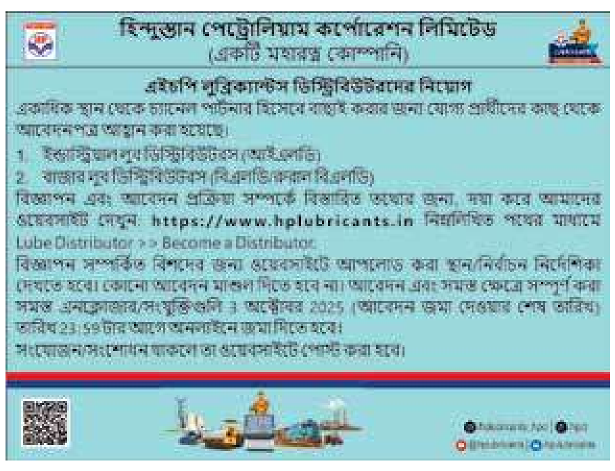

আলু বিতরণ

নাগরাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার স্কুলগুলিতে কৃষিজ বিপণন দপ্তর মিড-ডে মিলের আলু দেওয়া শুরু করল। ১৫০ মেট্রিক টনের বেশি আলু বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আপাতত ১০ দিনের জন্য ওই আলু দেওয়া হচ্ছে। পরে ফের দেওয়া হবে। এর আগে সুফল বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে জেলার ২৭টি হিমঘরে রাখা হয়েছিল। সেগুলি এখন দেওয়া হচ্ছে। মূলত র‍্যাশন ডিলারদের মাধ্যমে মিড-ডে মিলের এই মাসের চালের সঙ্গে ওই আলু স্কুলগুলিতে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিজ বিপণন দপ্তরের জেলা আধিকারিক দেবাঞ্জন পালিত বলেন, ‘আলু যেহেতু পচনশীল খাদ্যবস্তু সেকারণে ধাপে ধাপে দেওয়া হচ্ছে।’

জলপাইগুড়ির বানারহাট, ধূপগুড়ি সদর, ক্রান্তি, মাল, মেটেলি, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা ও রাজগঞ্জ ব্লকের পাশাপাশি ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও মাল পুরসভা, এছাড়া জেলার আওতাধীন শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের সংযোজিত এলাকার সমস্ত স্কুল মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ পড়ুয়ার জন্য ওই আলু দেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের ওসি এডুকেশন সঞ্জীব দাসের কথায়, ‘আলু দেওয়ার আগে বিদ্যালয়গুলির কাছ থেকে তাঁদের চাহিদা জানতে চাওয়া হয়েছিল।’

হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্যকর্তা

নাগরাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : হাসপাতাল পরিষ্কার রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এরই অংশ হিসেবে কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার ডুয়ার্সের চা বলয়ের ৪ হাসপাতাল পরিদর্শন করে গেলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরকন্যার অতিরিক্ত নির্দেশক (এডিএইচএস) ডাঃ পূরণ শর্মা। তিনি এদিন ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বেশকিছু নির্দেশ দিয়ে যান তিনি। ডাঃ শর্মা বলেন, ‘হাসপাতাল পরিষ্কারের বিশেষ অভিযান কোথায় কেমন চলছে তা খতিয়ে দেখতেই এই পরিদর্শন। এর সঙ্গে ডেঙ্গি সংক্রমণ আটকানোর বিষয়টিও যুক্ত। দেখা গিয়েছে সর্বত্র ভালো কাজ হচ্ছে।’

নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের পেছনে প্রায় ৩ বিঘা জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। জায়গাটি ঝোপঝাড়ে ছেয়ে রয়েছে। হাসপাতালের পক্ষে এই এলাকা পরিষ্কার করা সম্ভব নয় বলে সংশ্লিষ্ট মহল এদিন এডিএইচএস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, ‘স্যর যথাস্থানে বিষয়টি তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া পরিচ্ছন্নতা সহ পরিষেবা সংক্রান্ত বেশকিছু নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন। অন্য হাসপাতালগুলিতে এডিএইচএস-এর সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার সহ মালবাজারের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দীপঙ্কর কর, মেটেলির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অরিন্দম মাইতি, মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ সৌররঞ্জন বসু প্রমুখ।

এদিকে বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় ডেঙ্গির সংক্রমণ ক্রমশ নীচের দিকে বলে স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন। যেমন নাগরাকাটা ব্লক গত ১ মাস আগেও ছিল রোগের অন্যতম হটস্পট। বর্তমানে এখন নাগরাকাটা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ১-২ জন করে ডেঙ্গি আক্রান্তের সন্ধান মিলছে। একইভাবে কমেছে ম্যালেরিয়া।

নাগরাকাটার ম্যালেরিয়া ইনস্পেকটর সজল সরকার বলেন, ‘এলাকায় মশাবাহিত দুটি রোগই এখন নিয়ন্ত্রণে। এই পর্যন্ত গোটা ব্লকে প্রায় ৯ হাজার মশারি বিতরণ করা হয়েছে।’

কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে অপেক্ষায় যাত্রীরা। ডানদিকে শহরজুড়ে কার্ফিউ। রাস্তার দখল নিয়েছে নেপাল সেনা। বৃহস্পতিবার।

সোনিয়ার নাগরিকত্ব মামলা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই কি কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধির নাম দেশের ভোটার তালিকায় উঠেছিল? এই বিষয়ে একটি মামলা বৃহস্পতিবার খারিজ করেছে দিল্লির একটি আদালত। আবেদনকারী বিকাশ ত্রিপাঠীর আইনজীবী পবন নারং বলেন, ১৯৮২ সালে সোনিয়া গান্ধি ও সঞ্জয় গান্ধির নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়। পরে ১৯৮৩ সালে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর সোনিয়ার নাম ফের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিষয়ে পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক।

তবে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বৈভব চৌরাসিয়া মামলাকারীর অভিযোগ ও আর্জি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'এই বিষয়ে পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ দেখছি না।'

'খুনিদের টেনে বের করব'

দক্ষিণপন্থী কার্ককে গুলি, ক্ষিপ্ত ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১১ সেপ্টেম্বর : আমেরিকায় রাজনৈতিক হিংসার নতুন অধ্যায় খুলে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগী নেতা চার্লি কার্কের হত্যার ঘটনায়। মাত্র ৩১ বছর বয়সেই রিপাবলিকান রাজনীতিতে শক্তিশালী কণ্ঠ হিসাবে পরিচিত কার্ককে বুধবার উটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বক্তৃতার মাঝেই হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায় কার্ককে। তদন্তকারীদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে কালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি গুলি চালিয়ে কার্ককে হত্যা করে। তাকে এখনও ধরা যায়নি।

'বন্ধু' কার্কের হত্যাকাণ্ডকে আমেরিকার পক্ষে 'কালো দিন' আখ্যা দিয়ে অতিবামেদের ('র‍্যাডিক্যাল লেফ্ট') বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে উগ্র বামপন্থীরা চার্লির মতো দুর্দান্ত আমেরিকানদের নাৎসি ও বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট হত্যাকারী এবং অপরাধীদের সঙ্গে তুলনা করে আসছে। আজ আমরা দেশে যে সন্ত্রাস দেখছি, বামেদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্যই তার জন্য সরাসরি দায়ী। এবার এসব বন্ধ করে দেব।'

এখানেই না থেমে হুঁশিয়ারির সুরে ট্রাম্প বলেন, হত্যায় জড়িত প্রত্যেককে, এমনকি যেসব সংগঠন এই ধরনের হিংসাকে সমর্থন বা অর্থ জোগায়, তাদেরও খুঁজে বের করা হবে। তাঁর কথায়, 'চার্লির ওপর হামলা গোটা দেশের ওপর হামলার সমান। বুলেট দিয়ে তাঁর আদর্শকে চুপ করানো যাবে না। তাঁর কণ্ঠস্বর যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জীবিত থাকে, তা আমরা সকলে মিলে নিশ্চিত করব।' কার্ককে 'সত্যের শহিদ' বলে অভিহিত করার পাশাপাশি সরকারি ভবনগুলিতে রবিবার পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দেন ট্রাম্প।

কার্কের হত্যাকাণ্ডকে সরাসরি রাজনৈতিক হত্যা বলে উল্লেখ করেন উটার গভর্নর স্পেন্সার কক্স। মার্কিন কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্য গ্যাব্রিয়েল গিফোর্ডস সহ অনেকেই বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে মতের ভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু এই ধরনের হিংসাকে বরদাস্ত করা যায় না।' ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ কার্ক ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ', যা তরুণদের মধ্যে রক্ষণশীল মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে শুধু নয়, হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার ফিরে আসার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু মার্কিন দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে বড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণপন্থী চার্লি কার্ক। হাড়হিম দৃশ্যের সেই ছবি।

> চার্লির ওপর হামলা গোটা দেশের ওপর হামলার সমান। বুলেট দিয়ে তাঁর আদর্শকে চুপ করানো যাবে না। তাঁর কণ্ঠস্বর যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জীবিত থাকে, তা আমরা সকলে মিলে নিশ্চিত করব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

উল্লাস... বৃহস্পতিবার পাটনার এনআইএফটির সমাবর্তন উৎসবে পড়ুয়ারা।

নেপাল সীমান্তে অস্থিরতা

রিপোর্ট নিয়ে দিল্লিতে বোস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ঘিরে উদ্বেগের আবহেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি এসে পৌঁছোলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার বাগডোগরা হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। তারপর দিনই দিল্লি পৌঁছোলেন। খবর, নতুন উপরাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তবে শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্য দিল্লি আগমণ নয়, তাঁর দিল্লি সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে একান্ত বৈঠকও রয়েছে কর্মসূচিতে।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের ১৫তম উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেবেন সিপি রাধাকৃষ্ণান। ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন বাংলার রাজ্যপালও। তবে এই সফরের আসল লক্ষ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য একান্ত বৈঠকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় নেপালের গণবিদ্রোহের প্রভাব সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে পড়ছে কি না, তার বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে পারেন তিনি। রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রের প্রকল্পে সীমান্ত গ্রামের উন্নয়ন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : চিন, বাংলাদেশ সহ সাতটি দেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন কর্মসূচি চালু করল কেন্দ্র। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও বড় অংশীদার। কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম (ভিভিপি)-২'-এর অধীনে এবার রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির প্রধান সমস্যা হল উন্নয়নের অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট আর অবিরাম অনুপ্রবেশ। সীমান্তের গ্রামগুলি ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে পড়ছিল, যা নিরাপত্তার দিক থেকে এক বড় দুর্বলতা তৈরি করছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে এবার সেই ছবি পালটাতে চলেছে।

ভিভিপি-২ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৬,৮৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রকল্পে ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। লক্ষ্য, সীমান্ত গ্রামগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবিকার সুযোগ বাড়ানো এবং এলাকার মানুষ যাতে গ্রাম ছেড়ে বাইরে না যায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অর্থাৎ উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহারে সীমান্তের ওপারে অবৈধ অনুপ্রবেশ, পাচার, চোরাচালান, মাদক সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মত সরকারি স্তরে। স্থানীয়রা কাজের জন্য ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ায় সীমান্ত গ্রামগুলি ক্রমশ জনশূন্য হয়ে পড়ছিল। এই মর্মেই কেন্দ্রীয় সরকার ভিভিপি-২ প্রকল্পের অন্তর্গত বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুলের উন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, পর্যটনকেও উৎসাহ দেওয়া হবে। গ্রামগুলিতে সিসিটিভি, স্মার্ট নজরদারি ও বর্ডার ফেন্সিং-এর আধুনিক ব্যবস্থা আনা হবে।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সচিব রাজেন্দ্র কুমার বলেন, 'সীমান্তে এআই ব্যবহার করলে নজরদারি আরও তীক্ষ্ণ হবে। এআই এবং ডেটা ফিউশন প্রযুক্তি একসঙ্গে ব্যবহার করে পাচার বা অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে।' তিনি জানান, শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে স্মার্ট ফেন্সিং, আধুনিক সেন্সর, অ্যান্টি-কাট ও অ্যান্টি-ক্লাইম্ব ফিচারও চালু হবে। মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজও জোরকদমে চলছে বলে জানান তিনি।

জম্মু-কাশ্মীর ও অসমের আন্তর্জাতিক সীমান্তে আধুনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত (অ্যান্টি-কাট, অ্যান্টি-রাস্ট, অ্যান্টি-ক্লাইম্ব) নতুন নকশার ফেন্স বসানো হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, এই প্রকল্পের অন্তর্গত উপকূল সুরক্ষায় কোস্টাল সিকিউরিটি স্কিম-১ ও ২-এর মাধ্যমে সব উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আধুনিক নজরদারি ও সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

রুশ সেনায় যোগ নয়

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রুশ সেনায় নিয়োগের যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে ভারতীয় নাগরিকদের পা দিতে বারণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি মস্কোকেও তাদের সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের আর্জি জানিয়েছে নয়াদিল্লি। সেই সঙ্গে যে সমস্ত ভারতীয় বর্তমানে রুশ সেনায় কর্মরত, তাঁদের অবিলম্বে মুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে।

রুশ সেনার বিভিন্ন ইউনিটে ভারতীয়দের নিয়োগের বিষয়টি সামনে আসার পরই বিদেশমন্ত্রকের তরফে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ভারতীয় নাগরিকদের সম্প্রতি রুশ সেনায় নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবেদন দেখেছি আমরা। সরকার অতীতে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের কাজকর্মের ঝুঁকি এবং বিপদের বিষয়টি সকলের গোচরে এনেছে। আমরা মস্কোকে বলেছি এই কাজটি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত এবং আমাদের নাগরিকদের মুক্তি দেওয়া দরকার। যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক রুশ সেনায় যোগ দিয়েছেন,

ভারতীয়দের সতর্ক করল কেন্দ্র

আমরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি।' রুশ সেনায় যোগদানের বিষয়টি যে বিপদসংকুল সেই কথাও এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রণধীর জয়সওয়াল।

সম্প্রতি জানা গিয়েছে, দু'জন ভারতীয় নাগরিক ইউক্রেনের ডনেতস্ক অঞ্চলে রুশ সেনার হয়ে যুদ্ধ করছেন। তাঁদের নির্মাণ কাজে নিয়োগ করার অছিলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার বদলে তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই দু'জন রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন সেলিডোভ নামে একটি শহর থেকে জানিয়েছেন, অন্তত আরও ১৩ জন ভারতীয় একই অবস্থায় রয়েছেন। নিখোঁজ ভারতীয়দের সন্ধান চেয়ে মস্কোর সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগও রাখছে নয়াদিল্লি। গত বছর নয়াদিল্লির রুশ দূতাবাস দাবি করেছিল, তাদের সেনাবাহিনীতে কোনও ভারতীয় নাগরিককে নিয়োগ করানো হয়নি। মস্কোয় গত বছর জুলাই মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

'মোহন' বাঁশিতে ঐক্যের সুর

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : অবসর বিতর্কের মধ্যেই সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের সঙ্গে ঐক্যের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ছিল আরএসএস প্রধানের ৭৫ তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে এদিন ভাগবত প্রশস্তিতে খামতি রাখেননি মোদি। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আজ এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্মদিন, যিনি বসুধৈব কুটুম্বকমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর গোটা জীবন সামাজিক রূপান্তর, সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের চেতনাকে শক্তিশালী করতে উৎসর্গ করেছেন। আমি মোহন ভাগবতের কথা বলছি। যাঁর ৭৫ তম জন্মদিন ঘটনাচক্রে আরএসএসের শতবর্ষ পূর্তির সঙ্গে একই বছরে পড়েছে।' ভাগবতকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর দীর্ঘ পথচলাকেও স্মরণ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'আমাকে যদি মোহনজির দুটি গুণের কথা উল্লেখ করতে হয় তাহলে সেগুলি হল ধারাবাহিকতা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সংগঠন পরিচালনা করেছেন। কিন্তু কখনও সংগঠনের মূল আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি।' করোনা অতিমারির সময় ভাগবতের নেতৃত্বে আরএসএসের ভূমিকারও প্রশস্তি শোনা গিয়েছে মোদির মুখে।

স্বামীর অতীত জড়িয়ে ব্যাকফুটে সুশীলা

কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর : ২০১৬ সালের ১১ জুলাই প্রধান বিচারপতি হয়ে ইতিহাস গড়েন সুশীলা কার্কি। নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তিনি। নির্ভীক সুশীলা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। অবাক করা ঘটনা হল, তাঁর স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সুবেদি অতীতে বিমান ছিনতাই করেছিলেন। সেই বিমানে ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী মালা সিনহা। অতীতের সেই ঘটনায় কিছুটা ব্যাকফুটে সুশীলা।

সুশীলা প্রধান বিচারপতির একবছরের মেয়াদে বহু নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জয়প্রকাশ গুপ্তের কারাদণ্ড, দুর্নীতি দমন দপ্তরের প্রধানকে অপসারণ তাঁর নেতৃত্বে নজিরবিহীন ঘটনা।

স্বচ্ছ ও সাহসী সুশীলার ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্কিত অধ্যায়টি তদানীন্তন নেপালি কংগ্রেসের যুব নেতা স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সুবেদিকে ঘিরে। নেপালে প্রথম বিমান ছিনতাই কাণ্ডে তিনি যুক্ত। ১৯৭৩ সালের ১০ জুন ১৯ জন যাত্রী নিয়ে বিরাটনগর থেকে কাঠমান্ডুগামী রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্সের বিমান ছিনতাই হয়। রাজা মহেন্দ্রর আমলের সেই ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল বিমানে থাকা ৩০ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে তহবিল গড়া। রাজতন্ত্রের উৎখাতে তা কাজে লাগানো। বিমানটি অবতরণ করে বিহারের ফোর্বসগঞ্জে। টাকা পৌঁছোয় দার্জিলিংয়ে। সুবেদি, তাঁর সহযোগীরা মুম্বইয়ে ধরা পড়েন। দু'বছর কারাবাসের পর ১৯৭৫ সালে মুক্তি পান।

সুশীলার দৃঢ়তা তাঁকে প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে পারবেন? উত্তর দেবে আগামী।

বিধি ভেঙেছেন রাহুল!

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিদেশে সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলল সিআরপিএফ। রাহুল গান্ধি জেড প্লাস স্তরের অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি লিয়াজঁ (এএসএল) নিরাপত্তা পান। যার অর্থ তাঁর চারপাশে এনএসজি কমান্ডো সহ ৫৫ জনের নিরাপত্তাকর্মী থাকেন। কিন্তু সিআরপিএফের ভিভিআইপি সিকিউরিটি প্রধান সুনীল জুনের অভিযোগ, রাহুল গান্ধি নিজের নিরাপত্তা বলয় নিয়ে আদৌ গুরুত্ব দেন না। কারণ, কাউকে না জানিয়ে বেশিরভাগ সময়ই উনি বিদেশসফর করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়েছে সিআরপিএফ। এই ইস্যুতে বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই রাহুল গান্ধির সমালোচনা করেছে। তিনি কি লুকোতে চাইছেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির। জবাবে কংগ্রেস নেতা পবন খেরার পালটা তোপ, রাহুল গান্ধি যখন ভোট চুরি নিয়ে সরব হয়েছেন, তখনই কেন সিআরপিএফের তরফে চিঠিটি প্রকাশ্যে আনা হল। রায়বেরেলির কংগ্রেস সাংসদ ইয়েলো বুকে থাকা প্রোটোকলের কিছুই মানছেন না বলে জানিয়েছে সিআরপিএফ।

ধৃত ৫ আইএস

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : উৎসবের মুখে বানচাল হয়ে গেল জঙ্গি নাশকতার ছক। দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ, রাঁচি ও মধ্যপ্রদেশে যৌথ অভিযান চালিয়ে পাঁচ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে।

২০% ইথানলে কমেছে গাড়ির 'দৌড়'

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : গাড়িতে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানো জ্বালানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সরকার, কিন্তু এতে গাড়ির মাইলেজ ও গতি কমতে পারে বলে স্বীকার করেছেন মাহিন্দ্রার এক শীর্ষ কর্মকর্তা। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার সিইও নলিনীকান্ত গোল্লাগুন্ঠা জানিয়েছেন, কোম্পানিটি শিগগিরই গ্রাহকদের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করবে, যেখানে এই নতুন জ্বালানি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সারা দেশের প্রায় ৯০,০০০ পেট্রোল পাম্পে যখন এই ই২০-ই একমাত্র বিকল্প, তখন গ্রাহকদের কী হবে?

অনেক গ্রাহক তাদের পুরোনো গাড়ির কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। গাড়ি নির্মাতারা প্রথমে বলেছিলেন, পুরোনো মডেলগুলির জন্য ই২০ উপযুক্ত কি না তা পরীক্ষা করা হয়নি। কিন্তু পরে সরকারের চাপেই হয়তো নিজেদের অবস্থান পালটে বলেন, এটি ব্যবহার করা নিরাপদ। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গাড়ির মালিকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাঁদের মতে, গাড়ির মাইলেজ ও ইঞ্জিন নিয়ে কোম্পানিগুলি সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। তবে সুপ্রিম কোর্ট এই জ্বালানি বন্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সব উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে, এই ই২০-ই হল ভবিষ্যতের পথ। তারা বলছে, পুরোনো গাড়ির কিছু রাবার পার্টস এবং গ্যাসকেট বদলালেই সমস্যার সমাধান হবে, আর এটা নাকি খুবই সহজ একটি প্রক্রিয়া। এমনকি, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি দাবি করেছেন, এই ই২০-র বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে প্রচার চলছে, তা আসলে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'।

এখন প্রশ্ন হল, মাইলেজ কমলে পকেটের ওপর চাপ বাড়বে কি না, আর গাড়ির 'পেটে' ২০ শতাংশ ইথানল দিলে কি শুধু গতিই কমবে, নাকি অন্য কোনও 'সমস্যা'ও হবে?

তদন্তকারীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত জরুরি : কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : দুই প্রাক্তন ও পদস্থ সিবিআই আধিকারিকের চারটি আবেদন বাতিল করে ঐতিহাসিক নজির তৈরি করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি পঙ্কজ মিঠল ও বিপি ভারালের বেঞ্চ তাঁদের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখল। দিল্লি হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিল। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্তকারীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত হওয়া উচিত। এতে সার্বিক ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। দিল্লি পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার ও সিবিআই-এর প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা নীরজ কুমার ও তৎকালীন তাঁর অধস্তন ও দিল্লি পুলিশের এসিপি বিনোদ পান্ডের দায়ের করা চারটি আবেদনই গতকাল খারিজ করেছে।

সর্বোচ্চ আদালত আগেও সিবিআইকে ভর্ৎসনা করেছে। এবারও সিবিআই অফিসারদের তুমুল সমালোচনা করল। শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, দিল্লি পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কিংবা তার থেকেও উচ্চতর পদমর্যাদার কোনও আধিকারিককে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে।

হরপ্পা লিপি নিয়ে বিশেষ সম্মেলন, থাকছেন নমো

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে অন্যতম বড় রহস্য উন্মোচনের পথে বড় পদক্ষেপ করল ভারত। হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার অমীমাংসিত লিপি পাঠোদ্ধারকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হল নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস-এ।

সম্মেলনে একই মঞ্চে থাকছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকরা। ১২ সেপ্টেম্বর সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ১৩ সেপ্টেম্বর উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২১-২২ সালে। এক শতাব্দীরও বেশি গবেষণার পরেও সেই সভ্যতা থেকে উদ্ধার হওয়া সিলমোহর ও ফলকে খোদাই করা লিপির অর্থ আজও অজানা। গবেষকদের মতে, এটি যেন এক অসম্পূর্ণ 'জিগস পাজল'। টুকরোগুলি রয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ছবিটি মেলে না।

হরপ্পা লিপিতে রয়েছে ৪০০ থেকে ৭০০টি স্বতন্ত্র চিহ্ন। ৫,০০০-এরও বেশি নিদর্শনে এই লিপি পাওয়া গিয়েছে প্রধানত সিলমোহর, টেরাকোটা ফলক, তামার সরঞ্জাম ও ভাঙা পাত্র। অধিকাংশ লেখাই অতি সংক্ষিপ্ত, গড়ে মাত্র পাঁচটি চিহ্ন নিয়ে গঠিত। ধোলাভিরার বিখ্যাত সাইনবোর্ডই একমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে রয়েছে

২৬টি অক্ষর। এই সংক্ষিপ্ততাই পাঠোদ্ধারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। গবেষকরা মনে করেন, এগুলি প্রশাসনিক বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হত, তবে এর প্রকৃত তাৎপর্য এখনও অধরা।

এই সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিশ্বজুড়ে হরপ্পা লিপি নিয়ে নতুন করে উৎসাহ তৈরি হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও ঘোষণা করেছেন, যে কেউ বিশ্বাসযোগ্যভাবে হরপ্পা লিপি পাঠোদ্ধার করতে পারলে তাঁকে দেওয়া হবে ১ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার। এই ঘোষণা গবেষকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

এ প্রসঙ্গে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বহতা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'কোনও গবেষকই এখনও বলতে পারেন না যে হরপ্পা লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয়ে গিয়েছে। আমার গবেষণায় মনে হয়েছে, এটি কোনও বর্ণনির্ভর লিপি নয়। সম্ভবত প্রাচীন বাণিজ্য ও শুল্কনীতির তথ্য এতে রয়েছে।'

খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে বিস্তৃত এই সিন্ধু সভ্যতা আজকের পাকিস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। নগর পরিকল্পনা, বাণিজ্যিক সাফল্য ও কারুশিল্পের জন্য বিশ্বখ্যাত এই সভ্যতার প্রকৃত ভাষা ও লিপি আজও ইতিহাসবিদদের কাছে এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়েই রয়েছে।

বিহারে আরজেডি কর্মী খুন

পাটনা, ১১ সেপ্টেম্বর : বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে খুন হলেন আরজেডি কর্মী রাজকুমার ওরফে আলা রাই। বুধবার রাতে রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে তাঁকে গুলি করে দুই দুষ্কৃতী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি-র কর্মী খুনকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গিয়েছে। রাজকুমারের দিদি শীলা দেবী বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'খুনিরা গ্রেপ্তার না হলে আমরা ভাইয়ের শেষকৃত্য করব না। রাস্তা ও থানা ঘেরাও করব।' রাজকুমার একসময়ে আরজেডিতে থাকলেও মতবিরোধের কারণে দল ছাড়েন। তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাঘোপুর বিধানসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল বিতর্কিত জমি কেনাবেচার ব্যবসায় জড়িত রাজকুমারের। রাঘোপুরেরই বিধায়ক তেজস্বী।

বৃহস্পতিবার পাটনা (পূর্ব)-র পুলিশ সুপার পরিচয় কুমার জানিয়েছেন, বৈশালীর রাঘোপুরের বাসিন্দা রাজকুমার গতকাল রাত ১০টা নাগাদ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে দুই দুষ্কৃতীর গুলিতে নিহত হন।

সফরের আগে টানটান মণিপুর

ইম্ফল, ১১ সেপ্টেম্বর : শনিবার মণিপুরে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তাঁর সফরের আগে আক্ষরিক অর্থেই দুর্গে পরিণত করা হয়েছে ইম্ফলের কাংলা ফোর্টকে। ইতিমধ্যে দুর্গ সহ আশপাশের এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল। উত্তেজনা রয়েছে রাজ্য বিজেপি দপ্তরেও। বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সম্বিত পাত্র ইতিমধ্যে ইম্ফলে দলের বিধায়কদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সেরে নিয়েছেন।

শিং নেই তবু... কালীঘাটে বৃহস্পতিবার। -রাজীব মণ্ডল

কমিটি গড়ছে তৃণমূল

লক্ষ্য এসআইআর মোকাবিলা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরে পুজোর পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) করা হবে বলে বুধবারই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশন। এসআইআর নিয়ে যখন কমিশন প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তৃণমূলও এই ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চাইছে। অভিষেকের নেতৃত্বে দলের রাজ্যস্তরের একটি কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। ওই কমিটি জেলাস্তরে কোথায় কত ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি করবে।

বুধবারই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অভিষেকের কথা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যস্তরের ওই কমিটি প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি তৈরি করবে। ওই কমিটি বুথভিত্তিক ভোটার তালিকা পর্যালোচনা করবে। মঙ্গলবারই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকেও পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করা হোক। কিন্তু বৃহস্পতিবারই কমিশনের পক্ষ থেকে নবান্নকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। এতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ নবান্ন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে এখনও যাঁদের আধার কার্ড নেই, তাঁদের দ্রুত আধার কার্ড করিয়ে দিতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধার কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে কমিশনের বিরুদ্ধে অস্ত্র পেয়েছে এই রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু সীমান্তবর্তী জেলার সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়ার চেষ্টা বিজেপি করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই জায়গা থেকে পালটা মোকাবিলার রাস্তা খোলা রাখছে তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিহারে এসআইআর দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপি কমিশনকে ব্যবহার করেছে। তাই সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এই রাজ্যে একজন ভোটারের নাম বাদ গেলেও পালটা কমিশনকে চেপে ধরব। বিজেপির স্বার্থ চরিতার্থ আমরা এখানে করতে দেব না।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, 'বাংলাদেশিদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে। সেই জন্যই এসআইআর হচ্ছে। তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তৃণমূল।'

ব্রাত্যর মন্তব্যে ক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : আন্দোলনের যৌক্তিকতাই নেই। বৃহস্পতিবার সারাদিন জুড়ে টানা বিক্ষোভ-ধস্তাধস্তি-পুলিশি ধরপাকড়ের পর ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশে এই বার্তাই দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ৫০ হাজার শূন্যপদের দাবিতে দফায় দফায় আন্দোলনে যখন বিধানসভা চত্বর উত্তাল, ঠিক তখনই ব্রাত্য বললেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি কিছুদিন আগেই জানিয়েছেন শূন্যপদ তৈরির কাজ চলছে। শূন্যপদ নির্দিষ্ট করে কত বলা হয়নি। এদিকে শূন্যপদ ৫০ হাজার, ৫১ হাজার বলে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে।' এরপরেই এই মন্তব্যের বিরোধিতায় সন্ধের পর চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ হাজির হন ব্রাত্যের বাড়ির সামনে। তাঁদের পালটা যুক্তি, '৫০ হাজার শূন্যপদের কথা গৌতম পাল নিজেই জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীও নতুন শূন্যপদের কথা বলেছিলেন। তারপরেও আজ এমন কথা বললেন কেন শিক্ষামন্ত্রী?'

এদিন বিধানসভার ২ ও ৩ নম্বর গেটের সামনে আন্দোলনকারীরা বসে পড়লে তাঁদের ১৪৪ ধারা জারি থাকায় উঠে যেতে হুঁশিয়ারি দেন পুলিশ আধিকারিকরা। চাকরিপ্রার্থী অদিতি কর্মকার প্রশ্ন তোলেন, 'স্বচ্ছভাবে টেট পাশ করা সত্ত্বেও তিন বছর ধরে সরকার কেন ইন্টারভিউ নোটিশ দিচ্ছে না?' তারপরেই তাঁদের একাংশ ব্রাত্যের বাড়ির সামনে অবস্থান শুরু করলে সেখানেও পুলিশ তাঁদের ওপর চড়াও হয়।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, 'পুলিশ আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে একত্রে আলোচনার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় আমরা অবস্থান তুলে নিয়েছি। পুলিশ দ্রুত বৈঠক না করলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।' এদিন ব্রাত্যের আরও আশ্বাস, 'জেলাস্তরে শূন্যপদ নির্ণয়ের কাজ শেষ। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই তালিকা বের হবে।' শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, 'আমি আজ বিধানসভায় উপস্থিত থাকলে অবশ্যই পদক্ষেপ করতাম।'

সবাই কেন ভুগবেন, প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে পদ্ধতিগত দুর্নীতি হয়েছে। ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় এই মর্মে জোর সওয়াল করলেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার তিনি অভিযোগ করেন, প্যানেল প্রকাশ, ওএমআর শিট তৈরি, মেধাতালিকা প্রকাশ সহ যে কাজগুলি পর্ষদের করার কথা ছিল, তা এস বসুরায় কোম্পানিকে দিয়ে করানো হয়েছে। এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে প্রাথমিকে চাকরিহারার সংখ্যা কমাতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরাই। তাঁদের তরফে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার সওয়াল করেন, 'অপ্রশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের জন্য ৫ নম্বর দেওয়া হোক। অথবা সবার অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের নম্বর শূন্য করে দেওয়া হোক।'

বিচারপতি চক্রবর্তী প্রশ্ন তোলেন, 'সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া খারিজ করা হলে এই চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি হারাবেন। সকলকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির জন্য সকলে কেন তার ফল ভোগ করবে? কী করে দুর্নীতির সঙ্গে এদের লিংক করবেন?' তারপরই আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, 'পুনর্গঠন করে নতুন প্যানেল তৈরি করা যেতে পারে।' ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'এটা কী করে সম্ভব? প্রশিক্ষিতদের তাহলে কী হবে?' সৌম্যবাবু যুক্তি দেন, 'তাঁরা প্রশিক্ষিত হওয়ার কারণে এমনিতেই ১৫ নম্বর বেশি পেয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের অসুবিধা নেই।' বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, 'ন্যায়বিচার পেতে সত্যের অগ্রভাগ পর্যন্ত যেতে হয়। অনুচ্ছেদ-১৬ লঙ্ঘিত হয়েছে। সমস্তটাই পদ্ধতিগত দুর্নীতি। আগে থেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত পরিকল্পনা নিয়ে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে।' পরবর্তী শুনানি ২২ সেপ্টেম্বর।

'আমরা নির্দোষ', দাবি পরেশ-অঙ্কিতা-পার্থর

আর্জি খারিজ নিম্ন আদালতের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারী, তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা আদালতে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করলেন। সিবিআইয়ের এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তাঁরা। তবে নিম্ন আদালতের বিচারক তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এই মামলায় পরেশ, অঙ্কিতা, পার্থ সহ মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে। সম্প্রতি নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ-সি'র নিয়োগ দুর্নীতিতে চার্জশিট দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অভিযুক্ত ৪০ জনেরও বেশি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেছিলেন। পরেশ, অঙ্কিতা, পার্থদের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করা হয়েছিল। এবার চার্জ গঠনও সম্পন্ন হল।

এদিন আদালতে হাজির ছিলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ ও তাঁর মেয়ে। তাঁরা আদালতে দাবি করেন, তাঁরা নির্দোষ। অঙ্কিতা নিজের যোগ্যতাতেই চাকরি পেয়েছেন। অঙ্কিতা চাকরি পাওয়ার সময় তাঁর বাবা অর্থাৎ পরেশ কোনও পদেই ছিলেন না। ফলে প্রভাব খাটানোর যুক্তি টেকে না। তাই এই মামলা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হোক। তবে এই আর্জি খারিজ করেছেন বিচারক। এদিন ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়েছেন পার্থ। বুধবার তাঁর চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাই কালো চশমা পরেই ভার্চুয়ালি দেখা যায় তাঁকে। তিনিও এদিন নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে মামলা থেকে মুক্তি চান। তাঁর আইনজীবী সওয়াল করেন, সিবিআইয়ের চার্জশিট ও এফআইআরে প্রথমে পার্থর নাম ছিল না। সিবিআইয়ের যুক্তি ভিত্তিহীন। ভার্চুয়ালি সওয়াল করে পার্থ বলেন, 'আমি শিক্ষামন্ত্রী ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি নির্দোষ।' তারপরই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ তুলে বিচারক বলেন, 'আপনি এদের পদে বসিয়েছিলেন।' একপ্রকার এদের ঘাড়েই দায় ঠেলে পার্থর বক্তব্য, 'আমি ২৫ বছর ধরে বিধায়ক। আমাকে সাড়ে ৩ বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে। এসএসসি একটি স্বশাসিত সংস্থা। ওরা নিজেরা নিয়োগ করেছে। আমি মন্ত্রী হওয়ার আগে থেকে সুবীরেশ চেয়ারম্যান ছিলেন। কল্যাণময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ছিলেন।' তবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আর্জিও খারিজ করে দিয়ে চার্জে তাঁকে যুক্ত করেছেন বিচারক। সিবিআইয়ের কোনও মামলায় এই প্রথমবার চার্জ গঠন হল। এদিন একাদশ ও দ্বাদশের নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ, পরেশ, অঙ্কিতা, সুবীরেশ, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময়, সমরজিৎ আচার্য, পর্ণা বসু, পঙ্কজ বনশল, নীলাদ্রি দাস সহ মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন সম্পন্ন হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, তথ্যপ্রমাণ আড়াল করা, নথি জাল, জালিয়াতি সহ বেশ কয়েকটি ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে।

আদালতে শুভেন্দু

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। এতে আদালতের নির্দেশ অমান্য হয়েছে, এই অভিযোগে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন শুভেন্দু।

মেয়াদ বাড়ল

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এ বছর সরকারি কর্মচারীদের এলটিসি এবং এইচটিসি নেওয়ার আবেদনের মেয়াদ বাড়াল রাজ্য সরকার। এ বছর ওই সুযোগ নিতে কর্মচারীদের আবেদন করার সময়সীমা ছিল আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার নবান্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে তার মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী বছর ২০২৬-এর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে।

যুক্তি নাকচ

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিক দুই পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের মামলায় এবার কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশকে জানাতে হবে কোথা থেকে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এই মামলা শোনার এক্তিয়ার কলকাতা হাইকোর্টের নেই বলে দাবি করেছিল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার সেই যুক্তি আপাতত উড়িয়ে দিয়েছে আদালত।

রাজ্যে উপ নির্বাচন কমিশনার

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এসআইআর-এর প্রস্তুতি সরেজমিন খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। ১৮ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন তিনি। ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সর্বভারতীয় সিইও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বৈঠকে এসআইআর নিয়ে রাজ্যের প্রস্তুতি বিষয়ক একটি রিপোর্ট দিয়েছেন তিনি। ওই বৈঠকেই প্রত্যেক রাজ্যকে এসআইআর-এর ব্যাপারে বিহার মডেলকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

আগ্রহের প্রকাশ

হাসপাতাল বা পিএসইউ হাসপাতাল বা দাতব্য হাসপাতালসমূহের তালিকাভুক্তিকরণ

এন.আই.টি. নং : এমইডি/সিএমএস/জেএমপি/এমপ্যানেলমেন্ট/২৫ তারিখ ১০.০৯.২০২৫ জামালপুরের রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের ক্যাশলেসে চিকিৎসা এবং সিটি স্ক্যান/এমআরআই ও হিমোডায়ালিসিস সহ রেডিওলজিক্যাল অনুসন্ধান সিজিএইচএস পাটনা-র দরহার – এনএবিএইচ/ নন-এনএবিএইচ বা হাসপাতালের ট্যারিফ হারের মধ্যে যেটি কম হবে সেটিতে করার ব্যবস্থা করতে, বিহার/ঝাড়খণ্ড/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত সিজিএইচএস/ইসিএইচএস/ইএসআইসি তালিকাভুক্ত সুপারস্পেশালিটি/মাল্টি স্পেশালিটি/সিঙ্গল স্পেশালিটি হাসপাতাল বা অন্য কোনো পিএসইউ হাসপাতাল বা দাতব্য হাসপাতাল দুই বছরের জন্য তালিকাভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর কর্তৃক আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান করা হচ্ছে। **পারফরমেন্স ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি (পিবিজি) :** মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল ১০০০০০০ টাকা (দশ লাখ)। দাতব্য হাসপাতাল ৫০০০০০ টাকা (পাঁচ লাখ)। সিঙ্গল স্পেশালিটি হাসপাতাল ২০০০০০ টাকা (দুই লাখ)। চুক্তির সময়ে পারফরমেন্স গ্যারান্টি হিসেবে উপরোক্ত মূল্য দাখিল করতে হবে। **তালিকাভুক্তির মেয়াদ:** দুই বছর। **দাখিল করার শেষ তারিখ ও সময় এবং ইওআই খোলার তারিখ ও সময়:** বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে। **ইওআই নথি যে কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে তার ঠিকানা :** চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুরের কার্যালয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বিকেল ৩টে অবধি যেকোনো কাজের দিনে। **ওয়েবসাইট ঠিকানা:** এই সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্যাদি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে : **https://er.indianrailways.gov.in/ (Eastern Railway>> About us >> Workshop >> Jamalpur >> Department >> Medical >> EOICT Private Hospital).** ইওআই-এর মূল্য (নগদে/ডাক মারফতে) : শূন্য।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, জামালপুর

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

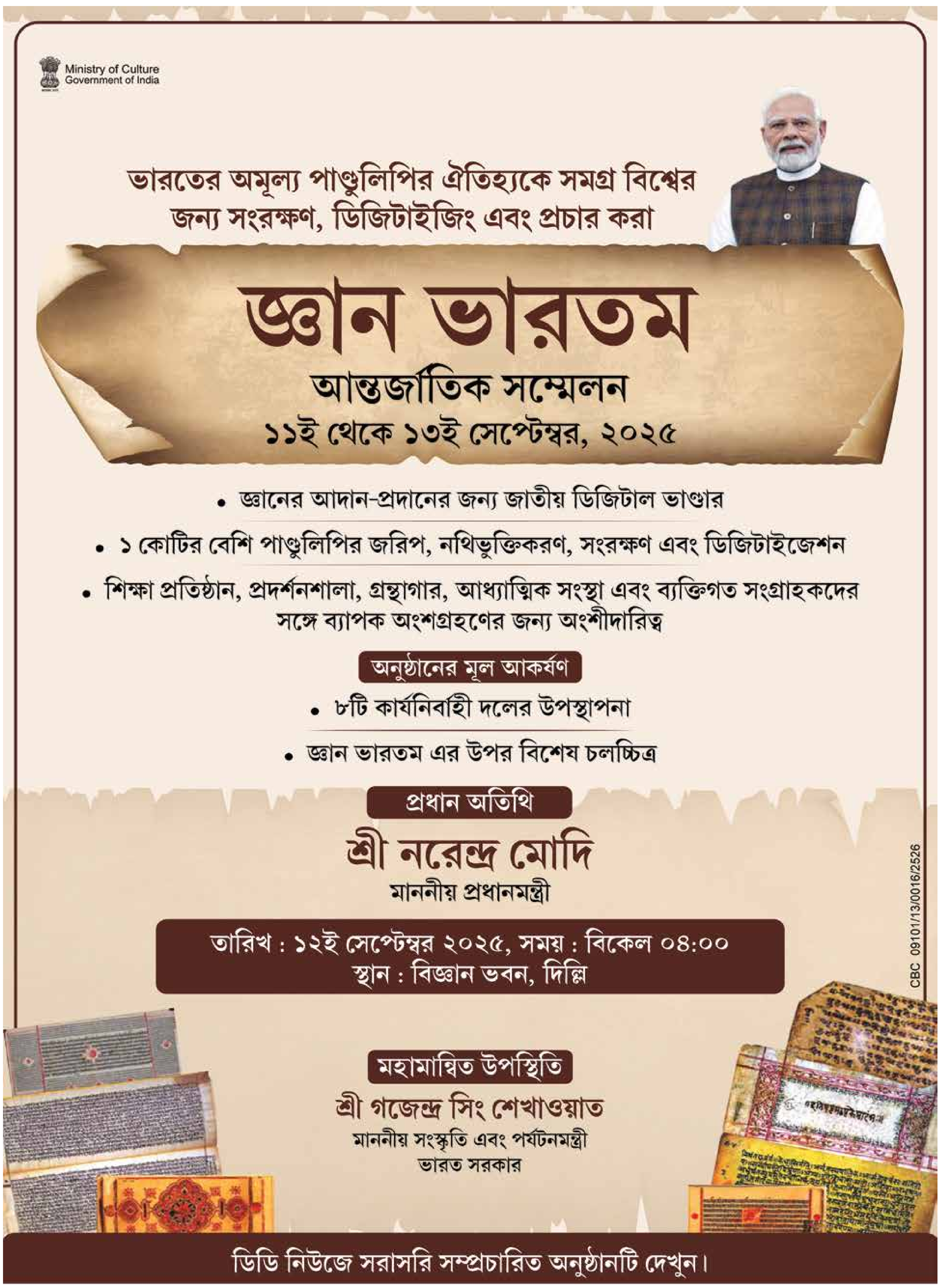

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ ভাদ্র ১৪৩২

নয়া উৎকণ্ঠা এসআইআরে

সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা-আতঙ্কের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে দিল, অক্টোবরে পুজোর মরশুম শেষ হলে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বাকি অংশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হয়ে যাবে। বাংলায় এর আগে এসআইআর হয়েছিল ২০০২ সালে। আতঙ্ক তো দূরের কথা, তেইশ বছর আগে এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীর কোনও হেলদোল ছিল না। অথচ আজকের চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত।

একদিকে সদ্য বিহারে এসআইআর নিয়ে মিডিয়ায় ভীতিপ্রদ নানা খবর। কখনও ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়া, কখনও 'মৃত' ভোটারদের দিল্লি নিয়ে গিয়ে শীর্ষ আদালতে হাজির করানো। অন্যদিকে রয়েছে, বাংলায় এসআইআর নিয়ে কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী তখন দিঘায়। এসআইআরের নামে বিহারে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

তখন থেকেই তিনি রাজ্যবাসীকে সতর্ক করছেন, সমীক্ষক দল কারও বাড়িতে গেলে তাদের যেন কোনও কাগজপত্রই না দেখানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী তো নিদান ঘোষণা করেই খালাস! সাধারণ মানুষ পড়েছেন আতান্তরে। এসআইআর নিয়ে বিতর্কের কারণ, ১৯৮৭-র পর জন্ম হলে নাগরিকত্ব প্রমাণে নিজের এবং মা-বাবার যে ১১টি নথি জমা দিতে বলেছে কমিশন, সেগুলোর অধিকাংশই বেশিরভাগ মানুষের নেই।

এ রাজ্যে এসআইআর শুরু হলে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা নিশ্চয়ই হবে। তখন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে জনগণের করণীয় কী? স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্কের আনন্দপল্লি এলাকার বাসিন্দা দিলীপকুমার সাহা (৬৮) দিনরাত টিভিতে এনআরসি-সিএএ সংক্রান্ত খবর শুনতে শুনতে প্রলাপ বকতেন, এরপর তাঁকে আটক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভদ্রলোক ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ থেকে এ রাজ্যে এসেছিলেন। ভোটার-আধার-প্যান তিনটে কার্ডই বৃদ্ধের ছিল।

তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আতঙ্কে ভুগছিলেন। শেষে সকলের অগোচরে একদিন গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লেন। পরিবারের লোকজন, পাড়াপ্রতিবেশী বৃদ্ধের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে সিএএ-এনআরসি আতঙ্ককেই দায়ী করেছেন। সমস্ত দৈনিক, নিউজ চ্যানেলে খবরটি ফলাও করে প্রচার হয়েছিল। শুধু এ রাজ্যেই নয়, বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকেও খবরটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। এ রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই আত্মহত্যার দায় কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন।

রিজেন্ট পার্ক এলাকার আত্মঘাতী বৃদ্ধের মতো অবস্থা আমাদের অধিকাংশের। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড আছে বটে, কিন্তু আর কিছু নেই। নির্বাচন কমিশন পরিচয়পত্র হিসেবে যে এগারোটি নথিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার মধ্যে আধার কার্ড নেই। কিন্তু শীর্ষ আদালত ১০ জুলাই থেকে ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চারবার আধারকে পরিচয়পত্র হিসেবে মান্যতা দেওয়ার জন্য কমিশনকে বলেছে। কমিশনের তরফে ততটা সদিচ্ছা দেখা যায়নি।

যাঁদের আধার কার্ড নেই, মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে তাঁদের করিয়ে দিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। আধারকে পরিচয়পত্রের স্বীকৃতি দিলেও সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য বলেছে, আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। স্বভাবতই রাজ্যবাসী হতভম্ব তো বটেই, হতাশও। আধার কার্ড যদি নাগরিকত্বের প্রমাণ না হয়, তাহলে সরকারি-অসরকারি যাবতীয় কাজে আধার নম্বর আবশ্যক কেন? এরকম আরও অনেক কেনর কোনও উত্তর নেই।

যেহেতু বছর শেষে বিহারে ভোট, তাই ওই রাজ্য থেকেই এসআইআর শুরু হওয়ায় জল্পনা কম নয়। তারপর ভোট পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল, পুদুচেরিতে। পুজো মরশুমের শেষে অক্টোবরে সর্বত্র এসআইআর শুরু হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, বাংলার একজন ভোটারের নামও যদি বাদ যায়, তাহলে দিল্লি গিয়ে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তর ঘেরাও করবেন। বিহারের মতো পরিস্থিতি বাংলাতে সৃষ্টি হলে কমিশন বনাম নবান্ন সংঘাত অনিবার্য।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

বাঙালির জীবনে পুজো এখন প্যাকেজ

কর্পোরেট মোড়কে পুজোকে মুড়ে ফেলার ফলে ছোট ছোট অনুভূতি হারিয়ে গিয়েছে।

জয়দীপ সরকার

আমাদের বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জের মতো ছোট ছোট শহরে অনেক সংখ্যায় ডেকোরেটার্স ছিল না। পোশাকি নাম তার অন্য হলেও, দিনহাটা শহরে সবচাইতে পরিচিত ডেকোরেটার্স ছিল 'কালা হুটু'র ডেকোরেটার্স'। পুজোর দিনগুলোতে কালা হুটু নামের অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু আমাদের কাছে ছিলেন সেলিম-জাভেদ বা জয়-বীরুর মতো। শিমুল কাঠের ফ্রেমের উপর লাভলি কাপড় আলপিনে এঁটে গোটা শহরে দু-চারটা বড় পুজোর মণ্ডপ তৈরি করতেন তাঁরা, যেগুলো ছিল আমাদের বিগ বাজেটের পুজো। পাড়ার শিল্পীদের নির্দেশনায় পাটকাঠি, পাটের আঁশ, মাটির কাজ, বাঁশ এসব দিয়েও প্রচুর অসাধারণ প্যান্ডেল তৈরি হত তখন। দিনহাটা কলেজপাড়ার পুজোয় শ্যামল ধরের সৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় থাকত গোটা জেলা। সাম্প্রতিক সময়ে যাকে 'থিমপুজো' বলা হয়, আটের দশকে দিনহাটা কলেজের মাঠে সেসব দেখেছি আমরা। শ্যামলকাকুর পুজোমণ্ডপের ফিনিশিং টাচ অবশ্য সপ্তমীর সন্ধ্যার আগে শেষ হয়ে উঠত না। অষ্টমী-নবমী এই দুই রাতে দিনহাটা শহরের রাস্তায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঢল নামত।

কিন্তু বিগত এক-দেড় দশকে দিনহাটার মতো মফসসল শহরগুলোর দুর্গাপুজোর চরিত্রে আমূল বদল এসেছে। না, বদল মানেই খারাপ তা নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আধুনিকতা সমাজে বা জীবনে আসে, তাকে যদি আমরা মেনে নিতে না পারি সেটা আমাদের ব্যর্থতা। পুজোর সাবেকিয়ানার জায়গা দখল করেছে 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট'-এর সংস্থাগুলো। চোখধাঁধানো যার প্রতিটি আয়োজন। এর পজিটিভ দিক অবশ্যই আছে। শুধুই আমোদ বেড়েছে আমাদের, তাই নয়। প্রান্তিক মানুষের হাতে পুজোকে কেন্দ্র করে অর্থ উপার্জনের সুযোগও বেড়েছে অনেকটাই। সার্বিকভাবেই পুজো এখন একটা আর্থিক কর্মকাণ্ডও বটে। কিন্তু কর্পোরেট মোড়কে পুজোকে মুড়ে ফেলার ফলে ছোট ছোট অনুভূতি হারিয়ে গিয়েছে। এখন আর ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পাড়ার কোনও উদ্যমী দাদাকে নাওয়াখাওয়া মাথায় রেখে প্যান্ডেলে রং ঘষতে দেখা যায় না। সপ্তমীর সকালে 'কাঠের গুঁড়োর রং এখনও শুকোয়নি' বলে আলপনা আঁকার দায়িত্বে থাকা পাড়ার দিদিদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শোনা যায় না। সেসব এখন অতীত। এখন মেদিনীপুর, নদিয়া থেকে প্রশিক্ষিত পেশাদার লোকজন 'কলকাতা স্টাইল'-এর প্যান্ডেল নিয়ে চলে আসে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই। আমাদের বাবা-ঠাকুরদারা যেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, সেই 'খুঁটিপুজো' এখন পাড়ায় পাড়ায় মিনি উৎসবের রূপ নিয়েছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে মহালয়াতেই কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি জেলার পুজোর উদ্বোধন করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, তারপর থেকেই শুরু হয় 'প্যান্ডেল হপিং'। গ্রামবাংলাও এখন সেই স্টাইলে মেতেছে। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের গোটা রাজ্যে কলকাতার মতো বড় আয়তনের শহর আর তেমন নেই বলে ছোট ছোট শহরে ট্রেন-বাস-অটো করে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটতে হয় না ঠাকুর দেখতে। একবার হাঁটলে এক সন্ধ্যায় সব পুজো দেখা হয়ে যায়। তাই পুজোর অনেক আগেই অনেকে পাহাড় বা সমুদ্রে পুজোর ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা সাজিয়ে নেন। আসলে পুজোয় বেড়াতে গেলে পুজো মিস করার যে দুঃখবোধ, এখন সেটা তৈরি হওয়ার ব্যাপারই নেই।

দ্বিতীয়া থেকে পঞ্চমী ঠাকুর দেখা, আর ষষ্ঠীতে পাহাড়, সমুদ্র বা জঙ্গল যাত্রা। মধ্যবিত্ত জীবনে পুজোকে কেন্দ্র করে এভাবেই এখন গড়ে ওঠে একটা পরিপূর্ণ প্যাকেজ। কিন্তু এই প্যাকেজের দৌলতে হারিয়ে যাচ্ছে পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে নস্টালজিক আড্ডার আসর, যদিও সেই আড্ডাকে মিস করে না বর্তমান প্রজন্ম। আর এই মিস না করার কারণটা কিন্তু খুব সোজা। জীবন দর্শনের একটা শূন্যতা গ্রাস করেছে আমাদের চারদিক। এই শূন্যতা বুঝতে বোধহয় এটুকুই যথেষ্ট যে, রবি ঠাকুর আর নরেন্দ্র মোদির ছবিও আলাদা করে চেনে না বলে দুটোকেই একসঙ্গে আগুন দেয় এই প্রজন্মেরই একটা অংশ।

কিন্তু পুজোর এই বিবর্তনকে আমরা আটকে রাখতে পারতাম কি? উত্তর, না। আমাদের ছোট ছোট শহরেও চারদিকে এখন এত শপিং মল, মাল্টি কিউজিন রেস্টুরেন্ট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সেসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুর্গাপুজোকেও তো সাবেকিয়ানা থেকে বেরিয়ে হয়ে উঠতেই হত একটা বড় ইভেন্টে। কিন্তু এই যে বেড়ে ওঠা, সেটা কি প্রগতি না অসম উন্নয়ন?

উত্তরবঙ্গের বড় শহর শিলিগুড়ি। তার একটা কসমোপলিটান চেহারা আছে। মালদা বা কোচবিহারের মতো জেলা সদরে আছে জনসংখ্যার আধিক্য। স্বভাবতই এইসব শহরে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স ইত্যাদির আবির্ভাব খুব স্বাভাবিক। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে যেটা আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান এসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যেটা ভাবার, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, ধূপগুড়ি, কামাখ্যাগুড়ি, তুফানগঞ্জ এইরকম ছোট শহরেও এখন এই যে একাধিক শপিং মলের উপস্থিতি, তার পেছনে আর্থিক জোগানের পরিকাঠামো কী? বিগত কয়েক দশকে এই অঞ্চলগুলোতে কোনও শিল্পায়ন ঘটেনি। সরকারি চাকরির বাজারও সংকুচিত হয়েছে ক্রমাগত। তাই সাধারণ অঙ্কের হিসেবে এইসব মফসসল শহরে নগরায়ণের গতি শ্লথই হওয়া উচিত। কিন্তু হচ্ছে ঠিক উলটোটা।

আসলে একটা নির্মম বাস্তব হচ্ছে এই যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা সমাজের যে শ্রেণিকে 'লুম্পেন প্রলেতারিয়েত' বলে চিহ্নিত করতাম, তারা আজ 'লুম্পেন বুর্জোয়া'তে রূপান্তরিত হয়েছে। তারাই সমাজের নানান স্তরে অনৈতিক কাজকর্ম করে খোলামকুচির মতো টাকা উপার্জন করছে। বাংলার সাবেকি শিক্ষা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে, ভোগবাদের বাইরে তাদের কোনও দর্শন নেই। তারাই এখন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের চাহিদা মেটাতেই প্রাদুর্ভাব এইসব মল-সংস্কৃতির। বাঙালি অস্মিতার যতই স্লোগান তুলি আমরা, এই নব্য বুর্জোয়া শ্রেণির বদান্যতায় উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ঢুকে পড়ছে মফসসল বাংলার মননে, জীবনে। তাদের দৌরাত্ম্যেই হারিয়ে যাচ্ছে সাবেকি বাংলা।

দায় কার? উত্তর যদি খুঁজতে হয়, বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজকেই নিজেদের আগে আয়নায় দাঁড়াতে হবে। এটা বুঝতে হবে, এক সময় গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ সরিয়ে নিয়েছিলাম কৃষক-শ্রমিক সংগঠনে। কারণ, কৃষক, শ্রমিক মিছিলে ভিড় বাড়িয়েছে। আমরা রবি ঠাকুরকে ড্রয়িংরুম থেকে বের করিনি। তাঁর বিবিধ সমাজভাবনাকে জনগণের সহজপাচ্য করবার দায়িত্ব কেউ নিইনি। উলটে সাতের দশক থেকে বাংলা সাহিত্য, শিল্প, সিনেমা ইত্যাদি গণমাধ্যমকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্য করে তোলার খেলা, 'বাজারি' শিল্প-সাহিত্য নামে শ্রেণি পৃথকীকরণ, সেইসঙ্গে বঙ্গীয় সাবেকি বিশ্বাসগুলোকে অবজ্ঞা বা দ্রুত ভেঙেচুরে দেওয়ার প্র্যাকটিস করেছি। এসবের পরিণামই হল বাংলার সংস্কৃতিতে অপেক্ষাকৃত 'চটুল' কালচারের হুহু অনুপ্রবেশ। ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে এই সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র গোবলয়ের রাজনীতির অনুপ্রবেশ বলে নিজেদের যতই সান্ত্বনা দিই না কেন, গোবলয়কে কিন্তু এই ভূখণ্ডে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে কোনও চক্রান্ত করতে হয়নি, কারণ তার প্রয়োজনই পড়েনি। তাই তো সেই দুর্মুখ চৌধুরী সাহেব কবেই বলে গিয়েছেন, জাতি হিসেবে আমরা আত্মঘাতী।

(লেখক পেশায় অধ্যাপক, দিনহাটার বাসিন্দা)

আজ

১৮৯৪

জনপ্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯১২

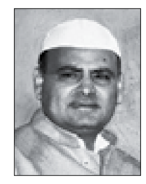

আজকের দিনে জন্ম স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা সাংবাদিক ফিরোজ গান্ধির।

আলোচিত

ভারত সবসময় নেপালকে সাহায্য করেছে। মোদিজি সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা আছে। আমি তাঁকে নমস্কার জানাচ্ছি। নেপালের পরিস্থিতি এখনও খুব কঠিন। তবে নেপালের উন্নতির জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব। দেশের জন্য নতুন কিছুর সূচনা করব আমরা।

- সুশীলা কার্কি

ভাইরাল/১

ভার্জিনিয়ার সৈকতে দেখা মিলছে আশ্চর্য নীলচে সবুজ এক ধরনের বস্তুর। দেখতে খানিকটা বোতামের মতো। আকারও সেরকমই। সমুদ্র-প্রাণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এগুলি আসলে এক ধরনের ভাসমান জীব।

ভাইরাল/২

ঘিবলি আর্ট, লাবুবু পুতুলের পরে এবার ভাইরাল 'ন্যানো বানানা'। এআই-এর সাহায্যে তৈরি এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডেস্কটপ কম্পিউটারের সামনে রাখা ত্রিমাত্রিক আকৃতি। গুগল জেমিনি ২.৫ ফ্ল্যাশটুল দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভাইরাল এই ছবিগুলো।

জনমন জনমত

অনুপর্ণা নিজের দেশের হতাশ হওয়ার কথা না বললেই পারতেন

৯ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের 'তারাদের কথা' পাতায় প্রকাশিত 'পুরুলিয়া, প্যালেস্তাইন মিশে গেল ভেনিসে' শীর্ষক খবরটি পড়ে ভালো লাগল। পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা রায় ভেনিসে ৮২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'অরিজন্টি' বিভাগে জিতে নিলেন সেরা পরিচালকের পুরস্কার। তাঁর পরিচালিত ছবি 'দি সংস অফ ফরগটেন ট্রিজ' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে খুবই প্রশংসিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে, কিন্তু গোল বাধে পুরস্কারপ্রাপ্তির পর তাঁর বক্তব্য নিয়ে। বিশেষত প্যালেস্তাইন নাগরিকদের পক্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চকে তিনি ব্যবহার করায় অনেকেরই আপত্তি।

দেখুন, কোনও বিষয় উপস্থাপন করার জন্য আন্তর্জাতিক বা দেশীয় মঞ্চ ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। অনেকেই তা করেছেন। আমরা মনে করতে পারি ১৯৮৯ সালে বিশিষ্ট অভিনেত্রী শাবানা আজমি দিল্লি আন্তর্জাতিক উৎসবে সফদর হাসমির হত্যার বিষয়টি তুলে ধরে এক আলোড়ন তৈরি করেছিলেন। অনুপর্ণা রায় প্যালেস্তাইনের যুদ্ধপীড়িত অসহায় শিশু এবং নাগরিকদের জন্য সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন। এতে দোষের কিছু নেই। সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চান সমস্ত প্রকার যুদ্ধ বন্ধ হোক। তা সে যে কোনও দেশের মধ্যেই হোক না কেন! রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কোনও দেশের জনগণকে স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না। এ পর্যন্ত হয়তো ঠিকই ছিল। কিন্তু অনুপর্ণা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নিজের দেশের হতাশ হওয়ার কথা এবং তাঁর দেশ এতে হতাশ হলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না- এরকম কথা না বললেই পারতেন। হয়তো তাতে বিতর্ক অনেক এড়ানো যেত। বিতর্ক এড়িয়ে আমরা শুধু এক বাঙালি ও ভারতীয় মেয়ের গর্বে গর্বিত হতাম, যিনি এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

চুরি করে খ্যাতি অর্জনের দৌড়

বিভিন্ন গবেষণা থেকে স্রেফ কপি-পেস্ট করে নিজের নামে চালিয়ে দেবার ট্রেন্ড এসেছে, যেখানে লেখকের নিজের গবেষণা শূন্য।

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

ষোলো শতকের কথা। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে তখন রানি এলিজাবেথ। দীর্ঘদিনের ধর্মীয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের জনজীবন তখন থিতু হয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন ও চিকিৎসার চর্চা। ঘটে গিয়েছে নবজাগরণ। এর মাঝেই নাটকের দল আর থিয়েটারের তাঁবুর পাশে ঘুরঘুর করা এক ছোকরাকে 'আপস্টার্ট ক্রো' বা 'ভুঁইফোঁড় কাক' বলে ব্যঙ্গ করলেন বিখ্যাত 'ইউনিভার্সিটি উইটস'দের অন্যতম প্রধান মুখ রবার্ট গ্রিন। অভিযোগ আনলেন সেই ছোকরা নাকি 'ইউনিভার্সিটি উইটস'-দের পালক পেছনে গুঁজে ময়ূরপঙ্খি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সোজা কথায় 'প্ল্যাজিয়ারিসম' বা 'কুম্ভিলকবৃত্তি'র অভিযোগ।

লেখা চুরির অপবাদ এলেও সেই ছোকরা কিন্তু থেকে গিয়েছিল নির্বিকার। বরং রবার্ট গ্রিনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের থেকে কুড়োনো অপবাদ তাঁর জীবনে শাপে বর এনে দিয়েছিল। সেই ছোকরা আর কেউ নন, স্বয়ং উইলিয়াম শেক্সপিয়র।

প্রায় পাঁচশো বছর আর পাঁচ হাজার মাইল পেরিয়ে বর্তমানের কোচবিহারে ফিরে আসি। হেরিটেজ শহরের তকমা পাওয়ার পর আজকাল হঠাৎ দেখছি, কোচবিহারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত চর্চা অনেক বেড়েছে। সবাই বলবে, এ তো ভালো কথা! কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা হচ্ছে, তাকে মৌলিক চর্চা বলা সম্ভব কি না জানি না। শুধু কোচবিহার নয়, এই ধরনের কুম্ভিলকবৃত্তি সর্বত্র।

কুম্ভিলকবৃত্তি মানে লেখা চুরি ধরার অনেক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও অনেক মানুষ বিভিন্ন পুরোনো গুরুত্বপূর্ণ

গবেষণামূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ বই বা ঐতিহাসিক দলিল থেকে লাইন ধরে নিজের ফেসবুক পেজে হুবহু টুকে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। এদিক-ওদিক থেকে খুবলে-খাবলে তো বটেই, তার ওপর তথ্য যাচাই না করে চালিয়ে দিচ্ছেন রিল বানিয়ে। এতে তাঁদের ডিজিটাল উপার্জনের কথা বাদ দিলেও ইতিহাস গবেষক হিসেবে খ্যাতির জম্পেশ একটা ওভারকোট জুটে যাচ্ছে।

অথচ সেই ওভারকোটের নীচে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পর্যন্ত নেই! শুধু কি ফেসবুকে কুম্ভিলকবৃত্তি! বই ছেপে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিক্রিও প্রচুর। বিষয়টা এমন নয় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তথ্য নিয়ে নিজের একটা লেখা প্রস্তুত করা। বরং বিভিন্ন গবেষণা থেকে স্রেফ কপি-পেস্ট করে নিজের নামে চালিয়ে দেবার ট্রেন্ড এসেছে, যেখানে লেখকের নিজের গবেষণা শূন্য।

কোথাও কেউ কেউ 'সোর্স' লিখে দায়সারাভাবে মূল টেক্সটকে উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা আতশকাচের নীচে রাখতে হয়। যাঁরা এই কাজগুলি করে চলেছেন, হয় তাঁরা গবেষণা সম্পর্কে মূর্খ, প্ল্যাজিয়ারিজম সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই অথবা সজ্ঞানে অসৎ।

এতে তাঁদের আর্থিক লাভ বা সামাজিক খ্যাতি হচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা ভেবে অনুতাপ হয় যে, যাঁরা বাস্তবিক আন্তরিকভাবে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গবেষণা করেছেন, নির্দ্বিধায় তাঁদের জ্ঞান, পরিশ্রম ও সম্মানকে চুরি করা চলছে। পরিশ্রমহীন খ্যাতির লোভে এই কুম্ভিলকবৃত্তি বন্ধ করার আইনত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে (যদিও আইন বিত্তবানের তামাশা দেখার জায়গা), তাহলে সৎ মানুষ গবেষণা করতে আগ্রহ তো পাবেনই না, বরং অবসাদ বোধ করবেন।

সৎভাবে পোক্ত গবেষণা না হলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে শিকড়। তখন তথ্য আর বিকৃত তথ্যের মধ্যে তফাত করা যাবে না। ফেসবুক থাকবে, হ্যাশট্যাগ থাকবে, টুকে ছাপানো বই বা রিল থাকবে, কিন্তু ইতিহাস বা ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব-কোনওটাই থাকবে না।

(লেখক প্রাবন্ধিক, কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪২

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। তিরস্কার, বকুনি ৩। মৃদু দুড়ুম শব্দ ৫। দুই ফোঁটার তাস ৬। হোগলা, বেত প্রভৃতি দ্বারা তৈরি শস্য রাখার বড় আধারবিশেষ, ওই ভাবে তৈরি ঘরবিশেষ ৮। জামির, গোঁড়া লেবু ১০। স্বর্ণকার, স্যাকরা ১২। প্রবল ঝড় ১৪। ভৃত্য, ক্রীতদাস, অধীন বা অনুগত ব্যক্তি ১৫। নাগমাতা, কাশ্যপমুনির পত্নী ১৬। মন্ত্রী ও তাঁর অধিকারভুক্ত শাসনবিভাগ।

উপর-নীচ : ১। ধূর্ত, প্রতারক ২। মুখে মুখে জবাব ৪। কাঁসার তৈরি করতালজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৭। চাঁদ ৯। সূর্য, মিত্র, সূর্যপুজোর ঘট ১০। অল্পের উপর, একটু-আধটু ১১। দাঁড়কাক ১৩। সিংহদ্বার, কারাগার, কারাদণ্ড।

সমাধান ■ ৪২৪১

পাশাপাশি : ১। পর্বাহ ৩। পিটটান ৪। দিবস ৫। তুকতাক ৭। কাছি ১০। কাবু ১২। দমবাজ ১৪। গোধূম ১৫। সরসিজ ১৬। লপেটা।

উপর-নীচ : ১। পর্পটিকা ২। হদিস ৩। পিসতুতো ৬। তালিকা ৮। ছিদাম ৯। সাজগোজ ১১। বুকফাটা ১৩। আমল।

বিন্দুবিসর্গ

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116 ক

AVANTRA
মহা নবমী..
ঐতিহ্য সম্পন্ন ডিজাইন,
গর্বের সাথে পরুন।
দুর্গা পুজো
শাড়ি । লেহেঙ্গা । কুর্তা । ব্লাউজ । টেলারিং সার্ভিসেস
AVANTRA
নীল
যেন প্রশান্তি

AVANTRA
মহা অষ্টমী..
উৎসবের শুরুই শাড়িতে। আর আমার সাজ সম্পূর্ণ শুধু অবন্ত্রার সাথে।
₹9,999 টাকার কেনাকাটা করুন, মাত্র
₹4,999 টাকা দিন
(From 12th sept - 2nd oct)
AVANTRA
শুভ উৎসব শুরু করি
"হলুদ রঙের সাথে"
শাড়ি | লেহেঙ্গা | কুর্তা | ব্লাউজ | টেলারিং সার্ভিসেস
*T&C Apply

AVANTRA
মহা সপ্তমী..
আসুন, সেজে উঠি অবন্ত্রার সুন্দর
শাড়ীর কালেকশনের সাথে।
AVANTRA
নানান রঙের সাথে সেজে উঠুক আপনার
দুর্গা পূজা, হোক আনন্দময়ী উৎসব।
শিলিগুড়ি : সিটি সেন্টার মল |
সেবক রোড | 7908392319

ছোট্ট তারা

আন্তঃক্লাব সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া আরশি সোম সেরা সাঁতারু হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

দুর্গন্ধ দূর করতে উদ্যোগ

পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দুর্গন্ধের সমস্যা চিরতরে দূর করতে উদ্যোগী হল পুর কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে করলা নদীর পাশের ওই অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জায়গাটিকে ঘিরে ফেলে আবর্জনা রাখার জায়গায় কংক্রিটের ঢালাই করা হবে।

পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'এদিনের বৈঠকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্জ্য থেকে দুর্গন্ধ যাতে রাস্তা এবং আশপাশে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য পরিকাঠামো তৈরি হবে। আগামী সপ্তাহে দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা ওখানে গিয়ে মাপজোখ করে পরিকাঠামো বানানোর জন্য খরচের হিসেব তৈরি করবেন। সেই অনুযায়ী টেন্ডার করে কাজ শুরু করা হবে।'

অন্যদিকে, পুজোর পরেই শহরে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক বহুতলের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিল্ডিং প্ল্যানের বাইরে গিয়ে বেশকিছু নির্মাণ হয়েছে বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। আমরা এখনই সেই নাম প্রকাশ করছি না। তবে পুজোর ছুটির পর এই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হবে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।' তবে পুজোর আগে হকার উচ্ছেদ অভিযান হবে না বলে এদিনের বৈঠকের পর জানিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। ফলে পুজো পর্যন্ত স্বস্তিতেই ব্যবসা করতে পারবেন হকার এবং ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা।

বছরখানেক আগে রায়কতপাড়া শনি মন্দির থেকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড়ীয় মঠ পর্যন্ত রাস্তাটি পুরসভার তরফে নামকরণ হয়েছিল মোহনবাগান সরণি। কিন্তু এই রাস্তার পাশে থাকা আবর্জনা থেকে যা দুর্গন্ধ ছড়ায়, তাতে লোকজনের মুখে মুখে এটি এখন 'গন্ধ গলি' নামেই পরিচিত।

ওই অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডের থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে যেমন একটি স্কুল রয়েছে, একইভাবে রয়েছে জনবসতি। শুরু থেকে ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে আপত্তি ছিল ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং বাসিন্দাদের। প্রধানত ওয়ার্ডের সংগ্রহ করা বর্জ্য এখানে এনে জমা করে তারপর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বালাপাড়া মূল ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। অনেক সময় আবর্জনা জমা করে হলেও পরবর্তীতে তোলা হয় না বলে অভিযোগ। আর তাতেই দুর্গন্ধে এলাকায় টেকা দায় হয়ে দাঁড়ায়।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে ওই অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডকে দৃশ্য দূষণ থেকে রক্ষা করতে নীল-সাদা কাপড়ে ঢেকে দেয় পুর কর্তৃপক্ষ, যা নিয়ে আরও চর্চা শুরু হয় শহরজুড়ে। এমনকি বিষয়টি নিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই বাধ্য হয়ে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করে কর্তৃপক্ষ।

এদিকে, দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর পর পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটরের শূন্যপদ পূরণ হতে চলেছে। স্যানিটারি ইনস্পেকটর মহেশ রাজভরের মৃত্যুর পর এই পদটি শূন্য ছিল। ইতিমধ্যে ওই পদপ্রার্থীকে পুলিশ ভেরিফিকেশনের নথি জমা দিতে বলেছে পুরসভা। সূত্রের খবর, শীঘ্রই ওই পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক চেয়ারপার্সনের। বৃহস্পতিবার পুরসভায়।

যা করা হবে

- ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জায়গাটিকে ঘিরে ফেলে আবর্জনা রাখার জায়গায় কংক্রিটের ঢালাই করা হবে
- পুজোর পরেই বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক বহুতলের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ
- পুজোর আগে হকার উচ্ছেদ অভিযান হবে না

আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি ও মালবাজারের দুই মুহূর্ত মানসী দেব সরকার ও অ্যানি মিত্রের ক্যামেরায়।

জলপাইগুড়ির তেঁতুলতলা কালী মন্দির।

তেঁতুলতলাকে অনুদান মঞ্জুর

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বিগত ৬ বছর ধরে আবেদন করেও দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান পাচ্ছিল না জলপাইগুড়ির তেঁতুলতলা কালীবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটি। পুজোর সরকারি অনুদান দেওয়া নিয়ে যখন আদালতে মামলা চলছিল, তখন একের পর এক পুজো কমিটি আবেদন করলেও, সাড়া দেয়নি জেলা পুলিশ প্রশাসন।

তবে গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রী কনভয় থেকে নেমে মন্দিরের সামনে আসতেই তাদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তেঁতুলতলা কালীবাড়ির অনুদানের আবেদন মঞ্জুর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৫২ সালে জলপাইগুড়ির আসাম মোড়ের কাছে তৈরি হওয়া তেঁতুলতলা কালীবাড়িতে, ২০০৪ সাল থেকে মন্দির কমিটির উদ্যোগেই দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল।

কমিটির সদস্য অশোককুমার দাস জানান, বুধবার এবিপিসি মাঠে সরকারি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরের সামনে কনভয় থেকে নেমে পড়েছিলেন। এরপর সেখানেই তাঁরা পুজোর অনুদানের জন্য আবেদন করলে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ অনুদান দেওয়ার আশ্বাস দেন। এরপর সেদিনই উত্তরকন্যার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তেঁতুলতলা কালীবাড়িকে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

কালীবাড়ি কমিটির সদস্য অরুণাভ সরকার বলেন, 'আমাদের মন্দির কমিটি ও পুজো কমিটির সমস্ত রকম বৈধ রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। স্থানীয় বিলপাড়া, মাষকলাইবাড়ি, আসাম মোড় ও বৈরাগ্যপাড়ার বাসিন্দারাও আমাদের পুজো দেখতে ও ভোগ খেতে আসেন। প্রতিদিন প্রায় দেড়শো মানুষের ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা দুর্গাপুজোর জন্য কোনও চাঁদা তুলি না। শুভানুধ্যায়ীরা স্বেচ্ছায় যা দেন আর নিজেদের সামর্থ্যে যতটুকু হয়, তা দিয়েই পুজো করে থাকি। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুজোর সরকারি অনুদানের আবদার করেছিলাম। প্রতিবছরই আয়ব্যয়ের হিসেব পুলিশ প্রশাসনের কাছে জমা দিলেও, ৬ বছর ধরে আমরা পুজোর অনুদান চেয়েও পাইনি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের অনুদান মঞ্জুর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এখন অনুদান হাতে পাওয়ার জন্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।'

সমস্যার কথা স্বীকার পুলিশ, প্রশাসনের

রাস্তাজোড়া তোরণে নিরাপত্তায় প্রশ্ন

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : উৎসবের মরশুমে সংখ্যাটা বাড়ে বটে, তবে বাকি সময়ই শহরজুড়ে বাঁশের ওভারহেড তোরণ তৈরি চলতেই থাকে। খেলা, মেলা, উৎসব সবেতেই রাস্তার ওপর ঢাউস তোরণ তৈরি এবং তাকে ফ্লেক্স বা আলোয় মুড়ে প্রচারের দিকে সবথেকে বেশি নজর থাকে আয়োজকদের। অনেক ক্ষেত্রেই প্রচার ও অনুষ্ঠান আয়োজনের জাঁকজমকের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় নিরাপত্তার বিষয়টি।

শহরে বাঁশের ওভারহেড তোরণ নির্মাণ নিয়ে যে আজও কোনও নির্দিষ্ট নীতি বা নজরদারির ভাবনা নেই তা মেনে নিয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'উৎসব-অনুষ্ঠানে নিয়মের কচকচি যেমন আমরা চাই না, তেমনি মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে এক শতাংশ শিথিলতাও আমাদের বরদাস্ত নয়। পুজো নিয়ে সভায় প্রত্যেক আয়োজক কমিটিকে এই বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের স্বার্থেই তোরণ নির্মাণ নিয়ে আগামীদিনে পূর্ত দপ্তর এবং ট্রাফিকের সঙ্গে পুরসভা যৌথ নজরদারির উদ্যোগ নেবে।' পদ্ধতি অনুসারে পুরসভা, পূর্ত দপ্তর এবং ট্রাফিক বিভাগকে জানিয়েই তৈরি হয় গেটগুলো। তবে তার মান এবং নিরাপত্তার মাত্রা খতিয়ে দেখা হয় না কোনওদিনই। এরপর কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সবার আগে আইনি জটিলতায় পড়েন আয়োজক, কর্মকর্তা এবং বাঁশের গেট নির্মাণকারী ডেকোরেটাররা।

ইতিমধ্যে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে কলেজ রোড, বিডিও রোড এমনকি এশিয়ান হাইওয়ের সার্ভিস রোডজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে একের পর এক ঢাউস ওভারহেড গেট নির্মাণ। এই শহরে পুজোর সময় দমকা হাওয়ায় এমনই গেট ভেঙে পড়া বা নির্মীয়মাণ গেটের বাঁশ খুলে মাথায় পড়ে মৃত্যুর নজির বিরল নয়। নিরাপত্তা, নজরদারির দাবি রয়েছে ডেকোরেটারদের তরফেও। ধূপগুড়ি ব্লক ডেকোরেটার সংগঠনের সম্পাদক লোকেশ সরকারের কথায়, 'পেশাদারি দৃষ্টি থেকে আমরা যতই ভালো করে কাজের চেষ্টা করি না কেন, যদি তোরণ নির্মাণের সময় পুরসভা এবং পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ট্রাফিক আধিকারিকরা নজরদারি চালান তাহলে নিঃসন্দেহে কাজের মান ও নিরাপত্তা বাড়বে। শিথিলতা ও গাফিলতি থাকলে বন্ধ হবে।'

নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও সে কাজ জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের ঘাড়ে চাপিয়ে পূর্ত সড়ক বিভাগের ধূপগুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দীপঙ্কর মণ্ডল বলেন, 'আমাদের কাছে তোরণ নির্মাণের আবেদন এলে তা দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। তবে পুজোর সময়কার নিরাপত্তার বিষয়ে পুরসভা সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশ নজরদারি চালায়।'

ট্রাফিকের তরফে নির্মিত তোরণের ফলে যান চলাচলে সমস্যা হয় কি না দেখা হলেও উচ্চতা, মাপ, সাপোর্ট ঠিকঠাক হয়েছে কি না তা দেখার মতো পরিকাঠামো কিংবা টেকনিকাল লোক তাঁদের হাতে নেই বলে অসহায়তার কথা জানান ট্রাফিক কর্তারা। সমস্যা না হলে, কেউ এ নিয়ে না ভাবলেও, বিপদ হলে তার ঘা যে সবার আগে আয়োজকদের ঘাড়েই আসবে তা মেনে নিয়েছেন ধূপগুড়ির এক পুজো কমিটির কর্মকর্তা গৌতম পাল। তাঁর কথায়, 'যাঁরা তোরণ তৈরি করেন তাঁরা আর যাই হোন কেউই ইঞ্জিনিয়ার নন। ফলে কমবেশি ভুল হতেই পারে। পিডব্লিউডি বা পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা একবার অন্তত নির্মাণস্থল ঘুরে দেখে গেলে আয়োজক হিসেবে আমরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

যে কোনও উৎসবে এভাবেই রাজপথে ঢাউস মাপের বাঁশের তোরণ থাকে।

গাঁজা সহ মহিলা ধৃত, উদ্ধার কিশোর

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : মাদকাসক্ত এবং মাদক পাচারকারী নিয়ে রাতে ধুন্ধুমার স্টেশন রোড এবং নয়াবস্তি এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ স্টেশন বাজার সংলগ্ন এলাকায় মাদক কিনতে গেলে এক কিশোরকে ধরে ফেলেন এলাকার মানুষ। পাশাপাশি, যে বাড়ি থেকে নাবালক মাদক কিনতে এসেছিল সেই বাড়িটি ঘিরে ফেলেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। কিশোরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় তারা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

অন্যদিকে, একই সময় নয়াবস্তি এলাকায় গাঁজা সমেত এক মহিলাকে আটক করল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং পুলিশ। সূত্রের খবর, পোস্ট অফিস মোড় থেকে খবর পেয়ে এসওজির কর্মীরা টোটোতে সওয়ার ওই মহিলার পিছু নেন। নয়াবস্তি এলাকায় গিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি এলাকায়। ওই মহিলা জানান, তিনি এনজেপি থেকে বাস ধরে এখানে আসেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ হওয়ায় এক ব্যক্তি তাঁকে এক গলিতে ওই ব্যাগ দিয়ে গিয়েছেন। ফোন করে পুড়িয়া বললে এবং কত পরিমাণ নেওয়া হবে সেটা জানালেই নির্দিষ্ট এলাকায় তা সরবরাহ করা হবে। সেই নিতে এসেছিলেন মহিলা। দুই প্যাকেট গাঁজা ১০ হাজার টাকা দিয়ে নিয়েছেন বলে জানান তিনি। আরও দুজন গাঁজা নিতে এলে পুলিশকে দেখে তাঁরা ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যান বলে অভিযুক্ত মহিলার দাবি।

পুলিশ সূত্রে খবর, মহিলার কাছে চারটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। তাতে আনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার ১৬ কেজি গাঁজা রয়েছে। তবে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত মহিলার ব্যাগ তল্লাশি করতে পারেননি এসওজি এবং পুলিশকর্মীরা।

বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে আহত ৩

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে একটি ২ বছরের শিশু সহ আহত হলেন ৩ জন। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি শহরের টাউন ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যান ওই টোটোচালক। দুর্ঘটনাস্থলের সামনে থাকা সাইকেল মেরামতির দোকানের মালিক শংকর মহন্ত বলেন, 'হঠাৎ খুব জোরে আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি টোটোটি পুরো উলটে আছে। সবাই ছুটে গিয়ে টোটোর যাত্রীদের উদ্ধার করি। বাচ্চাটির মাথায় চোট লেগেছে, মায়েরও খুব লেগেছে।' বাইক আরোহী মহিলা যন্ত্রণায় দাঁড়াতেই পারছিলেন না। সবাইকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত টোটোযাত্রী ঝুম্পা রায় বলেন, 'ছেলেমেয়েকে নিয়ে সদর হাসপাতালে এসেছিলাম। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ করে বাইক চলে আসে। টোটোটি খুব স্পিডে চলছিল। সংঘর্ষ হতেই তা উলটে যায়।' বাইকচালক অমিত রায় বলেন, 'টার্ন নিচ্ছিলাম, টোটোচালক তা উপেক্ষা করে সোজা বাইকে ধাক্কা দেন।' টোটোর লাগামছাড়া দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ নাজেহাল। কবে প্রশাসনের টনক নড়বে সেই অপেক্ষাতেই শহরবাসী।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৬
ও নেগেটিভ	-	০

নবমীতে কুমারীপুজোর রীতি শিববাড়ির

এল এল পুজো এল

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১১ সেপ্টেম্বর : পুজো আসতে বেশি দেরি নেই। শেষমুহূর্তের কাজ চলছে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে। স্টুডিওতে এখন ধীরে ধীরে মাটির মূর্তির ওপর রংয়ের প্রলেপ পড়ছে। বাজারের ভিড়ে শপিংও চলছে। পুজোর প্ল্যানিং করছে তরুণ প্রজন্ম। তবে থিমের পুজোর পাশাপাশি মালবাজার শহরের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শিববাড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো। বড় আড়ম্বর না থাকলেও আতিথেয়তা রয়েছে এই পুজোয়।

মালবাজার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাটাইগোল বাজারে অবস্থিত শিববাড়ি ১৯৫০ সালে স্থাপিত হয়। তার ঠিক পাঁচ বছর পর থেকেই শুরু হয় বারোয়ারি দুর্গাপুজো। শিব মন্দিরের এক পাশে রয়েছে হনুমান মন্দির। ওই মন্দিরের হনুমানের মূর্তির সঠিক বয়স এলাকাবাসী জানেন না। সেই মন্দিরের ঠাকুরদালানে হয় দেবীর আরাধনা।

তবে শহরের অন্য পুজোগুলোর থেকে এই পুজো অনেকটা আলাদা। ষষ্ঠীর দিন সকালে মন্দিরে দেবীর মূর্তি আসে। তারপরেই শুরু হয় মাতৃ আরাধনা। সাধারণত পুজোর রীতি অনুযায়ী অষ্টমীর দিন হয় কুমারীপুজো। তবে শিববাড়ির কুমারীপুজোর রীতি আলাদা। এই পুজোয় কন্যা পূজন বা কুমারীপুজো হয় নবমীতে। সেই পুজোতে অংশগ্রহণ করেন সাধারণত অবাঙালি পরিবারের মানুষরা। কারণ অবাঙালি ঘরেই মহালয়ার পর দেবীপক্ষ শুরু হলে নবরাত্রির পুজো শুরু হয়। পুজো শেষ হয় নবমীতে। সেদিন নয়জন করে কন্যাকে পুজো করেন নবরাত্রির ব্রতীরা। কন্যাদের পা ধুয়ে নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়, খাওয়ানো হয় বিভিন্ন রকমের পদ।

পুজো কমিটির সভাপতি রমেশ গিরি বললেন, 'নবমীর দিন প্রায় ৫০ জন কুমারীর পুজোর আয়োজন হয়। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই সেই পুজোতে অংশগ্রহণ করেন।' নবমীর দিন ভাণ্ডারার ব্যবস্থা থাকে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি ছোটদের জন্য কয়েকটি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

এবারের পুজোর মোট বাজেট দেড় লক্ষ টাকা। প্রতিমা তৈরি করছেন মালবাজার শহরের শিল্পী অরুণ পাল। প্রতিমায় থাকবে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। পুজো কমিটির সম্পাদক অরুণ শাহ জানান, পুজোর জৌলুস খুব বেশি না থাকলেও আয়োজনে খামতি থাকবে না। মন্দিরের সন্ধিপুজোর আয়োজনের দায়িত্ব থাকে স্থানীয় তরুণ শুভম ভারতীর। তাঁর কথায়, 'সমস্ত নিয়ম মেনে পুজো করা হয়।' ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতা গিরি জানান, কম বাজেটের মধ্যেও নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হয় শিববাড়িতে। দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এখানে আসেন।

মালবাজারের ঐতিহ্যবাহী পুজোর মধ্যে অন্যতম শিববাড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো।

আলাদা নিয়ম

- শিববাড়ির কন্যা পূজন বা কুমারীপুজো হয় নবমীতে, সেই পুজোতে অংশগ্রহণ করেন সাধারণত অবাঙালিরা
- মহালয়ার পর দেবীপক্ষ শুরু হলে নবরাত্রির পুজো শুরু হয়
- পুজো শেষ হয় নবমীতে, সেদিন নয়জন করে কন্যাকে পুজো করেন নবরাত্রির ব্রতীরা, খাওয়ানো হয় বিভিন্ন রকমের পদ
- নবমীর দিন প্রায় ৫০ জন কুমারীর পুজোর আয়োজন হয় মালবাজারের শিববাড়িতে

Institute of Neurosciences Kolkata
OPD CLINIC, Siliguri Branch
DR. APRATIM CHATTERJEE
MD, DM & FINR
Director of Stroke Medicine
Institute of Neurosciences Kolkata
Stroke, Neurointervention, Headache, Epilepsy, Autoimmune, Neuropathy, General Neurology
VISITING ON
19TH September, 2025
Timing : 2 pm to 5 pm
8207220666 8420276222
3A VYOM SACHITRA BUILDING (3rd FLOOR) HAIDAR PARA, SILIGURI - 734001, W.B

দুর্গাপুজোয় বিজেপির অনুদান

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : মুখরক্ষা করতে জেলায় জেলায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিগুলির দখল নিতে মোটা অঙ্কের অনুদান দেবে বিজেপি। মিঠুন চক্রবর্তীকে সামনে রেখে দুর্গাপুজো নিয়ে এই পরিকল্পনা রাজ্য বিজেপির। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই দলের জেলা নেতৃত্বকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। জেলার বড় ও মাঝারি পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে জেলাভিত্তিক তালিকা রাজ্যের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। মহালয়ার আগেই জেলা নেতৃত্বকে এই তালিকা পাঠাতে হবে রাজ্য বিজেপির কাছে। তারপর ঝাড়াই-বাছাই করে তালিকা চূড়ান্ত করবে রাজ্য।

সম্প্রতি সাংগঠনিক বৈঠকে নির্বাচনের আগে দলের জনসংযোগ বাড়াতে জোর দিয়েছেন সুনীল বনশল। দলের নেতা-কর্মীদের স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ এলাকার পুজোগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যেই ক্লাবের পুজোয় তৃণমূলের প্রাধান্য সংশয়াতীত। তার ওপর এবার প্রায় ১ লক্ষ পুজো কমিটিকে দুর্গাপুজোর নামে লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। বরাবরই পুজোর উদ্বোধনে মমতা সবার আগে। এই আবহে বিজেপির দুর্গাপুজো নেই বললেই চলে। খোদ কলকাতার বুকে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মতো বড় পুজো বিজেপির খাতায় একটাই। এর বাইরে উত্তর থেকে দক্ষিণে উল্লেখ করার মতো পুজো বিজেপির নেই। শুধু কলকাতাই নয়, উত্তরবঙ্গ ছাড়া বাকি দক্ষিণবঙ্গের জেলার পুজোতেও তৃণমূলেরই জয়জয়কার। এই আবহে জেলার বড় পুজোগুলিতে কিছুটা হলেও ঢুকতে চাইছে বিজেপি। সূত্রের খবর, জেলা বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর জেলার বড়-মাঝারি পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বিজেপির শর্তে তাঁরা রাজি থাকলে ওই পুজো কমিটিগুলির নাম পাঠানো হবে রাজ্যের কাছে। পুজোর সামগ্রিক বাজেটের ওপর ভিত্তি করে একটা বড় অঙ্কের টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে ক্লাবগুলিকে।

অতীতে এই চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আখেরে লাভ কিছু হয়নি। বরং অভিযোগ, অনুদান বাবদ টাকা খরচ নিয়ে নয়ছয় করেছে দলের নেতারাই। তাই এবার সেই ঘটনায় রাশ টানতে চাইছে দল। চূড়ান্ত বাছাই ক্লাবগুলিকে অনুদান নিতে হবে জেলা নয় রাজ্যের থেকে।

দুর্ঘটনায় বাস, আহত যাত্রী

বেলাকোবা, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে তালমা ট্রাফিক মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি তেলের ট্যাংকারকে ধাক্কা মারে একটি সরকারি বাস।

প্রত্যক্ষদর্শী রণবীর কর্মকার জানান, দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংকারের পেছন থেকে ওভারটেকের চেষ্টা করার সময় সামনে থাকা ব্যারিকেডের কারণে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি। ফলে বাসের সামনের অংশ তেলের ট্যাংকারে ধাক্কা মারে এবং বাসের ভিতরে থাকা ৩-৪ জন যাত্রী আহত হন। তিনি বললেন, 'দুর্ঘটনার পর আমরা দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করি।'

নেপাল থেকে ফিরছেন পরিযায়ীরা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : অগ্নিগর্ভ নেপালে আটকে পড়েছিলেন ওঁরা। পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হতেই ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন দলে দলে। ওঁরা পরিযায়ী শ্রমিক। বিগত কয়েকদিনের ভয়ংকর স্মৃতিকে সঙ্গী করে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেপালের কাঁকরভিটা হয়ে হেঁটে মেচি সেতু পেরিয়ে ভারতে পা রাখেন পরিযায়ীরা। প্রত্যেকের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ছিল স্পষ্ট। কেউ নেপালে রাজমিস্ত্রি হিসেবে কর্মরত। কেউ কাঠ ও রং মিস্ত্রি। সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ানদের ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে এদেশে ঢোকার ছাড়পত্র পান। পরবর্তীতে রাজ্য পুলিশ শিবির করে সকলের তথ্য এবং সই সংগ্রহ করেছে। লপাইগুড়ির হেলাবাড়িতে বাড়ি রতন রায় নামে এক তরুণের। নেপালের চড়ালিতে ছয় মাস ধরে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কর্মরত। বলছিলেন, 'প্রচণ্ড আতঙ্কে ছিলাম। চারদিকে গণ্ডগোল, আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। লুটপাট হচ্ছে। তবে যেখানে কাজ করতাম, সেখানকার মানুষ আমাদের খুব সাহায্য করেছেন। আন্দোলনের ঢেউ যেভাবে বড় হচ্ছিল, ভেবেছিলাম পারিনি এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে পারব।'

জলপাইগুড়ির আরেক বাসিন্দা বিকাশ রায়ও পেশায় রাজমিস্ত্রি। বিরতামোড়ে তিনি মাস ধরে ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'চোখের সামনে দেখেছি একদল তরুণ দোকান ভাঙচুর করে সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেল। আরেকদিন কাজ করছিলাম, শুনলাম থানা পুড়িয়ে দিয়েছে কারা। পোড়ানো হয়েছে একাধিক সরকারি অফিস। শপিং মলে লুটপাট চালানো হয়েছে। ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম। তবে আমাদের ওপর কোনও হামলা হয়নি।' কিছুক্ষণ থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'পেটের টানে ভিনদেশে গিয়েছিলাম। যখন ঝামেলা শুরু হল, মনে হচ্ছিল দেশে থাকলেই ভালো হত। এখন ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি।' সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পানিট্যাঙ্কি দিয়ে নেপাল থেকে ভারতে এসেছেন ৩৩৮ জন। এঁদের মধ্যে প্রায় দুই শতাধিক ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক।

পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে লাইন দিয়ে ফিরছেন পরিযায়ীরা। -সঞ্জীব সূত্রধর।

মগ্ন শিল্পী।। জলপাইগুড়ির কুমোরটুলিতে বৃহস্পতিবার।

৩ কোটি মুক্তিপণ দাবি, উদ্ধার অধ্যাপক

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : এক মাসের বেশি সময় ধরে পরিকল্পনা করেই অপহরণ করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপককে। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভিডিও কলে দাবি করা হয়েছিল ৩ কোটি টাকা। কিন্তু স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় ও লোকেশন ট্র্যাক করে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অপহৃত অধ্যাপককে। এই ঘটনায় মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম কার্তিক গুছাইত, শেখ রিয়াজ, শেখ কালু, নাজিমুদ্দিন খান, শেখ সুরজ ও অমৃত হালদার ওরফে অমিত। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানান, গত ৯ সেপ্টেম্বর ইংরেজবাজার থানায় তাপসকুমার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ জমা পড়ে। ১০ সেপ্টেম্বর ওঁর স্ত্রী রাখি মণ্ডলের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করা হয় দুষ্কৃতীদের। ভিডিও কলে তাপসের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ৩ কোটি টাকা দাবি করে দুষ্কৃতীরা। রাখি অবশ্য সেই ভিডিও রেকর্ড করে ইংরেজবাজার থানায় যোগাযোগ করেন। তিনি বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করা হয়েছিল। দুষ্কৃতীরা হোয়াটসঅ্যাপ কল করার পরই ফোন বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকেশন পাওয়া যাচ্ছিল। ওই রাতেই পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি এলাকার একটি গেস্টহাউস থেকে শেষ লোকেশন পাওয়া গিয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই ভোরে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

নেতার স্কুলে

প্রথম পাতার পর

বেশিরভাগ দিন অনুপস্থিত থাকেন প্রধান শিক্ষক। অন্য শিক্ষকরাও নিয়মিত আসেন না। শুধু তাই নয়, গত দু'দিন ধরে ঠিকঠাক সবজি আনিয়ে দিচ্ছেন না প্রধান শিক্ষক। ফলে পড়ুয়াদের শুধু ভাত দিয়েই বিদায় দিতে বাধ্য হচ্ছেন রাঁধুনিরা।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, মেয়ের অসুস্থতার কারণে কয়েকদিনের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি। ফলে এই ক'দিন কেউ বাজার না করায় সমস্যা তৈরি হয়। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমাকে পঞ্চায়েত সমিতির অনেকটা দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই আমি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মিড-ডে মিলের সমস্ত দায়িত্ব নিতে বলি। কিন্তু তাঁরা রাজি হননি। কোনও কারণে মিড-ডে মিলের বিল আটকে যায়। তার উপর ব্যাংকে সমস্যা থাকায় টাকা তুলতে পারিনি। আগামীকাল স্কুলে গিয়ে যেমনভাবে হোক মিড-ডে মিল কর্মীদের বিল মেটাব।'

গত প্রায় ৭ মাস ধরে মিড-ডে মিলের বিল পাননি রান্নার কাজে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মিড-ডে মিলের রাঁধুনি কবিতা বর্মন প্রামাণিক বলেন, সবজি ঠিকমতো এনে দেওয়া হয় না। তাই আমরা শুধু ভাত রান্না করে খাওয়াচ্ছিলাম। আজকে অভিভাবকরা এসে বিক্ষোভ দেখান।' অভিভাবক প্রতিমা রায় বলেন, 'শিক্ষকরা স্কুলে ঠিকমতো আসেন না। মিড-ডে মিলও ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না বাচ্চাদের।'

ধূপগুড়ি পশ্চিম মণ্ডলের স্কুল পরিদর্শক রাজদীপ সরকার বলেন, 'আমি খোঁজ নিয়েছি। মিড-ডে মিল নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

পৃথিবীর পাঠশালা

গাছ কি কথা বলে?

গাছ কি কথা বলে? হ্যাঁ, তবে আমাদের ভাষায় নয়। ইজরায়েলের একদল বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন যে, যখন কোনও টমেটো গাছ জলের অভাবে চাপে থাকে, তখন তারা এমন এক ধরনের শব্দ তৈরি করে, যা মানুষ শুনতে পায় না। কিন্তু মথ নামের এক ধরনের পোকা সেই শব্দ শুনতে পায়! গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যখন কোনও গাছ এই ধরনের শব্দ করে, তখন মথ সেই গাছকে এড়িয়ে চলে। এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতিতে পোকামাকড় আর গাছের মধ্যে যোগাযোগের এক দারুণ রহস্য লুকিয়ে আছে।

হাত দিয়ে হাঁটে মাছ

মাছ কি হাঁটে? হ্যাঁ! অস্ট্রেলিয়ার এক বিশেষ ধরনের মাছ আছে, যাদের নাম হ্যান্ডফিশ। এরা সাঁতার না কেটে তাদের পাখনার মতো হাত ব্যবহার করে জলের নীচে হাঁটে! এরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বিপন্ন জলজ প্রাণীর মধ্যে অন্যতম। তাদের বাসস্থান ধ্বংস, দূষণ ও আক্রমণকারী প্রজাতির কারণে দ্রুত সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই আজব সৃষ্টিকে বাঁচাতে এখন চেষ্টা চলছে।

ল্যাবরেটরিতে তৈরি হৃৎপিণ্ড

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এমন একটি হৃৎপিণ্ড এবং যকৃত তৈরি করেছেন, যার ভেতরে রক্তনালি রয়েছে! এর আগে ল্যাবে তৈরি করা অঙ্গগুলো অক্সিজেনের অভাবে বেশিদিন টিকত না। তবে বিজ্ঞানীরা এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা ব্যবহার করে এই মিনি অঙ্গগুলো বাস্তব অঙ্গের মতোই কাজ করতে পারে। এই আবিষ্কার ড্রাগ টেস্টিং এবং বিভিন্ন রোগের গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

মাথা বাঁচবে কাগজের হেলমেটে

সাইকেল চালান? এবার কাগজের হেলমেট পরতে পারেন! আমেরিকান ডিজাইনার আইসিস শিফার এমন একটি হেলমেট তৈরি করেছেন, যা পুরোনো কাগজ দিয়ে তৈরি। এটি পরিবেশবান্ধব এবং সহজে ভাঁজ করা যায়। এই হেলমেট দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতো এবং প্রচলিত প্লাস্টিকের হেলমেটের মতোই সুরক্ষা দিতে পারে। এর উপর একটি জলরোধী স্তরও আছে, যা ৩-৪ ঘণ্টা বৃষ্টিতে টিকে থাকতে পারে। এটি শহুরে সাইক্লিস্টদের জন্য দারুণ একটি সমাধান।

দুটি বাগান

প্রথম পাতার পর

সেটা কোন ভরসায় করব? কাগজপত্রর জন্য বারবার নানা মহলকে অনুরোধ করেও কাজ হয়নি। তবে, পুজোর আগে বোনাস দেওয়ার পর্বে এসে কেন এমন সিদ্ধান্ত, তার জবাব মেলেনি। এদিকে, জলপাইগুড়ির ক্যারন, এলেনবাড়ি, গ্রাসমোড়, গুরজংঝোরা, কৈলাসপুর, নয়া সাইলি, নিদাম, সাইলির মতো বাগানগুলিও শ্রম দপ্তরের কাছে বোনাসে ছাড় বা কিস্তিতে বোনাস দিতে চেয়ে আবেদন করেছে। একই আবেদন করেছে আলিপুরদুয়ারের জয়বীরপাড়া, শ্রীনাথপুর, সুভাষিণী, মাকরাপাড়া, রহিমপুর, সরুগাঁও, নাংডালা, তাসাটির মতো আরও কিছু বাগান। তাছাড়া মেরিকো-সম্মেলন গোষ্ঠীর হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, বীরপাড়া, ধুমচিপাড়া, তুলসীপাড়া, ডিমডিমা, কোহিনুর, বান্দাপানির মতো বাগানগুলি তো রয়েইছে।

রাজ্য সরকার অ্যাডভাইজারি দিয়ে জানিয়েছে, ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ির সরকারি সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বোনাস নিয়ে কেউ যেন খেলার চেষ্টা না করেন। তারপরেও ডুয়ার্সের অন্তত ২০টি বাগান বোনাসের হার নিয়ে তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে। আগামী ১৫ তারিখের মধ্যে বোনাস দেওয়ার কথা। ফলে ১৬ তারিখ থেকে ডুয়ার্সের চা বলয়ের পরিস্থিতি কী হবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে চা মহল ও জেলা প্রশাসন।

২০ শতাংশ হারের বোনাসের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ অব্যাহত মেরিকো-সম্মেলন গোষ্ঠীর আওতাধীন নাগেশ্বরী চা বাগানে। এদিনও সেখানে গেট মিটিং হয়। পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির নাগেশ্বরী চা বাগানের নেতা বন্ধু ওরাওঁ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সব বাগানকে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর ওপর ভরসা রাখতে চাই। সেই কারণে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতুন করে কোনও আন্দোলন হবে না। তবে এরপরও যদি ওই হারের বোনাস না মেলে তবে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।' বকেয়া মজুরিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল ওই গ্রুপেরই বাগ্রাকোট চা বাগানে। সেখানেও এদিন শ্রমিকদের আন্দোলনে ২০ শতাংশ হারের বোনাসের দাবিও উঠে আসে। উল্লেখ্য, মেরিকো-সম্মেলন গোষ্ঠীর তরফে বাগানগুলির আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরে আগেই ৮.৩৩ শতাংশ হারের বোনাস দেওয়ার মঞ্জুরি চেয়ে শ্রম দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। মালিকদের একটি সংগঠন আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের সদস্য দুটি বাগান ২০ শতাংশ বোনাস দিয়ে দিয়েছে। বাকিরাও বোনাস দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।' চামুর্চি ও রেডব্যাংক বাগান বন্ধ হওয়ার বিষয়টি জানেন না বলে এড়িয়েছেন অমিতাংশু। ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সদস্য সমস্ত বাগানেই সরকারি নির্দেশিকা মেনে বোনাস দেওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। অধিকাংশ বাগানে ইতিমধ্যেই ২০ শতাংশের বোনাস হয়েও গিয়েছে। বাকিরাও দিয়ে দেবে।' জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষনেতা ও সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, 'এই বোনাস গত আর্থিক বছরের। সেসময় থেকে এখনও চা শিল্পের পরিস্থিতি ভালো। রিপোর্ট সেকথাই বলছে। কোনও অবস্থাতেই একটিও বাগান কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনও স্বার্থান্বেষী মহল যাতে ২০ শতাংশের অন্যথা না করে, সেটা নিশ্চিত করতেই হবে।'

চিন্তা চিকেন নেকে

প্রথম পাতার পর

জলেশ্বর এবং দিল্লিবাজার নেপালের চার জেলে বন্দি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের তিন শতাধিক সদস্য ইতিমধ্যেই পালিয়ে গিয়েছে। আপাতত নেপাল ছেড়ে তারা ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গা-ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। একসঙ্গে ফের স্লিপার সেলের ওই সদস্যরা সক্রিয় হলে জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। নেপাল সীমান্তে দীর্ঘদিন কাজ করা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিক এস চৌধুরীর বক্তব্য, 'চিকেন নেক থেকে নেপাল সীমান্ত খুবই কাছে। তাছাড়া নেপাল থেকে শিলিগুড়ি বা বিহারে সহজেই ঢোকার বহু রাস্তা আছে। তাই জেল পালানো জঙ্গিদের ভারতে ঢুকতে খুব বেগ পেতে হবে না। তবে ভারত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়াটা এই মুহূর্তে কঠিন। চিকেন নেক-ই বরাবর জঙ্গিদের টার্গেট। তাই কেন্দ্রীয় এজেন্সির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশকেও সতর্ক থাকতে হবে।'

কিছুদিন আগেই জইশের তিন জঙ্গি নেপাল থেকে বিহারে ঢুকেছিল। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা তখনই স্লিপার সেল পুনর্গঠন নিয়ে বড় পরিকল্পনা হয়েছে। নেপালের বন্দি পালানোর ঘটনার পরই ত্রিপুরা, অসম ও মেঘালয়ের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে। গোয়েন্দাদের একাংশের আশঙ্কা, নেপাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ওই তিন রাজ্যের সীমান্ত দিয়েও বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করতে পারে জেল পালানো জঙ্গিরা। নেপালের ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি ও নিরাপত্তা দুই-ই বাড়ানো হয়েছে বলেই জানিয়েছেন বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডের এডিজি মহেশকুমার আগরওয়াল। তাঁর কথা, 'নেপালের ঘটনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট আমরা পেয়েছি। সেইমতো পদক্ষেপও করা হয়েছে।'

নেপাল থেকে পালিয়ে জঙ্গিরা লুকিয়ে থাকতে পারে সেই আশঙ্কায় গত দু'দিনে বিহারের সমস্তিপুরের পাঁচটি জায়গা, দ্বারভাঙ্গার ফসিহর, মধুবনির বাসোপট্টি এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছেন একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। এক বেসরকারি বাসচালককে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরখেরি, পিলিভিট হয়ে স্লিপার সেলের জঙ্গি সদস্যরা ভারতে ঢুকতে পারে বলেও সতর্ক করেছে কেন্দ্র। শিলিগুড়ির নেপাল সীমান্তকে স্পর্শকাতর বলে বার্তা পাঠানো হয়েছে এসএসবি'র কাছে। নেপালের জেল থেকে পালানো বাংলাদেশভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন এবিটি'র তিন-চারজন সদস্য শিলিগুড়ি হয়ে কেরলে গা-ঢাকা দেওয়ার ছক কষেছে বলেও খবর পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

সেইমতো পদক্ষেপও করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকের বক্তব্য, 'নেপালের জেলে এমন কয়েকজন জঙ্গি ছিল যারা স্লিপার সেল বিশেষজ্ঞ। কীভাবে নিয়োগ করতে হবে, কীভাবে প্রশিক্ষণ হবে সবেতেই তারা দক্ষ। সেই জঙ্গিরা ফের সক্রিয় হলে তা চিকেন নেকের জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে।'

অশান্ত ধুবড়ি

বক্সিরহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : আক্রাসুর ডাকা ধুবড়ি বনধে সড়কপথে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ। রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির আওতাভুক্ত করার দাবিতে অল কামতাপুর ছাত্র ইউনিয়নের ডাকা মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ধুবড়ি জেলাজুড়ে বনধ পালিত হয়। বনধের সমর্থনে এদিন সকাল থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারত সংযোগকারী জাতীয় সড়কে দফায় দফায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান প্রতিবাদকারীরা। অশান্তির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অসম সীমানাঘেঁষা বক্সিরহাটেও। অসমে অশান্তির জেরে অসম-বাংলা সীমানার বক্সিরহাটে আটকে পড়ে শয়ে-শয়ে ভিনরাজ্যের লরি। নতুন করে অশান্তি হতে পারে, এমনও আশঙ্কা করছেন পুলিশকর্তারা। তাই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অসম-বাংলা সীমানায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়ন করেছে কোচবিহার জেলা পুলিশ। সীমান্তে রয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ পুলিশের কর্তারা।

তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'অসম-বাংলা সীমানায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

গালি ব্রিগেডে পুরুষতন্ত্রের জয়ধ্বনি

প্রথম পাতার পর

শিক্ষিত মহিলার।এমন নরম করে মোটেই প্রশ্ন করেন না তাঁরা। ছাপার অযোগ্য ভাষায় ট্রোল করতে অভ্যস্ত এঁরা। বাকস্বাধীনতার অপপ্রয়োগে এঁরা একশোয় একশো।ইদানীং শোবিজের সেলেবদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ একেবারে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা শ্রেণি তৈরিই আজ শুধু নামী সেলেবদের অকারণ আক্রমণের জন্য। উত্তমকুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে যাঁকে সর্বকালের সেরা বাঙালি অভিনেত্রী বলেন, সেই সাবিত্রীকে যেভাবে এলি তেলি গঙ্গামালিরা আক্রমণ করেছেন, তা রীতিমতো অকল্পনীয়। আজও অভিনয়ে মারাত্মক সক্রিয় সাবিত্রী বা মাধবী। দুজনেই বাঙালির চিরন্তনী গর্ব, বয়স জয় করা প্রেরণার মুখ। অথচ বাংলায় তাঁদেরও শুনতে হচ্ছে অকথ্য গালাগাল। কেন তাঁরা আজও সক্রিয়?

এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের, এই ট্রোলবাহিনীর অধিকাংশ মুখ মহিলা। সকালে হয়তো ক্লাবে নারী স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছেন, মুণ্ডপাত করছেন পুরুষতন্ত্রের। বিকেলে ফেসবুকে সাবিত্রী থেকে স্বস্তিকা, দেবশ্রী থেকে শ্রাবন্তী সবাইকে অকাতরে গালাগাল দিয়ে চলেছেন। এঁদের বক্তব্যের পিছনে পুরুষতন্ত্রেরই জয়গান স্পষ্ট।

এঁদের আসলে অধিকারই নেই সাবিত্রীকে নিয়ে কোনও কথা বলার। কিন্তু ফেসবুক তো এখন কলতলার, টিভি চ্যানেলের সান্ধ্যকালীন বিতর্কের মতো। যে যা খুশি বলে যেতে পারেন। তাই এই মহান পরামর্শদাতারা ফেসবুকে যা খুশি তাই লিখে চলেছেন। কিছু না জেনেই। ভালো করে খোঁজ না নিয়ে। এ এক নতুন সামাজিক অসুখ।

মনোবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের সঙ্গে কথা বলে গালিওয়ালিদের অবিশ্বাস্য কীর্তিকলাপের তিনটে কারণ উঠে আসে।

১) গালিব্রিগেডের অধিকাংশই বেকার গৃহবধূ বা তরুণী। যাঁরা চাকরি করেন, অনেক কাজ, তাঁদের এত সময় নেই সেলেবচর্চার। যাঁরা বাড়িতে বসে থাকেন, তাঁরাই নাম লেখান ট্রোলবাহিনীতে। ট্রোলিং শুরু হতাশা, অক্ষম ঈর্ষা এবং রাগ থেকে। আমি পারলাম না, অন্যরা পারছে কেন?

২) ফেসবুক এঁদের সমালোচনার ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। এঁরা জানেন, পুলিশ কিছু করবে না। সেলেবদের গালাগাল দিয়ে এক অন্যরকম তৃপ্তি। নিজেকে সেলেবদের সমান মনে হয়।

৩) অধিকাংশেরই ধারণা, সেলেবরা অযোগ্য হয়েও এত সাফল্য, স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা তো আমিও পেতে পারতাম। ওরা সাফল্য পেয়েছে অন্যায় সিঁড়ি ব্যবহার করে।

দিন কয়েক আগে শিয়ালদা স্টেশনের সামনে অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র একটি দৃশ্যের শুটিং করছিলেন। চরিত্রের দাবি অনুযায়ী গলার স্বর পালটে খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে হচ্ছিল তাঁকে। আর যায় কোথায়! ফেসবুকের নতুন হার্মাদরা শুরু করে দিল গালাগাল। এই অভিনেত্রী ব্যক্তিগত জীবনেও সব সময় নাকি এরকমই করে থাকেন। পোস্টে দু-একজন মিনমিনে গলায় বলার চেষ্টা করেছিল, আরে, এটা তো একটা সিরিয়াল বা সিনেমার শুটিংয়ের অংশ। কে এত শুনতে যাবে, পড়তে যাবে? অন্যের কথা এখন কেউ শোনে না, নিজের কথা বলতে চায়! এই ঘটনা বাস্তবে ঘটেছে, ধরে নিয়ে অভিনেত্রীকে অকথ্য গালিগালাজ চলল বহুদিন।

হায় বাকস্বাধীনতা! এক তরুণী অভিনেত্রীকে তো টানা বলে যাওয়া হয়েছে, তাঁর গায়ের রং এত কালো কেন। অবসাদে বিধ্বস্ত তরুণী বছর দুই চলে গিয়েছিলেন আড়ালে। যদি অবসাদে আত্মহননের পথে যেতেন তিনি, দায়িত্ব নিত কে? এই গালিওয়ালিরা?

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের সমর্থক বাহিনীর মধ্যে এই ধরনের গালিগালাজ চালাচালি, ট্রোল হয় অনেকদিন। সেই অকথ্য ভাষা বিনিময়ে অন্তত মহিলাদের প্রবেশ ছিল না কার্যত। এখন টালিগঞ্জের অতি ছোট্ট দুনিয়া নিয়ে মহিলাদের ভাষার ব্যবহার শুনলে অবাক হতে হয়।

এঁরা মন দিয়ে প্রতিদিন সিরিয়াল দেখবেনও এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে চলে যাবেন কলাকুশলীদের। কিছু পুরুষ তা দেখে উৎসাহিত, তাঁরাও বাড়তি আগ্রহ নিয়ে যোগ দেন সেখানে। মহিলারাই এঁদের টার্গেট, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীও বিশ্রী গালাগালের হাত থেকে পার পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর নীতি নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু এই নারীরা এমন কদর্য ভাষা প্রয়োগ করেন, তা কল্পনার বাইরে।

ভাবতে পারেন, গালাগাল দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে অনেক প্রোফাইল। যত গালাগাল, তত রিচ, আর ভিউ। বাঙালি নাকি এসব গালাগাল শুনতে আজকাল ভালোবাসছে ফেসবুকে। সাবিত্রীর মতো মহান অভিনেত্রীদের গালাগাল দেওয়ার সময় এঁদের আর বাড়ির ঠাকুমা, দিদিমার মুখ ভেসে আসে না। ভাবেন না, মমতাশংকর নিজে কথা বলছেন না আগ বাড়িয়ে। তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হচ্ছে বলে মুখ খুলেছেন। দেবশ্রী নিজে নাচতে যাননি। তাঁর নাচের মূল্য এখনও আছে বলে তাঁকে টিভি চ্যানেল ডেকেছে। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় তাঁর কিংবদন্তি বাবা সন্তু মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মালা দিয়েছিলেন। তাতেও এঁদের গালাগাল ফুরোবে না, নানা প্রশ্ন।

বাংলায় রাজনীতিকদের ভাষা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে আমরাই হাহুতাশ করে থাকি। সেলেবদের যেভাবে প্রচুর মানুষ মেঠো ও গ্রামীণ ভাষায় আক্রমণ করছেন বাংলায়, তা দেখার পর কোনও রাজনীতিককেই আর দোষারোপ করা উচিত নয়। নেতারা তো সমাজেরই অঙ্গ। এবং সমাজের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে তথাকথিত শিক্ষিত মহিলারা যদি এভাবে প্রকাশ্যে গালাগাল দিয়ে যান, তার প্রভাব নেতা-শিক্ষক-আইনজীবী-সরকারি কর্মী সবার উপরেই পড়বে। এবং সেটাই পড়ছে। পরের প্রজন্মের উত্তরসূরিরাও মা-বাবাকে দেখে একই কাজে নামছে অতি দ্রুত।

আমি স্টারডম পাইনি, কিন্তু তোমরা কেন পাবে? এই ঈর্ষা থেকেই এসব গালাগাল। এঁরাই আবার নেতাদের মুখে গালাগাল শুনে প্রশ্ন করবেন, এসব কী হচ্ছে? বাংলাটা রসাতলে গেল!

ওদিকে, মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিরোধী সব দলের নেতাদের ছাপার অযোগ্য ভাষায় জ্ঞান দিয়ে যাবেন এঁরাই! কোনওদিন জ্ঞান দেবেন, কোনওদিন শুধু অযৌক্তিক গালাগাল। যুক্তিপূর্ণ ভদ্রভাষার সমালোচনা অবশ্যই দরকার। এঁরা তো নাম লেখান খেউরের দলে। ফেসবুকের এই গালিওয়ালা, গালিওয়ালিদের মুখে কোনওদিন যুক্তি শুনবেন না। গালাগালেই তাঁদের মোক্ষলাভ।

তাহলে আর নেতাদের মুখে আমরা শুধুই সাধু ভাষা শুনতে চাইছি কেন? নেতাদেরও তো আরও বেশি করে রিচ চাই, ভিউ চাই! তাঁরা উচ্চকিত ভাষণে ছাপার অযোগ্য কথা বললে উত্তেজিত হবেন না আর। এসব আমাদের বাঙালিদের সবারই প্রাপ্য।

বন্দি জীবন

প্রথম পাতার পর

কিছুটা দূর যেতেই ম্যানেজার ছুটে এসে তাঁদের হোটেলে ফিরিয়ে আনেন। কারণ যে বাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁদের বাস ধরার কথা ছিল সেখানে ততক্ষণে আন্দোলনকারীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তো ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল। কাগজে অগ্নিগর্ভ নেপালের খবর পড়ছেন, কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তাতে আরও ভয় পেয়ে যান বাড়ির লোকজন। বলছিলেন মণিহারের বাবা প্রসেনজিৎ তালুকদার। এখন অবশ্য সেই সমস্যা মিটেছে। ময়ূখের বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরের গোমস্তপাড়ায়। বাবা মিহির ভট্টাচার্য কৃষি দপ্তরের কর্মী ছিলেন। ছেলের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে পেরে উৎকণ্ঠা কমলেও মিহির এখনও উদ্বেগমুক্ত হননি। ময়ূখ জানালেন, নেপাল থেকে বিমান পরিষেবা চালু হলেও সরাসরি বাগডোগরা যাচ্ছে না। হয় দিল্লি বা মুম্বই বা কলকাতায় নামতে হবে। তার উপর বিমানের ভাড়া এতটাই বেশি যে টিকিট কাটাই দুষ্কর। প্রাইভেট বিমান বা হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়েছে। তাতে করে কাঁকরভিটা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানেও টিকিটের চড়া দাম। এখন ময়ূখরা যে হোটেলে রয়েছেন, তার চারপাশ সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে। মণিহারদের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ ফোনে যোগাযোগ করেছে। আশ্বস্ত করেছে। তাঁরা নেপালের ভারতীয় দূতাবাসেও যোগাযোগ করেছেন। এরইমধ্যে মণিহারা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নেপালে তো কার্ফিউ, ওষুধ কিনতেও পারছেন না। বাড়ি ফিরতে এখন প্রশাসনই ভরসা তাঁদের।

দৌড়ে কুলমান

প্রথম পাতার পর

সেনার এক মুখপাত্র বলেন, 'আমরা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছি। দেশের বর্তমান অচলাবস্থা কীভাবে কাটানো সম্ভব এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কীভাবে উন্নতি করা সম্ভব তা নিয়েই আলোচনা চলছে।' তবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র দাবি করেছে, প্রেসিডেন্ট বা জেন জেড প্রতিবাদী, কারও তরফেই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এর আগে হাজার হাজার জেন জেড আন্দোলনকারী কার্কির পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। যদিও জেন জেড-এর অপর গোষ্ঠীর তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, নেপালের সংবিধান অনুযায়ী, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না। অন্যদিকে, যাঁর নাম সবার আগে ভাবা হয়েছিল সেই কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ আগেই অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা এক বিবৃতিতে বলেন, 'যেহেতু বলেন্দ্র শাহ আগ্রহ দেখাননি, ধরন পুরসভার প্রাক্তন মেয়র হর্ক সাম্পাংয়ের নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সুশীলা কার্কি অযোগ্য এবং সত্তরোর্ধ্ব তাই ইঞ্জিনিয়ার কুলমান ঘিসিংয়ের মতো দেশপ্রেমিক যাঁকে সকলেই ভালোবাসেন, তাঁর হাতেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

সূত্রের খবর, প্রতিবাদীদের একাংশ সুশীলা কার্কিকে পছন্দ করছেন না তার অন্যতম কারণ, ২০১৭ সালের এপ্রিলে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এসেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার অভাবের অভিযোগও রয়েছে। সেইসঙ্গে ভারতের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাবের বিষয়টিও জেন জেড-এর একাংশের আপত্তির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নেপালের দীর্ঘদিনের লোডশেডিংয়ের সমস্যার সমাধানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন ৫৪ বছর বয়সি ঘিসিং। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের রিজিওনাল ইনস্টিটিটিউট অফ টেকনলজির ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রাক্তন ছাত্র ঘিসিং স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। নেপালে একসময় দিনে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হত। সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন ঘিসিং। তবে আন্দোলনকারীদের অপর অংশ এখনও সুশীলা কার্কিকেই যোগ্য প্রার্থী বলে মনে করছেন। নেপালের চলতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ 'উই নেপালি' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সুদান গুরুং সাফ বলেছেন, 'আমরা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত। মন্ত্রীসভা গঠনে আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকা উচিত। কীভাবে তারা কাজ করে, সেদিকে নজর রাখবে জেন জেড।'

নেপালে ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩৪। এক হাজারেরও বেশি আহত হয়েছেন। এদিকে, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের বৃহত্তম দল নেপালি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গগন থাপা এবং বিশ্বপ্রকাশ শর্মা এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তাঁরা জেন জেড-এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে তৈরি। তবে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক সেটা যেন সংবিধান ও আইনি প্রক্রিয়া মেনে করা হয়।

চলতি এশিয়া কাপে কুলদীপ যাদবের স্পিন বোলিংকে এক্স ফ্যাক্টর ধরছেন বিশেষজ্ঞরা।

পরের ম্যাচে সুযোগ পাবে? প্রশ্ন মঞ্জরেকারের

সাফল্যের খিদে, প্রাক্তন 'ছাত্র' কুলদীপের স্পিনে মুগ্ধ আক্রাম

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের পর মনে হয়েছিল ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে। যদিও কেরিয়ার সেই তিমিরেই। টেস্ট হোক বা সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাট- গৌতম গম্ভীর জমানাতেও অনিয়মিত কুলদীপ যাদব। ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তীরা অগ্রাধিকারের তালিকায়। গতকাল প্রত্যাবর্তনের সুযোগে যেন সেই বঞ্চনার জবাব দিলেন ভারতীয় দলের চায়নাম্যান বোলার।

কুলদীপের সাফল্যের যে বোলিং দেখে রীতিমতো মুগ্ধ প্রাক্তন 'গুরু' ওয়াসিম আক্রাম। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দায়িত্বে থাকাকালীন ছাত্র হিসেবে কুলদীপকে পেয়েছিলেন। গতকাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে কুলদীপের (৭ রানে ৪ উইকেট) সাফল্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেই আবেগটাই বেরিয়ে আসছিল। কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য পাকিস্তানের প্রাক্তন সুইং কিং প্রশংসায় ভরিয়ে দেন।

আক্রাম বলেছেন, 'লেগস্পিন, গুগলি, ফ্লিপার! দুরন্ত মিশেল। আমিও এখানে বসে ওকে ঠিকমতো পড়তে পারছিলাম না। এমনকি রিপ্লেতেও বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল। কার্যত অপ্রতিরোধ্য। দুরন্ত বোলিং।' কুলদীপের প্রশংসা করতে গিয়ে কেকেআরের সময়ের স্মৃতিতেও ভাসলেন আক্রাম। পাক কিংবদন্তি বলেছেন, 'মনে পড়ছে কুলদীপের কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দেওয়ার কথা। তখন অল্প বয়স। ও এবং মহম্মদ সামি সবসময় আমার সঙ্গে থাকত। ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ, ডিনার, ম্যাচের সময়। যখন খেলা থাকত না, তখনও আমার সঙ্গে বসে থাকত! শেখার তাগিদ। ওদের মধ্যে শেখার অসম্ভব খিদে ছিল। বিশেষত কুলদীপের।'

কুলদীপের কথা বলতে গিয়ে মহম্মদ সামিকে নিয়ে অজানা গল্প শোনালেন আক্রাম। বলেছেন, 'একবার তো আমাকে ছাড়তে গাড়ি করে বিমানবন্দরেও গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন আসছ আমার সঙ্গে? উত্তরে সামি বলে, ওয়াসিম ভাই, আপনার থেকে শিখতে চাই। শুনতে চাই আপনার কথা। তাই এসেছি। সাফল্যের এই খিদেটাই আজ ওদের এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটাই প্রাপ্য কুলদীপ-সামিদের। দেশের হয়ে যা অর্জন করেছে, ওদের জন্য আমি গর্বিত।'

কুলদীপকে নিয়ে আবার ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে ঘুরিয়ে খোঁচা দিয়েছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। প্রাক্তন টেস্ট ব্যাটারের দাবি, ৭ রানে ৪ উইকেট নিলেও পরের ম্যাচে কুলদীপ খেলবে, আদৌ তার নিশ্চয়তা আছে কি? এশিয়া কাপের কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য মঞ্জরেকার তাঁর সমাজমাধ্যমে গম্ভীরদের উদ্দেশ্য করে যে প্রশ্নটা তুলে দিয়েছেন। ১৪ তারিখ পাকিস্তান মহারণ। স্পিন বিভাগে পরিবর্তন হলে কুলদীপের ওপর কোপ পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মজার কথা, গত ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টের একটিতেও কুলদীপকে সুযোগ না দেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন গম্ভীর। প্রাক্তনদের অনেকে কটাক্ষের সুরে বলেছিলেন, বল ছেড়ে এবার ব্যাটিংয়ে মন দিক কুলদীপ।

গম্ভীর-মরকেলের কাছে কৃতজ্ঞ শিবম

পাক ম্যাচের পরিকল্পনা শুরু

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : তিনিও হতে পারতেন ম্যাচের সেরা। কিন্তু হননি।

তার জন্য শিবম দুবের কোনও হতাশা নেই। বরং তিনি নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পেরে গর্বিত। আর সেই গর্ব তিনি ভাগ করে নিতে চান ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ও বোলিং কোচ মরনি মরকেলের সঙ্গে। কারণ, গম্ভীর-মরকেলের জন্যই বোলার শিবমকে ফিরে পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট।

তিনি অলরাউন্ডার। কিন্তু শেষ কয়েক বছর আইপিএলের আসরই হোক বা অন্য কোনও প্রতিযোগিতা, বল হাতে শিবমকে দেখাই যেত না। শেষ কয়েক মাসে ছবিটা বদলাচ্ছিল। ভারতীয় দল ইংল্যান্ড সিরিজ শেষে দেশে ফেরার পর বোলিং কোচ মরকেল ও প্রধান কোচ গম্ভীর শিবমকে নিয়ে আলাদাভাবে ক্লাস করেছিলেন। যেখানে তাঁকে বল করতে বলা হয়েছিল। নির্দিষ্ট লাইনে টানা বোলিং করে গিয়েছিলেন শিবম। গতরাতে টিম ইন্ডিয়ার এশিয়া কাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে তার ফলও পেয়েছেন তিনি। নিয়েছেন তিন উইকেট। চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। সতীর্থ কুলদীপকেও তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন শিবম।

বোলিং কোচ মরনি মরকেলের থেকে সেরা ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের মেডেল গলায় পড়লেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচে ৩ উইকেট নেওয়া শিবম দুবে।

অনায়াস জয় দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়েছে প্রথম ম্যাচেই। গতরাতের সাফল্যের পর আজ পুরো দিনটাই বিশ্রামে ছিলেন সূর্য, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়ারা। তার মাঝেই রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচের পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় শিবিরে। হারিয়ে যাওয়া অলরাউন্ডার তকমা নতুনভাবে ফিরে পাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে শিবম বলেছেন, 'আমিরশাহি ম্যাচ এখন ইতিহাস। সামনে পাকিস্তান ম্যাচ। সেই ম্যাচ নিয়ে আমাদের ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু হয়ে যাবে দ্রুত। কোচ গোতিভাই আমাদের যেমন পরামর্শ দেবেন, সেভাবেই আমরা মাঠে নিজেদের উজাড় করে দেব।' আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেন শিবম। সেখানে ব্যাটার হিসেবে অনেক ম্যাচে দলকে ভরসা দিলেও বল করার সুযোগ খুব একটা পান না তিনি। ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে অন্য কাউকে জায়গা দেওয়ার জন্যই বল করার সুযোগ শিবম পান না।

যদিও গতরাতে এশিয়া কাপের আসরে শিবম প্রমাণ করেছেন, বল হাতে দলকে ভরসা দিতে তিনি তৈরি। তাঁর কথায়, 'ইংল্যান্ড সিরিজ শেষের পর থেকেই মরকেল আমার পিছনে পড়ে রয়েছে। গোতিভাইয়ের পরামর্শ মেনে আমায় দিয়ে টানা বোলিং করানো হয়েছে। আর বোলিংয়ের সেই ক্লাসে পেয়েছি প্রচুর পরামর্শও। শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি এখন।' টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে শিবম ছাড়াও অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়াও। হার্দিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দারুণ। সেই

> ইংল্যান্ড সিরিজ শেষের পর থেকেই মরকেল আমার পিছনে পড়ে রয়েছে। গোতিভাইয়ের পরামর্শ মেনে আমায় দিয়ে টানা বোলিং করানো হয়েছে। আর বোলিংয়ের সেই ক্লাসে পেয়েছি প্রচুর পরামর্শও। শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি এখন।
>
> **শিবম দুবে**

প্রসঙ্গ টেনে শিবম বলেছেন, 'হার্দিক আমার ভাইয়ের মতো। ও আমার চেয়ে বেশি আইপিএল ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। তাই সবসময় আমি ওর সঙ্গে কথা বলে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করি। উপভোগ করি ওর সঙ্গে ম্যাচ খেলাও।'

এদিকে, আজ ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক ও টি২০-র সহ অধিনায়ক শুভমানের জীবনের অজানা ঘটনা সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, শুভমানের ব্যাটার হিসেবে উন্নতির পিছনে রয়েছেন এক ফলের রস বিক্রেতা। যিনি মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামের বাইরে দোকানদারি করতেন। শুভমানকে একসময় প্রচুর থ্রোডাউন দিয়েছেন তিনি।

পূজা রানি

জেসমিন লাম্বোরিয়া

বক্সিংয়ে দুই পদক নিশ্চিত ভারতের

লিভারপুল, ১১ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে আরও দুই পদক নিশ্চিত করল ভারত। মহিলাদের ৮০ কেজি বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছেন দুইবারের এশিয়া চ্যাম্পিয়ন পূজা রানি। একইসঙ্গে মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগের শেষ চার নিশ্চিত করেছেন জেসমিন লাম্বোরিয়া। বৃহস্পতিবার পূজা কঠিন লড়াইয়ের পর ৩-২ ব্যবধানে জয় পেয়েছেন পোল্যান্ডের ইমিলিয়া কোতেরস্কার বিপক্ষে। জেসমিন অবশ্য ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছেন উজবেক বক্সার মামাজোনোভা খুমোরবোনুকে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব বক্সিং আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সংস্করণে ভারত ২০ সদস্যের দল পাঠিয়েছিল। বুধবার নূপুর সোরেন মহিলাদের ৮০ ঊর্ধ্ব বিভাগে সেমিফাইনালে পৌঁছে ভারতের প্রথম পদক নিশ্চিত করেছিলেন। এছাড়াও মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে মীনাক্ষী এবং পুরুষদের ৫০ কেজি বিভাগে জাদুমণি সিং মনদেঙ্গবাম কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন। শুক্রবার জিততে পারলেই আরও দুটি পদক আসবে ভারতের ঝুলিতে।

হ্যাম্পশায়ারে খেলবেন ওয়াশিংটন

লন্ডন, ১১ সেপ্টেম্বর : হ্যাম্পশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাবের পক্ষ থেকে আজ এই ঘোষণা হয়েছে। মাস খানেক আগে টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের সময় ব্যাটে-বলে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। সেই সাফল্যের পুরস্কার পেলেন তিনি। হ্যাম্পশায়ারের তরফেও ওয়াশিংটনকে তাদের দলে স্বাগত জানানো হয়েছে। বিলেতের কাউন্টি ক্রিকেটে সম্প্রতি সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না হ্যাম্পশায়ারের। ওয়াশিংটনের যোগদানের পর হ্যাম্পশায়ারের ভাগ্য বদল হয় কিনা, সেটাই দেখার।

পাকিস্তান ম্যাচে মন দিক সূর্যরা : কপিল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : খেলা বহির্ভূত কোনও বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ক্রিকেটেই ফোকাস থাকুক। ভারত-পাকিস্তান রবিবাসরীয় মহারণ নিয়ে এমনই পরামর্শ বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক কপিল দেবের। প্রাক্তনের মতে, ম্যাচ নিয়ে সবুজসংকেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্লেয়াররা মাঠে নেমে এবার নিজেদের দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে পালন করুক। এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশের পর পহলগাম জঙ্গিহানা, অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পরিস্থিতিতে ম্যাচ ঘিরে নানা বিতর্ক। যদিও কপিল চান, সব বিতর্ক ভুলে খেলাতেই মন দিক সূর্যকুমার যাদবরা।

পাকিস্তান ম্যাচে সূর্যকুমার যাদব ও শুভমান গিলের ব্যাটিং নির্ণায়ক হতে পারে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। রবিবার অবশ্য আসল পরীক্ষা। যে ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে কপিল এদিন বলেছেন, 'মাঠে নামো এবং জেতো। যাদের কাজ খেলা, তাদের উচিত শুধুমাত্র খেলাতেই মনঃসংযোগ করা। আর কোনও কিছু নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। ম্যাচ ঘিরে বাইরে যে বিতর্ক চলছে, সেটাকে বড় ইস্যু বানানোর দরকার নেই। সরকার যা করার করে দিয়েছে। রবিবার প্লেয়াররা তাদের কাজ করুক।'

বুধবার রাতে দুবাইয়ে ৫৭ রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেওয়ার পর ২৭ বলে আমিরশাহি-বধ সেরে নেয় টিম ইন্ডিয়া। ব্যাটে-বলে ভারতীয় দলের যে নিখুঁত ক্রিকেটে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন অধিনায়কও। কপিল বলেছেন, 'এই ভারতীয় দল যথেষ্ট ভালো। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ট্রফি নিয়েই দেশে ফিরবে ওরা।'

মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

এদিকে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে স্বস্তির খবর। রবিবারের ম্যাচ বন্ধের আর্জি জানিয়ে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গতকাল ম্যাচের যৌক্তিকতা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। আবেদনকারীর যুক্তি ছিল, পহলগামে নারকীয় ঘটনার পর পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা উচিত নয় ভারতের। যদিও সর্বোচ্চ আদালত সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিজয় বিষ্ণোই এদিন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, সূচি মেনেই ম্যাচ হোক। সর্বোচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করবে না।

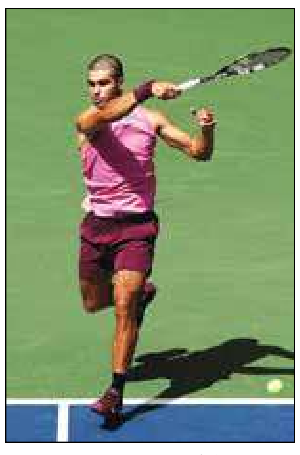

আলকারাজ ও মার্কিন মডেল ব্রুকস নাদেরের প্রেম এখন চর্চায়।

নতুন প্রেমে আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ১১ সেপ্টেম্বর : সদ্য ইউএস ওপেন জিতে উঠে এসেছেন টেনিসের এটিপি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানে। এবার ব্যক্তিগত জীবনের কারণে শিরোনামে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। শোনা যাচ্ছে ২২ বছরের স্প্যানিশ তারকা ডেট করছেন মার্কিন মডেল ব্রুকস নাদেরকে। ব্রুকসের বোন গ্রেস অ্যান নাদের নিশ্চিত করেছেন দুইজনের সম্পর্কের কথা।

গ্রেস বলেছেন, 'গুজবটা সত্যি। তবে ডেটিং কথাটা আলগা অসংযত হয়ে যাবে।' আলকারাজের প্রশংসার গ্রেস আরও যোগ করেছেন, 'আমি জানি এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তায় ওই শীর্ষে।'

ইউএস ওপেন আলকারাজ বনাম আর্থার রিন্ডার্কনেচ ম্যাচ চলাকালীন ব্রুকস এবং তাঁর বোনদের গ্যালারিতে দেখা গিয়েছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তাঁরা ফাইনালে জানিক সিনার-আলকারাজ দ্বৈরথেও উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে জেতাল বৃষ্টি

কার্ডিফ, ১১ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচে বৃষ্টির থাবা। শেষ পর্যন্ত যদিও সেই বৃষ্টিই জিতিয়ে দিল প্রোটিয়াদের।

কার্ডিফে ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর। ততক্ষণে ওভার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৯। টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠায় ইংল্যান্ড। ৭.৫ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ তখন ৫ উইকেটে ৯৭। ফের বাদ সাধে বৃষ্টি। দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর আর ব্যাটিংয়ে নামতে পারেনি।

সেই বৃষ্টির কারণেই ইংল্যান্ডের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় নতুন করে। জিততে হলে ৫ ওভারে তাদের করতে হত ৬৯ রান। তবে হ্যারি ব্রুকের দল তা পারেনি। ৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৪ রানে শেষ হয় তাঁদের ইনিংস। ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে ১৪ রানে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল আইডেন মার্করামের দক্ষিণ আফ্রিকা।

'অচেনা' ওমানের বিরুদ্ধে আজ নামছেন শাহিনরা

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : অদ্ভুত মিল। আবার অমিলও!

গতকাল টিম ইন্ডিয়া এশিয়া কাপে প্রবল দাপট দেখিয়ে বড় জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছে। কাল এশিয়া কাপ অভিযানে নামছে পাকিস্তান।

ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। যে দলে ভারত-পাকিস্তান বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার ছিলেন। আগামীকাল পাকিস্তানের 'অচেনা' প্রতিপক্ষ ওমান দলেও রয়েছে এমন ছবি। ওমানের অধিনায়ক জতিন্দার সিং ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাই সমাজমাধ্যমে বলা হচ্ছে, রবিবারের মহারণের আগেই আগামীকাল ভারতের সামনে পাকিস্তান।

বাবর আজম নেই। মহম্মদ রিজওয়ানও নেই। অধিনায়ক সলমন আলি আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দল তারুণ্যে ভরা। যারা দুবাইয়ে দিন কয়েক আগে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আফগানিস্তানকে হারিয়ে। জোরে বোলার শাহিন শা আফ্রিদি ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে সেই ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতার আসরেই। শাহিনের ছন্দ ভরসা দিচ্ছে পাকিস্তানকে। সঙ্গে রয়েছে 'অচেনা' ওমানকে নিয়ে সতর্কতাও। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, অতীতে কখনও ওমানের বিরুদ্ধে খেলেনি পাকিস্তান। ফলে এশিয়া কাপের মতো প্রতিযোগিতার আসরে অভিযান শুরুর লগ্নে বেশ সতর্ক সলমনরা।

> **এশিয়া কাপে আজ**
>
> **ওমান বনাম পাকিস্তান**
>
> **সময় :** রাত ৮টা, **স্থান : দুবাই**
> **সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

ওমান অধিনায়ক জতিন্দার জানিয়েছেন, তাঁদের কিছু হারানোর নেই। বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁরা সেরাটা দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান, ওমানও ক্রিকেট খেলতে জানে। বাস্তবে এমন ভাবনা কতটা কার্যকরী হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচকে রবিবারের ভারত-পাক মহারণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে, ঘাড়ের চোটে কাবু পাক অধিনায়ক সলমন। তিনি আজ অনুশীলনেও ছিলেন না। পাক দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, অধিনায়ক সলমনের চোট গুরুতর নয়।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে বুধবার কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীরা বল হাতে ভেলকি দেখিয়েছেন। পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসনও স্পিন-জুজু দেখিয়ে রাখলেন প্রতিপক্ষকে শিবিরকে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে হেসন বলেছেন, 'স্কোয়াডে রিস্ট স্পিনার থাকলে পিচ খুব একটা চিন্তার বিষয় হয় না। আমাদের স্কোয়াডে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার রয়েছে। আলাদা করে মহম্মদ নওয়াজের নাম বলব। আমার মতে, নওয়াজ বর্তমানে বিশ্বের সেরা স্পিনার। জাতীয়

সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন।

দলে প্রত্যাবর্তন পর থেকে গত ছয় মাসে ও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। সলমনও পার্টটাইম স্পিন খারাপ করে না। ফলে আমাদের হাতে বিকল্পের অভাব নেই।'

মন্থর স্ট্রাইক রেটের জন্য এশিয়া কাপে পাকিস্তানের স্কোয়াডে বাবর ও রিজওয়ানের জায়গা হয়নি। যা নিয়ে হেসন বলেছেন, 'আমি কারোর দুর্বলতা নিয়ে এখানে কথা বলতে আসিনি। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে টি২০ ক্রিকেট খেলা হয় তাতে স্ট্রাইক রেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা অস্বীকার করার জায়গা নেই।'

সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে বাবর-রিজওয়ানের মন্থর ব্যাটিংকে কার্যত কাঠগড়ায় তুলেছেন হেসন। এখন বাবর-রিজওয়ানকে ছাড়া এশিয়া কাপে পাকিস্তান কেমন পারফর্ম করে, সেটাই দেখার।

৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মধ্যাঞ্চলের সারাংশ জৈন।

সারাংশদের স্পিনে চাপে দক্ষিণাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ১১ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে প্রথম দিনেই চাপে দক্ষিণাঞ্চল। সৌজন্যে মধ্যাঞ্চলের সারাংশ জৈন-কুমার কার্তিকেয় সিংয়ের স্পিনের জাদু।

বৃহস্পতিবার টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক রজত পতিদার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে দক্ষিণাঞ্চল। সারাংশ ও কার্তিকেয়র স্পিনের সামনে ১৪৯ রানের বেশি তারা তুলতে পারেনি। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন ওপেনার তন্ময় আগরওয়াল। সারাংশ ৪৯ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন। ৫৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট দখল করেন কার্তিকেয়। দীপক চাহার ৬ ওভারে ১১ দিয়েও কোনও উইকেট পাননি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে বিনা উইকেটে ৫০ রান তুলেছে মধ্যাঞ্চল। দুই ওপেনার দানিশ মালেওয়ার ২৮ ও অক্ষয় ওয়াদকার ২০ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

দায়িত্বে সৌরভ, তিন সপ্তাহ আগেই জানতেন এবি

'খেলুক ভারতীয় ক্রিকেটাররাও'

প্রিটোরিয়া, ১১ সেপ্টেম্বর : হেডকোচের নতুন ভূমিকায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে আগামীবার প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের দায়িত্ব সামলাবেন মহারাজ। চমকপ্রদ যে, খবরটা অবশ্য বাকি বিশ্বের চেয়ে তিন সপ্তাহ আগেই নাকি জানতেন এবি ডিভিলিয়ার্স! প্রিটোরিয়ার ঘরের ছেলে এবি। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তিও। নিজের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজির হেডকোচ হতে চলেছেন সৌরভ, খবরটা নাকি আগেই তাঁর কাছে চলে এসেছিল।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সৌরভকে নিয়ে এমনই দাবি করেছেন প্রোটিয়া তারকা। এবি বলেছেন, 'আমার ঘরের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হেডকোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন সৌরভ। সত্যি কথা বলতে, সপ্তাহ তিনেক আগেই খবরটা আমার কাছে ছিল। এতদিন যা আমাদের (সৌরভ ও এবি) মধ্যেই ছিল। বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথাও হয়েছে। তবে পুরোটাই ব্যক্তিগত আলোচনা, প্রকাশ্যে আনতে চাই না।'

হেডকোচ হিসেবে সৌরভকে পেয়ে খুশির মধ্যে একটাই আক্ষেপ, নিলাম তালিকায় কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম না থাকা। প্রোটিয়া কিংবদন্তির মতে, তার কাছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক। সদ্য অবসর নেওয়ার পর রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সামনে সুযোগ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের নিলাম তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার। বদলে আইএলটি২০-তে নাম লিখিয়েছেন ভারতীয় অফস্পিনার।

ডিভিলিয়ার্সের বিশ্বাস, ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে 'প্রাচীর' সরিয়ে দিতে তাঁরা সক্ষম হবেন। আগামীদিনে ভারতীয় প্লেয়াররাও অংশ নেবেন দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে। একইসঙ্গে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এবির আবেদন, 'ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চুক্তির আওতায় না থাকা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বন্ধুদের কাছে আবেদন, তারা আমাদের লিগে নাম লেখাক। এখানে এসে খেলুক। এসএটি২০ দারুণভাবে হচ্ছে। এই লিগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি খুশি।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দেবতমা ব্রহ্ম** : তোর ১৫তম জন্মদিনে অনেক অনেক আশীর্বাদ আর শুভ কামনা রইলো। ঈশ্বরের কাছে তোর সুস্থ সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবন কামনা করি। **বাবা - বুবাই, মা - অর্চনা, ঠাকুমা - সোনা ব্রহ্ম।**

শীর্ষ, অনুষ্কাকে সংবর্ধনা

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় রাজ্য ফিন সুইমিংয়ে চারটি পদক জিতে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেন জলপাইগুড়ি জেলা আন্ডার ওয়াটার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাঁতারু শীর্ষ সরকার ও অনুষ্কা দত্ত। বৃহস্পতিবার বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের তরফে শীর্ষ ও অনুষ্কাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রাজ্যস্তরে শীর্ষ পুরুষদের ৫০ মিটার বাই ফিনে রুপো জিতেছেন। মহিলাদের ৫০ ও ১০০ মিটার বাই ফিনে রুপো এবং ২০০ মিটা বাই ফিনে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন অনুষ্কা।

ফাইনালে পিকে

ময়নাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : উত্তর মৌয়ামারি আদর্শ ক্লাব ও পাঠাগারের মদেয়া রায় ও গণেশ চন্দ্র রায় ট্রফি নক আউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল কোচবিহারের পিকে দল। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে বানারহাট এফসি-র বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে মাথাভাঙ্গা জিওয়াইএস ও ময়নাগুড়ি একাদশ।

পাকিস্তান ম্যাচে মন দিক সূর্যরা : কপিল

- খবর নয়ের পাতায়

নামের চাপেই কাঁপুনি, অকপট রাজপুত

ম্যাচ শেষে আবেগে ভাসলেন গিল-সিমরন

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : শুভমান গিলের কি আমাকে মনে আছে?

ভারত ম্যাচের আগে শুভমানকে নিয়ে স্মৃতিমেদুরতায় ভুগছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সিমরনজিৎ সিং। উত্তরটা পেলেন স্বয়ং শুভমানের থেকেই। সিমরনজিৎকেই বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচ শেষ করার পর প্রাক্তন সতীর্থকে জড়িয়ে ধরলেন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক।

প্রায় ১৪ বছর পর দেখা। হারজিত ভুলে দুজনে মিলে ফিরে গেলেন ২০১১-'১২ সালের মোহালি স্টেডিয়ামে প্রস্তুতির দিনগুলিতে। যেখানেও বোলারের ভূমিকা পালন করতেন সিমরন। যার বলে ব্যাটিং অনুশীলন সারতেন সেদিনের খুদে শুভমান। গতকাল বুর্জ খালিফার শহর দুবাইয়ে পুনর্মিলনের মঞ্চে দুজনের গায়ে দুই দেশের জার্সি।

> সত্যি কথা বলতে, এটা মোটেই টার্নিং পিচ ছিল না। বরং ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট। আসলে ভারতীয় বোলারদের স্কিল ব্যবধান গড়ে দেয়। বিশেষত, ওদের রিস্ট স্পিনাররা। ওরা যে কোনও পিচে টার্ন করাতে পারে। যেভাবে বল করছে, যে লেংথে বল করেছে, তা প্রশংসনীয়।
>
> **লালচাঁদ রাজপুত**
> *(সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কোচ)*

প্রতিপক্ষকে মাত্র ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেন ভারতীয় বোলাররা। কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীদের স্পিন বুঝতেই পারেননি ব্যাটাররা। টেলএন্ডারদের দ্রুত ডাগআউটের রাস্তা দেখান শিবম দুবেও। আমিরশাহির কফিনে এরপর বাকি পেঁরেক পুঁতে দেয় অভিষেক শর্মা, শুভমান গিলদের ঝোড়ো ব্যাটিং। মাত্র ২৭ বলেই ম্যাচ পকেটে!

দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় একরাশ লজ্জা নিয়ে ফিরতে হয় আমিরশাহির কোচ লালচাঁদ রাজপুতকে। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী টি২০ বিশ্বকাপে রাজপুতের প্রশিক্ষণেই চ্যাম্পিয়ন হয় মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। মাঝের ১৮ বছরে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। রাজপুতের হাতে বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দায়িত্ব। শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর নতুন ছাত্ররা লড়াই করবে, তা দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন তিনি।

ম্যাচজুড়ে যদিও উলটো ছবি। রাজপুতও স্বীকার করে নিলেন, ভারতীয় দলের তারকাদের নামেই কার্যত কেঁপে গিয়েছে তাঁর ব্যাটিং বিভাগ। অজুহাতের রাস্তায় হাঁটার বদলে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, এটা মোটেই টার্নিং পিচ ছিল না। বরং ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট। আসলে ভারতীয় বোলারদের স্কিল ব্যবধান গড়ে দেয়। বিশেষত, ওদের রিস্ট স্পিনাররা। ওরা যে কোনও পিচে টার্ন করাতে পারে। যেভাবে বল করছে, যে লেংথে বল করেছে, তা প্রশংসনীয়।'

আমিরশাহির ওপেনাররা কিন্তু খারাপ শুরু করেননি। ৫৭ রানের মধ্যে ৪১ রান করেন দুই ওপেনার আলিশান শরাফু ও মহম্মদ ওয়াসিম। বাকিদের অবদান ১৬! যার মধ্যে রয়েছে শ্রীযুক্ত অতিরিক্ত। রাজপুতের অকপট স্বীকারোক্তি, 'প্রথমবার এরকম দক্ষ স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলল আমাদের ব্যাটাররা। প্রতিপক্ষ শিবিরের বড় নামের চাপও ছিল। তবে বাস্তব যাই হোক, ২০ ওভার ব্যাটিং করা উচিত ছিল। আমাদের জন্য এটা শিক্ষণীয়।'

ম্যাচ শেষে বন্ধু সিমরনজিৎ সিংয়ের সঙ্গে আড্ডায় শুভমান গিল।

বোর্ড সভাপতির দৌড়ে 'না' শচীনের

নাম ভাসছে শাস্ত্রী, দ্রাবিড়, মোরের

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর : আচমকাই জল্পনা শুরু হয়েছিল। তাঁর নাম অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে এসেছিল। জানা গিয়েছিল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি পদে আসতে চাইছেন শচীন তেন্ডুলকার। এমন খবর সামনে আসার পর ২৮ সেপ্টেম্বর বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শুরু হওয়া সেই জল্পনায় জল ঢাললেন শচীন। তিনি জানিয়ে দিলেন, পুরোটাই গুজব। বোর্ড সভাপতি পদে শচীন আগ্রহী বলে সম্প্রতি যে খবর সামনে এসেছিল, তা ভিত্তিহীন। শচীনের কথায়, 'সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পেরেছি, আমি বোর্ড সভাপতির পদে আগ্রহী। বাস্তব এমন নয় একেবারেই। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি বোর্ড সভাপতির পদের দৌড়ে নেই।'

শচীনের প্রতিক্রিয়া সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবে নয়া জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। শচীন রাজি না হলে কে সেই প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ভারতীয় ক্রিকেটার, যিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রজার বিনির পর বোর্ডের সভাপতি হতে পারেন। আপাতত স্পষ্ট কোনও জবাব নেই। রাতের দিকের খবর, নয়া বোর্ড সভাপতির দৌড়ে নাম ভাসছে রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড় ও কিরণ মোরের। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র দাবি করেছে, এই তিন প্রাক্তন ক্রিকেটারের মধ্যে কোনও একজন পরবর্তী বোর্ড সভাপতি হতে পারেন। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে শচীন কখনও বলেননি তিনি প্রশাসনে আসতে আগ্রহী। কিন্তু তারপরও যেভাবে তাঁকে বোর্ড সভাপতি পদে বসিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, তা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে চমক সৃষ্টি করেছিল। আজ সেই চমকের অবসান হল। এখন দেখার, বোর্ডের নয়া সভাপতি কে হন।

এদিকে, সিএবি-তে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন রবিবার। সেদিনই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেবেন। সিএবি থেকে বোর্ডে প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সৌরভই দেখবেন।

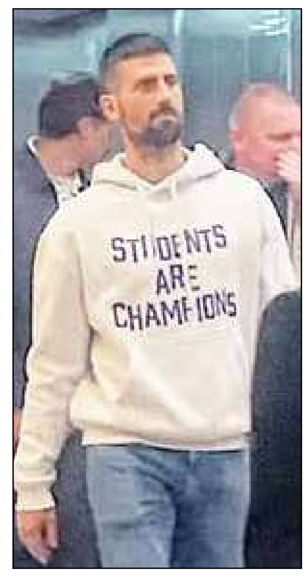

এই হুডি পরে প্রতিবাদ জানিয়ে সার্বিয়া সরকারের রোষানলে পড়েন নোভাক জকোভিচ।

দেশ ছাড়লেন জকোভিচ

এথেন্স, ১১ সেপ্টেম্বর : সার্বিয়াজুড়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের পরিবার নিয়ে দেশ ছাড়লেন টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ।

এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইতিমধ্যে পরিবার নিয়ে গ্রিসে চলে এসেছেন জকোভিচ। এথেন্সে একটি বাড়িও কিনেছেন তিনি। গ্রিক গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করতে চলেছেন ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকা।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে সার্বিয়ার নোভি সাদ রেলস্টেশনে এক মর্মান্তিক ঘটনায় ১৬ জন প্রাণ হারান। তারপর থেকেই সার্বিয়াজুড়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন জকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে একটি ম্যাচ জেতার পর সেই জয় সরকারবিরোধী আন্দোলনে আহত এক ছাত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। এমনকি বেলগ্রেডে একটি বাস্কেটবল ম্যাচ দেখতে 'স্টুডেন্টস অ্যান্ড চ্যাম্পিয়ন' লেখা টি-শার্ট পরে গিয়েছিলেন। যার ফলে সরকারের রোষানলে পড়েন জকোভিচ। যে কারণে দেশত্যাগ করেছেন এই টেনিস কিংবদন্তি।

খালিদে পূর্ণ আস্থা নেই বাইচুংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন সতীর্থর ধারাবাহিকতা নিয়ে চিন্তিত বাইচুং ভুটিয়া।

কঠিন সময় ভারতীয় ফুটবল দলের দায়িত্ব নিয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন খালিদ জামিল। প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং যদিও তারপরও জাতীয় দলে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ খালিদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছেন না। বাইচুং বলেছেন, 'কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জয় নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ফলাফল। শুরুটা ভালো হয়েছে। তবে আইএসএলে ওঁর দল একদিন শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারাত, আবার পরের ম্যাচে খারাপভাবে হেরে যেত। জাতীয় দলে সফল হতে হলে ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।'

স্ট্রাইকারদের গোল না পাওয়া নিয়েও চিন্তিত বাইচুং। বলেছেন, 'কাফা নেশনস কাপে আমাদের সব গোলই এসেছে ডিফেন্ডারদের থেকে, সেটপিসে। স্ট্রাইকারদের থেকে কোনও গোল নেই। এটা উদ্বেগজনক। সব সময় ডেডবল পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করা যাবে না। আক্রমণভাগকে শক্তিশালী করতে হবে।'

এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও নৌশাদ মুসার অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় দলের লড়াকু ফুটবল সমাদৃত হচ্ছে দেশজুড়ে। সেই দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে সিনিয়ার দলে দেখতে চাইছেন পাহাড়ি বিছে। তবে অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে যে দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলানোর দাবি উঠেছে তার পক্ষে নেই বাইচুং। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমরা আগেও ইন্ডিয়ান অ্যারোজকে দেখেছি। কিন্তু এটা সঠিক পথ নয়। বিশ্বজুড়ে সেরা দলগুলো দেখুন, ক্লাবগুলোই গ্রাসরুট থেকে তরুণদের গড়ে তুলেছে। আমাদেরও আইএসএল ও আই লিগের ক্লাবগুলোকে তরুণদের সুযোগ দিতে হবে।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লাল-হলুদের মেয়েরা শক্ত গ্রুপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে শক্ত গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল।

এদিন এএফসির সদর দপ্তর কুয়ালালামপুরে হয়ে গেল টুর্নামেন্টের ড্র। গ্রুপ 'বি'-তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে থাকছে ইউহান জিয়াঙ্গদা এফসি (চিন), বাম খাতুন এফসি (ইরান) ও পিএফসি নাসাফ (উজবেকিস্তান)। টুর্নামেন্ট হবে ১৭ থেকে ২৩ নভেম্বর। আইডব্লিউইএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এর আগে বাছাইপর্বে গ্রুপ 'ই' থেকে শীর্ষস্থান দখল করে কিচটি এফসি, ফেনম পেনহ ক্রাউনের থেকে এগিয়ে থাকায়। গত মাসে কম্বোডিয়াতে হয় এই বাছাইপর্ব। এবার মূলপর্বের সব ম্যাচই হবে চিনে। এশিয়ার সেরা ১২ দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের চার দল লিগ ফর্ম্যাটে খেলবে। গ্রুপ বি'-এর ম্যাচগুলি হবে গ্রুপেরই অন্যতম দল ইউহান জিয়াঙ্গদাতে। চিনের এই ক্লাবই গতবারের এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম দুই দল ও দুটি দ্বিতীয় সেরা দল নক আউট পর্যায়ে যাবে। সিঙ্গল লেগ এই কোয়ার্টার ফাইনাল আগামী বছর মার্চে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে ২০ ও ২৩ মে।

ইস্টবেঙ্গলের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল আয়োজক ক্লাব। যারা চিন মহিলা লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন। ইরানের বাম খাতুনও গতবারের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। একইভাবে নাসাফ উজবেকিস্তানের মহিলা লিগে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ১৬ বারের চ্যাম্পিয়ন দল। এই দলটি অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের মতোই বাছাইপর্ব থেকে এবারই প্রথম মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপের খেলা

বাম খাতুন
(১৭ নভেম্বর)

ইউহান জিয়াঙ্গদা
(২০ নভেম্বর)

পিএফসি নাসাফ
(২৩ নভেম্বর)

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পথে বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন দাস। বৃহস্পতিবার।

লিটন-তৌহিদে জয় বাংলাদেশের

হংকং-১৪৩/৭ বাংলাদেশ-১৪৪/৩

আবু ধাবি, ১১ সেপ্টেম্বর : গত বছর টি২০ আন্তর্জাতিকের মঞ্চে হংকং প্রথমবার বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছিল। সেদিন ক্রিকেটবিশ্বকে চমকে দিয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল হংকং। বৃহস্পতিবার এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পুনরাবৃত্তি ঘটানোর নেশায় মত্ত নিজাকত খানরা চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু শেষপর্যন্ত অধিনায়ক লিটন দাসের (৫৯) অর্ধশতরানে ভর করে হংকংকে ৭ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের অভিযান শুরু করল বাংলাদেশ।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হার থেকে শিক্ষা নিয়ে হংকং ব্যাটাররা ১৪৩/৭ স্কোরে পৌঁছায়। সৌজন্যে নিজাকতের লড়াকু ৪২ রান। তবে তাসকিন আহমেদ (৩৮/২), তানজিম হাসান সাকিবদের (২১/২) দাপটে শুরুটা ভালো হয়নি হংকংয়ের। কিন্তু ৪১ রানে জুটিতে ধাক্কা সামলান নিজাকত ও জিশান আলি (৩০)। শেষদিকে ঝোড়ো ব্যাটিং করেন ইয়াসিম মুর্তাজা (২৮)। বল হাতে পাওয়ার প্লে-র মধ্যে জোড়া উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন আতিক ইকবালরা (১৪/২)। কিন্তু ৪৭/২ থেকে লিটন ও তৌহিদ হৃদয়ের (অপরাজিত ৩৫) ৯৫ রানের জুটি বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করে। তারা ১৭.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৪ রান তুলে নেয়।

দাপুটে জয়ে সুপার সিক্স শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৩ (নসিব, বিষ্ণু, গুইতে)
ইউনাইটেড কলকাতা-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্স পর্বের শুরুতেই স্বস্তির জয় ইস্টবেঙ্গলের। ইউনাইটেড কলকাতা এসসিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল লাল-হলুদ বাহিনী।

ম্যাচে শুরুর দিকটায় ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে তালমিলের অভাব বেশ চোখে পড়ছিল। সুযোগ তৈরি হলেও নিজেদেরই ভুলে বক্সের আশপাশে বারবার বলের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, আমন সিকেরা। এরই মধ্যে ২৯ মিনিটে ইউনাইটেড কলকাতাকে এগিয়ে দিতে পারতেন সমীর বায়েন। বিপক্ষ গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। এক্ষেত্রে যদিও লাল-হলুদ গোলরক্ষক গৌরব সাউয়ের প্রশংসা প্রাপ্য।

এরপর থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করে বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল। ৩৭ মিনিটে ডেভিডের থেকে বক্সে বল পেয়েও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হন পিভি বিষ্ণু। পরের মিনিটে সেই বিষ্ণুই বল ভাসান শ্যামল বেসরাকে লক্ষ্য করে। তবে শ্যামল সেই বলের নাগালই পেলেন না। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে অবশেষে গোলমুখ খোলেন নসিব রহমান। আমন সিকের সেন্টার মাথা দিয়ে নামিয়ে গোলে বল ঠেলে দেন নসিব।

ম্যাচের শুরু থেকে খানিক ফ্যাকাশে লাগছিল ডেভিড ও শ্যামলকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তাঁদের তুলে ভানলালপেকা গুইতে ও মনোতোষ মাঝিকে নামাতেই আরও আগ্রাসী দেখাল ইস্টবেঙ্গলকে। ৪৮ মিনিটে প্রায় ২৫ গজ দূরে ফ্রি কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। সেখান থেকে বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন বিষ্ণু। ৫১ মিনিটে ইউনাইটেড গোলরক্ষককে পিছনে ফেলে গোল লক্ষ্য করে বল ঠেলে দিয়েছিলেন মনোতোষ। তবে গোললাইনের ঠিক আগে থেকে ওই বল বিপন্মুক্ত করেন ইউনাইটেড কলকাতার শুভ বিশ্বাস। ৬৯ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোলটি করেন গুইতে। বিক্রম প্রধানের পাস বিপক্ষ ফুটবলারের পায়ে লেগে তাঁর কাছে চলে আসে। বক্সের মধ্যে থেকে গুইতের শট ক্রসবার ছুঁয়ে জালে জড়িয়ে যায়। শেষ কয়েক মিনিটে লাল-হলুদ রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করলেও ম্যাচে কোনও ফারাক গড়তে পারেনি ইউনাইটেড কলকাতা।

এদিন সুপার সিক্সের অন্য ম্যাচে সুরুচি সংঘকে ৪-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। এই ডায়মন্ডের বিরুদ্ধে লিগে পরের ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। মুখোমুখি সাক্ষাতের আগে প্রতিপক্ষকে খোঁচা দিয়েই লাল-হলুদ কোচ বিনোর মন্তব্য, 'গতবার সুপার সিক্সে ডায়মন্ড হারবার আমাদের বিরুদ্ধে ম্যাচই খেলেনি। সেজন্য এখনও ট্রফি হাতে পাইনি আমরা। আশা করছি এবার ওরা পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে।'

ইস্টবেঙ্গল : গৌরব, জোসেফ, প্রভাত, চাকু, বিক্রম, নসিব, তন্ময় (সঞ্জয়), শ্যামল (মনোতোষ), আমন (জেসিন), ডেভিড (গুইতে) ও বিষ্ণু (এডমুন্ড)।

শিনগার্ডে বাবার ছবি দেখাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের ভানলালপেকা গুইতে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা নরেন্দ্র পাল সিং - কে 15.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65G 16540 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে আমি অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং এক পর্যায় আমি প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময়েই ডিয়ার লটারি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এক কোটি টাকা জেতা শুধু আমার আর্থিক অবস্থাই বদলায়নি, বরং ভবিষ্যতে যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

নরেন্দ্র কাপ ফুটবল শুরু

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবল বৃহস্পতিবার টাউন ক্লাবে শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কারিদল স্বরাজ অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে হলদিবাড়ি প্রয়াস এফসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন তন্ময় রায়, জয়ন্ত কর্মকার ও ত্রিদেব রায়। অন্য ম্যাচে কারিদল অগ্নিবীর ১-০ গোলে আম্বেদকর একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোলটি করেন অঙ্কুর মণ্ডল। স্বরাজ অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে কারিদল নৌকা বিলাসকে হারিয়েছে। গোল করেন সুজয় রায়। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভ্যাংড়া, বিজেপি জেলা সভাপতি শ্যামল রায় প্রমুখ।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস শিলিগুড়ির বিএসকে বলরামের। ছবি : সুভাষচন্দ্র বসু

চ্যাম্পিয়ন বিএসকে বলরাম

বেলাকোবা, ১১ সেপ্টেম্বর : বেলাকোবা যুব শক্তির রঞ্জিতচন্দ্র দে, খগেন রায় ও কেশবরঞ্জন চন্দ্র ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির বিএসকে বলরাম। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির নর্থবেঙ্গল আর্মড পুলিশকে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে জোড়া গোল করে ফাইনালে সেরা গনেশ লিম্বু। অন্য গোলটি বিক্রমের। প্রতিযোগিতার সেরা আর্মড পুলিশের ওয়াংচুক।

কর্মশালা শুরু কাল

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সিএবি-র পরিচালনায় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি গৌতম দাসের উদ্যোগে দুইদিনের আম্পায়াদের কর্মশালা শনিবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির প্রায় ৬০ জন আম্পায়ার এই কর্মশালায় অংশ নেবেন।

জিতল এসটি

মেটেলি, ১১ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বীর বীরসা মুন্ডা ও ভানু ভক্ত আচার্য ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার রাঙ্গামাটি এসটি ব্রাদার্স টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে কালিম্পং পুলিশকে হারিয়েছে। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা নিমদুপ লেপচা। শুক্রবার খেলবে শিলংয়ের উইন ওয়ার্ড এফসি ও কলকাতার ইয়ং কর্নার এফসি।

ফাইনালে ফিনিক্স

লাটাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সবুজ সাথী ক্লাব ও উড়িয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ৮ দলীয় নক আউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল বাতাবাড়ি ফিনিক্স। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে সোনগাছি চা বাগানকে হারিয়েছে। একমাত্র গোলটি করেন সাজিদ আখতার। শনিবার ফাইনালে ফিনিক্সের প্রতিপক্ষ লাটাগুড়ি একাদশ।

ফাইনালে চামুর্চি

বানারহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : তরুণ সংঘের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ফুটবলে ফাইনালে উঠল চামুর্চি মন্দির লাইন। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে দলসিংপাড়া ফুটবল ক্লাবকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হন তুষার বিশ্বকর্মা। রবিবার ফাইনালে চামুর্চির প্রতিপক্ষ জলপাইগুড়ির চাচা ব্যাটেলিয়ন। *ছবি : গোপাল মণ্ডল*

ম্যাচের সেরা তুষার বিশ্বকর্মা।

কাঞ্চন ক্লাবের ফুটবল শুরু

নাগরাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : লুকসানের কাঞ্চন ক্লাবের বিকে সুব্বা ও বীরেন বিশ্বাস ট্রফি ৮ দলীয় ফুটবল বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ইউনাইটেড গ্যাং ব্রোস ১-০ গোলে বিন্নাগুড়ি এফসি-কে হারিয়েছে। কাঞ্চন ক্লাব মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা আদিত্য ছেত্রী। শুক্রবার খেলবে নয়া সাইলি এফসি ও বানারহাট এমএফসি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে আদিত্য ছেত্রী। ছবি : শুভজিৎ দত্ত